সতর্ক
শয়তান
মাসুদ
রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

সতর্ক শয়তান

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৭

এক

ক্লারমন্ট-ফেরান্ড রেসট্র্যাকের পাশে উঠে বসল রক্তাক্ত মাসুদ রানা। সাদা ওভারলে রক্তের ছোপ।

দুপুরের কড়া রোদ। কিন্তু জোর বাতাস। লম্বা চুল বাতাসে উড়ে ঢেকে ফেলেছে ওর মুখের একাংশ। চকচকে পিকক-ব্লু হেলমেটটা লোহার দস্তানা পরা দুই হাতে এমন ভাবে চেপে ধরে আছে, মনে হচ্ছে দুমড়ে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে সে ওটাকে। থরথর কাঁপছে হাত দুটো, মাঝে মাঝে সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝাঁকুনি লেগে।

ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের কাছে চার হাত-পা শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওর গাড়িটা। চাকাগুলো ঘুরছে এখনও। সামান্য ধোঁয়া বেরোচ্ছে ইঞ্জিন থেকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশারের ফেনা ঢেকে ফেলেছে ওটাকে—ফুয়েল ট্যাংকে আগুন লেগে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা নেই আর। দৈবগুণে উল্টাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে সে গাড়ি থেকে।

সবচেয়ে আগে রানার কাছে পৌঁছল প্রবীণ সাংবাদিক জেমস মিচেল। দেখল, নিজের গাড়ি দেখছে না রানা—স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দুশো গজ দূরে দাঁড়ানো একটা ফেরারীর দিকে। কমলা রঙের গ্র্যান্ডপ্রিক্স [ফরাসী উচ্চারণ গ্রাঁ-প্রি] ফর্মুলা ওয়ান রেসিং কারটাকে ঘিরে রেখেছে কমলা রঙের আগুন। ককপিটে খাড়া হয়ে বসে আছে আলফ্রেড গার্বার। মারা গেছে আগেই, এখন ভস্ম হয়ে যাচ্ছে দাউ দাউ চিতার আগুনে। বাতাসে আগুনের শিখা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে কয়লার মত কালো পোড়া দেহটা। মাথায় হেলমেট। বুম শব্দে বিস্ফোরণ হলো। পরমুহূর্তে সাদা হয়ে গেল কমলা রঙের আগুন।

পাথরের মত জমে গেছে হাজার হাজার দর্শক। মন্ত্রমুগ্ধ। বিস্ফারিত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে। একটি টুঁ শব্দ নেই কারও মুখে। রেস-মার্শালদের পাগলের মত ফ্ল্যাগ নাড়তে দেখে থেমে গেছে প্রতিযোগীরা—আজকের মত রেস স্থগিত।

মাইক নিশ্চুপ। সাইরেন বাজিয়ে রেসট্র্যাকের উপর দিয়ে ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স, থেমে দাঁড়াল নিরাপদ দূরত্বে। মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা ফ্ল্যাশিং লাইটটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল পিছনের তীব্র সাদা শিখার ঔজ্জ্বল্যে। ফায়ার-ব্রিগেডের কয়েকজন অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসবেস্টস স্যুট পরে ফায়ার

এক্সটিঙ্গুইশার হাতে চেষ্টা করছে জ্বলন্ত গাড়িটার কাছে পৌঁছতে, পোড়া লাশটা বের করে আনতে। কাজটা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন এবং বিপজ্জনক—তবু চেষ্টা করছে। স্থির মস্তিষ্কে নেই কেউ এখন। আসলে অ্যাম্বুলেন্সের উপস্থিতিও এই মুহূর্তে অবান্তর। অনেক আগেই মারা গেছে আলফ্রেড গার্বার, কারও সাহায্যই কোন উপকারে আসবে না ওর এখন।

দৃষ্টিটা সরিয়ে রানার রক্তাক্ত মুখের দিকে চাইল মিচেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে। হেলমেট চেপে ধরা হাত দুটো তেমনি কাঁপছে থরথর। রানার ধবধবে সাদা রেসিং ওভারলের কাঁধে হাত রাখল মিচেল, মৃদু ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু কিছুই টের পেল না রানা। জখম হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল মিচেল, শুনতেই পেল না সে। ভয় পেয়ে জোরে ঝাঁকি দিল সে রানার কাঁধে। চমকে মিচেলের দিকে চোখ ফেরাল রানা, চোখের পাতা ফেলল বার কয়েক—যেন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল ওর এই মাত্র, প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল।

একটা স্ট্রেচারের দু'মাথা ধরে দৌড়ে আসছিল অ্যাম্বুলেন্সের দু'জন লোক ওর দিকে, হাত নেড়ে বারণ করল রানা। উঠে দাঁড়াল। একটু টলে উঠতে দেখে চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল মিচেল, ধীরে ধীরে এগোল ওরা ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে। অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে হতভম্ব রানা। রোগা, লম্বা, পক্ককেশ সাংবাদিক মিচেল চলেছে উদ্বিগ্ন বিচলিত পদক্ষেপে, চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, বারবার রিমলেস চশমাটা ঠিক করছে নাকের উপর।

পিট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল জুলিয়া, থমকে দাঁড়াল রানার সামনে, বিস্ফারিত চোখে দেখল রানাকে আপাদমস্তক। কিছু বলবে বলে মুখ খুলল কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল। রানার একটা হাত ধরতে যাচ্ছিল জুলিয়া, ছাড়িয়ে নিল রানা। উদভ্রান্ত পদক্ষেপে এগোল পিটের দিকে।

পিটের মুখে একটা ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার হাতে দাঁড়িয়ে চীফ মেকানিক ব্রনসনকে দু'একটা সংক্ষিপ্ত আদেশ দিচ্ছিল ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমের একাধারে মালিক ও ম্যানেজার কোটিপতি মাইকেল হ্যামার, রানাকে দেখে হাতের সিলিন্ডারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে এল দু'হাত বাড়িয়ে। বিশাল চেহারার বৃদ্ধ জড়িয়ে ধরল রানাকে।

'স্টেডি, মাই বয়! স্টেডি! নার্ভটা ঠিক রাখো। দুর্ঘটনা রেসট্র্যাকে হবেই। বিচলিত হলে তো চলবে না, মরিস। সামলে নাও নিজেকে।'

কোন জবাব দিল না রানা। কাঁপা হাতে মৃদু ধাক্কা দিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হলো সে, ঢুকে পড়ল পিটের ভিতর। মাইকেল হ্যামার ছুটল উল্টানো গাড়িটার দিকে। চলায় চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে সে কর্তব্যকর্মের জন্যে। অনেক কাজ পড়ে আছে তার। গত বিশটা বছর ধরে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করছে এই খেলোয়াড়-বৃদ্ধ ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম, অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে এটাকে পৃথিবীর সেরা টীম হিসেবে। বয়সকালে নিজেও ছিল একজন নামজাদা নির্ভীক

ড্রাইভার। নেশা বলতে শুধু দুটো জিনিস—গাড়ি আর বুড়ি। প্রত্যেকটা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের পর পরই একবার করে মার্সেই ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে দেখে আসা চাই। ভদ্রলোক নিঃসন্তান। ভয়ানক কড়া। হাতুড়ীর মতই শক্ত। কিন্তু তার কঠোর বর্মের নিচে যে একটা আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ কোমল প্রাণের ফল্গুধারা রয়েছে সেটা চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারে না কিছুতেই—মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়।

ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের এক কোণে রাখা একটা কাঠের বাক্সের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মেকানিকদের জন্যে পোর্টেবল বার। বরফের বাক্সে কয়েক বোতল বিয়ার ও সেভেন আপ রয়েছে। একজোড়া শ্যাম্পেনের বোতলও রয়েছে এক পাশে। পর পর দুটো গ্র্যান্ডপ্রিক্সে জয়ী হলে বিজয়ীকে শ্যাম্পেনের জোড়া বোতল উপহার দিয়ে সম্বর্ধনার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। আজও রানার জন্যেই রাখা ছিল ওগুলো। গত দুই মাসে পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যে লোক বিজয়ী হয়েছে এবারও যে সে-ই এগুলো পাবে তাতে কারও মনেই কোন সন্দেহ ছিল না—মাঝখান দিয়ে ঘটে গেল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।

রানাকে একটা ব্র্যান্ডির বোতল তুলে নিতে দেখে আঁৎকে উঠল মিচেল ও জুলিয়া। কিন্তু কোনদিকে লক্ষ নেই রানার। কাঁপা হাতে গ্লাসে ঢালছে সে সোনালী তরল পদার্থ। বোতলের মুখটা বাড়ি খাচ্ছে গ্লাসের কানায়। বেশির ভাগই পড়ে গেল মাটিতে। গ্লাসটা অর্ধেক ভরে চুমুক দিল রানা। দুই হাতে ধরেছে গ্লাসটা কাঁপুনি কমাবার জন্যে। সামান্য একটু নামল ওর গলা দিয়ে, বেশির ভাগই পড়ে গেল কষা বেয়ে। খালি গ্লাসের দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, ধপ করে একটা বেঞ্চের উপর বসে আরও ব্র্যান্ডি ঢালছে গ্লাসে।

মেকানিকদের কাজ বুঝিয়ে দিয়েই ফিরে এল মাইকেল হ্যামার। রানার হাতে ব্র্যান্ডির বোতল দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রক্তশূন্য হয়ে গেল সজীব, প্রাণবন্ত মুখটা। চট করে চাইল থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জেমস মিচেলের দিকে। ব্যাপার কি? মদ খাচ্ছে গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার! অথচ গত দুটো মাসে সম্বর্ধনার সময় সবার সামনে শ্যাম্পেনের গ্লাসে এক-আধ চুমুক দেয়া ছাড়া অ্যালকোহল স্পর্শ করতে দেখেনি কেউ ওকে।

চট করে চারদিকটা দেখে নিল একবার মাইকেল হ্যামার। না, কেউ দেখে ফেলেনি। মিচেলকে দিয়ে ভয়ের কিছুই নেই, ব্লু অ্যাঞ্জেলের এত বড় বন্ধুর দ্বারা ওর কোন ক্ষতি হবে না। মিচেল না হয়ে যদি অন্য কোন সাংবাদিক হত তাহলে আজই খতম হয়ে যেত মরিস রেনারের ক্যারিয়ার, কানা হয়ে যেত ব্লু অ্যাঞ্জেল।

ভেঙে পড়ল নাকি ছেলেটা? এ-ও শেষ হয়ে গেল আর সবার মত? আগে হোক, পরে হোক ঘটবেই এটা। অনেক দেখেছে হ্যামার। যত সাহসীই হোক না কেন, যত শান্ত, যত দক্ষ ড্রাইভারই হোক, একটা সময়ে ভেঙে পড়তেই হবে। এটাই রেসট্র্যাকের ট্র্যাজেডি। যে যত ঠাণ্ডা, তার ভেঙে পড়াটা ততই মারাত্মক। অনেক বড় বড় গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার নেমেছে মাঠে—কিন্তু

রেসট্র্যাকের তীব্র স্নায়বিক চাপে খোলসে পরিণত হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই। হয় ক্র্যাশ করে মরেছে বা পঙ্গু হয়ে গেছে, নয়তো বাকি জীবন বয়ে বেড়িয়েছে নিজের খোলসটা। কিন্তু দুটো মাসও গেল না, এতই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল এই হীরের টুকরো ছেলেটা?

মাইকেল হ্যামার দোষ দেয় না কারও। সব মানুষেরই সহ্যের একটা সীমা আছে। রেসট্র্যাকে কি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় এদের জানা আছে তার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নিস্তার নেই ছেলেটার, আলফ্রেড গার্বারের পোড়া লাশ ঘুমোতে দেবে না ওকে বেশ অনেকদিন। চমকে জেগে উঠবে দুঃস্বপ্ন দেখে। কাটিয়ে উঠতে পারবে না মরিস ধাক্কাটা?

রানাকে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে চোখ সরিয়ে নিল হ্যামার। মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। মিচেলকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত করে নিজেও বেরিয়ে গেল বাইরে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেক কিছু আশা করেছিল সে এই ছেলেটার কাছে। পলের মৃত্যুর পর টীমটা যখন ধ্বংস হতে বসেছিল, সেই সময় উদয় হয়েছিল ওর। অনেক আপত্তির ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে ওকে গত দুটো মাস। আপত্তি উঠেছিল, মরিস রেনারের গাড়ি চালানোটা অন্যান্য ড্রাইভারদের জন্যে বিপজ্জনক, ওর বেপরোয়া ড্রাইভিং দেখে ভয়ে রাস্তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে সবাই। ড্রাইভিং মিররে রেনারের নীল গাড়িটাকে দেখলেই সাইড দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে প্রত্যেকে। এরকম ভয়ঙ্কর লোককে বের করে দেয়া দরকার গ্র্যান্ডপ্রিক্স থেকে। কিন্তু কমিটির বৈঠকে এসব অভিযোগ কোনটাই টেকেনি। রেনারের গাড়ি চালনায় কোথাও কোন খুঁত দেখাতে পারেনি কেউ। সাইড দেয়ার প্রশ্নটাও অবান্তর বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ বেশির ভাগ সময়েই বিজয়ের সহজ একটা নিয়ম অনুসরণ করে লোকটা—প্রথমেই সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং এগিয়ে থাকা। টার্নিঙের সময় লোকটা বেপরোয়া ঠিকই, কিন্তু সেখানে তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে সে, আর কারও নয়। 'ইস্পাতের স্নায়ু' বলে ডাকতে শুরু করেছিল ওকে ইদানীং সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা। আবার ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যামার। তুলোর স্নায়ুতে পরিণত হতে যাচ্ছে ও এখন। নাকি সামলে নিতে পারবে এবারের মত?

তৃতীয়বার বোতলটা হাতে তুলে নিল রানা। একই ভাবে কাঁপছে ওর হাত। এবার আর গ্লাসে না ঢেলে বোতল থেকেই ঢোক গিলবার চেষ্টা করল সে। কাপড় ভিজে গেল ব্র্যান্ডি পড়ে। একটা বালতিতে করে পানি নিয়ে এল জুলিয়া। পানিতে স্পঞ্জ ডুবিয়ে রানার মুখের রক্ত পরিষ্কার করতে শুরু করল। নির্বিকার ভঙ্গিতে মদ খেয়ে চলল রানা, কে কি করছে কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। সব ভুলে যাওয়ার পণ করেছে যেন ও।

জেমস মিচেলের সাথে চোখাচোখি হলো জুলিয়ার। এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে মুখ বিকৃত করল প্রবীণ সাংবাদিক। বেরিয়ে গিয়ে হাত রাখল মাইকেল হ্যামারের কাঁধে।

'চলো মাইক, এনকোয়েরি রিপোর্টটা দেখে আসা যাক।'

রওনা হয়ে গেল দু'জন। এতক্ষণে বৈঠক শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। ব্লু অ্যাঞ্জেলের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি বেখাপ্পা ঠেকবে সবার চোখে।

'রিপোর্ট কি হবে সে তো জানাই আছে। তবু চলো। নিজের চোখে দেখা যাবে ঘটনাটা।'

অফিশিয়াল রেস এনকোয়েরির রিপোর্ট আবছা থাকে চিরকালই। কারও ঘাড়ে পুরো দোষ চাপাতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। বছর কয়েক আগে এক দুর্ঘটনায় তেহাত্তর জন দর্শক মারা পড়ল—কিন্তু হাজার হাজার দর্শক যে-ব্যাপারটা নিজচোখে দেখেছিল, একবাক্যে সাক্ষ্য দিতে রাজি ছিল, নিঃসংশয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল যাকে, সেই ড্রাইভারকেও নির্দ্বিধায় দোষী বলতে পারেনি তারা। যেখানে হাজারো কলকজা দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রদানব নিয়ে কারবার, সেখানে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কয়েক মাস আগে এই ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমেরই পল কার্টারেট মারা পড়ল, রেসট্র্যাক ছেড়ে গাড়ি নিয়ে গুঁতো খেল গিয়ে এক বিশাল উইলো গাছের সঙ্গে, পঙ্গু হয়ে গেল দু'জন দর্শক—কিন্তু দোষ পাওয়া যায়নি কারও।

এক্ষেত্রেও পুরো দোষ ইটালিয়ান ড্রাইভার মরিস রেনারের—এ ব্যাপারে যদিও হাজার হাজার দর্শকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, ওর বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পারল না এনকোয়েরি কমিটি। সদস্যদের সামনে সাত-আট বার টি.ভি. রীলটা দেখানো হলো। পরিষ্কার দেখা গেল আধ মিনিটের ঘটনাটা।

তিনটে গ্র্যান্ডপ্রিক্স গাড়ি বেরিয়ে গেল সাঁ করে। টেলিস্কোপিক জুম লেন্স অনুসরণ করছে ওদের পিছন থেকে। রানার ব্লু অ্যাঞ্জেল এগিয়ে যাচ্ছে সামনের একটা ফেরারীকে ওভারটেক করবার জন্যে। গাড়িটা রানাকে পরাজিত করে যে আগে গেছে তা নয়, এক চক্কোর পিছনে পড়েছে বেচারা। রানার পিছনে রানার চেয়েও দ্রুত এগোচ্ছে আর একটা কমলা রঙের ফেরারী, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমেরিকান ড্রাইভার আলফ্রেড গার্বারকে। সোজা সামনে ফাঁকা জায়গা পেয়ে গার্বারের বারো সিলিন্ডারের ফেরারী রানার আট সিলিন্ডারের ব্লু অ্যাঞ্জেলের চেয়ে দ্রুত যাবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই সুযোগটাই নিতে যাচ্ছে গার্বার। স্পষ্ট বোঝা গেল রানাও জানে সেটা। মুহূর্তের জন্যে ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল ব্লু অ্যাঞ্জেলের। সামনের ফেরারীকে ওভারটেক করবার চেষ্টা না করে গতি একটু কমাল রানা গার্বারকে সাইড দেয়ার জন্যে।

হঠাৎ, রানার ব্রেক লাইট নিভে যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই, ব্লু অ্যাঞ্জেল সরে গেল খানিকটা। মনে হচ্ছে যেন রানা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে গার্বার ওকে ওভারটেক করবার আগেই ও সামনের গাড়িটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে। যদি ভুল হয়ে থাকে ঠিক এইখানেই ভুল হয়েছে রানার। কারণ, এর ফলে ব্লু অ্যাঞ্জেল চলে এল একশো আশি মাইল বেগে এগিয়ে আসতে থাকা ফেরারীর যাত্রা পথে। ব্রেক চাপা বা পাশ কাটা, কোনকিছু করবারই সুযোগ পেল না গার্বার।

ব্লু অ্যাঞ্জেলের পেটে গুঁতো মারল গার্বারের ফ্রন্ট হুইল। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ, মারাত্মক ভাবে পাক খেতে শুরু করল ব্লু অ্যাঞ্জেল, ডিগবাজি খেতে শুরু করল পাগলের মত। আর গুঁতো মারবার সাথে সাথেই রাইফেলের গুলির আওয়াজ তুলে ফাটল ফেরারীর একটা চাকা। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল ফেরারী! চিন্তাশক্তিবর্জিত মারাত্মক এক যন্ত্রদানবে পরিণত হয়েছে ওটা। সেফটি ব্যারিয়ারে গিয়ে ধাক্কা খেল, সেখান থেকে ক্যারম বোর্ডের গুটির মত ওপাশের সেফটি ব্যারিয়ারে গিয়ে ধাক্কা খেল পিছন দিকটা। তখনও গতি কমপক্ষে একশো মাইল ঘণ্টায়। আগুনের লকলকে শিখা দেখা যাচ্ছে গাড়ির চারপাশে। এবার ডিগবাজি খেতে শুরু করল ফেরারী, বার কয়েক পাক খেল এক চাকায় ভর দিয়ে, আরও দুটো ডিগবাজি খেয়ে দুশো গজ দূরে চার চাকার উপর থেমে দাঁড়াল। ককপিটে খাড়া হয়ে বসে আছে গার্বার। কয়েক সেকেন্ড পরেই সাদা হয়ে গেল কমলা রঙের আগুন। মারা গেল আলফ্রেড গার্বার।

গার্বারের মৃত্যুর ব্যাপারে কে দায়ী সে সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চোখের সামনে দেখা গেল মৃত্যু ঘটেছে ওর মরিস রেনারের বেপরোয়া গাড়ি চালনার ফলেই। কিন্তু পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যে লোক বিজয়ী হয়েছে তাকে গাফিলতির দায়ে দোষী করা এক কথায় অসম্ভব। সে যে পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারদের একজন সেটা কারও বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই ব্যাপারটাকে অনিচ্ছাকৃত দৈব দুর্ঘটনা বলেই চাপা দেয়ার ব্যবস্থা হলো।

শুধু তিনজন জানল, ব্যাপারটা দৈব বা দুর্ঘটনা কোনটাই ছিল না। ছিল নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড!

দুই

ঠিক দু'মাস আগের কথা।

রোম থেকে সালেহীনের ঝকঝকে ল্যান্সিয়াটা নিয়ে লেগহর্নের দিকে চলেছিল রানা। বেলা তিনটে। যাবে প্যারিস। উদ্দেশ্য: ফিলিপ কার্টারেট নামের এক খচ্চর বুড়োকে ভজিয়ে তার সাহায্য নিয়ে অ্যামস্টার্ডামে কিছু কাজ করা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে পাঠানো হয়েছে ওকে বুড়োর সহযোগিতা আদায় করবার জন্য। ভদ্রলোক আগে ছিল ফ্রান্সের ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ। কিন্তু রিটায়ার করবার সাথে সাথেই আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার কাঁধে। বুড়ো এখন ইন্টারপোলের নারকোটিক সেকশনের চীফ। নেপাল এবং বার্মা থেকে বাংলাদেশ হয়ে বে-আইনী মাদকদ্রব্যের বিরাট সব কনসাইনমেন্ট চালান যাচ্ছে বাইরে। এদিকের ট্র্যাফিক চ্যানেল জানা হয়ে গেছে, কিন্তু এদেশ থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে, কাদের সাহায্যে, কিভাবে জিনিসগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে

না। নেদারল্যান্ডে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। পুরো দলটাকে ধরতে না পারলে শুধু বাংলাদেশে জনাকয়েককে গ্রেপ্তার করে লাভ নেই। আবার একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে নেবে ওরা, ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে চলতেই থাকবে এই চোরাচালান।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নেদারল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশের এজেন্টের পক্ষে কাজ করবার তেমন কোন সুবিধে নেই। ওখানকার স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার হবে। সেটা চাইতে পারে না বাংলাদেশ। কোন দেশই পারে না। ওদের যোগ্যতার প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করা যায় না। একমাত্র ইন্টারপোল কিছুটা সুবিধে পেয়ে থাকে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত যে কোন দেশে কাজ করবার ব্যাপারে।

কাজেই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে রানাকে। যদি ফিলিপ কার্টারেটের সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলেই শুধু কাজ করা সম্ভব হবে অ্যামস্টার্ডামে। যদিও সাহায্য পাওয়ার আশা খুবই কম, কট্টর বুড়ো নাকি পেরেকের চেয়েও শক্ত, কোন রকম বেখাপ্পা আবদার-অনুরোধ-উপরোধের ধার ধারে না। রানার আগেও এসেছিল একজন বাংলাদেশ থেকে, ফিরে গেছে বিফল হয়ে—তবু চেষ্টা করে দেখবার জন্যে পাঠানো হয়েছে রানাকে। চাওয়াটা সাদামাঠা কিছু হলে তেমন কোন অসুবিধে ছিল না, কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খান যেভাবে কাজটা করাতে চান তাতে ইন্টারপোলকে রাজি করানো রীতিমত কঠিন হবে। নিয়মের বাইরে যেতে চাইবে না তারা কিছুতেই।

সহজ ভঙ্গিতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা আর মনে মনে প্ল্যান আঁটছে কিভাবে রাজি করাবে বুড়োকে। এটা না হলে ওটা, ওটা না হলে সেটা—একের পর এক প্ল্যান আসছে ওর উর্বর মস্তিষ্কে, কিন্তু টিকছে না কোনটাই। কিছুতেই যখন বুড়োকে বাগে আনা যাচ্ছে না, রানার গলদঘর্ম হওয়ার জোগাড়, এমনি সময়ে চমকে উঠল সে কানের কাছে হর্নের শব্দ শুনে।

চট করে নিজের স্পীডমিটারের দিকে চাইল রানা। একশো কিলোমিটার। ওর জানা আছে, এটাই এ রাস্তার সর্বাধিক গতিসীমা। তাহলে আবার সাইড চাইছে কেন? রিয়ার ভিউ মিররে কিছুই দেখা গেল না, পাশাপাশি চলে এসেছে গাড়িটা। ঝকঝকে নীল এক অ্যাস্টন মার্টিন। সাঁ করে এগিয়ে গেল।

একটা মেয়ে চালাচ্ছে।

এক ঝলক দেখতে পেল রানা কেবল। অপূর্ব এক সুন্দরী। সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে পতাকার মত। রানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল, তারপর এগিয়ে গেল ওকে পিছনে ফেলে।

মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসল মাসুদ রানা। মস্ত এক ল্যাঙ খেয়েছে ওর আত্মসম্মান। ফিলিপ কার্টারের চিন্তা উড়ে গেল বেমালুম। একটা মেয়ে যদি মুচকি হেসে ওকে ওভারটেক করে চলে যেতে পারে, তাহলে এ জীবনটা থাকলেই কি, না থাকলেই বা কি? মরুক ব্যাটা খচ্চর বুড়ো। ফ্লোর বোর্ডের

সাথে চেপে ধরল রানা অ্যাক্সিলারেটার, স্টিয়ারিং হুইলের উপর হাতদুটো রয়েছে সোয়া নয়টার ভঙ্গিতে। ঠোঁটের কোণে 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি' হাসি।

তুফান বেগে ছুটল ল্যান্সিয়া। স্পীডমিটারের লালকাঁটা একশো দশ, বিশ, ত্রিশ কিলোমিটারের ঘর ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু তবু দূরত্ব কমল না। পাঁচশো গজ সামনে নীল পরীর মত উড়ে চলেছে অ্যাস্টন মার্টিন।

ল্যান্সিয়ার বাপ তুলে দুটো মোক্ষম গালি দিল রানা—কিন্তু দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে গেল কাঁটা, নড়বার লক্ষণ নেই! কিন্তু অ্যাস্টন যে খুব একটা এগিয়ে যাচ্ছে তা নয়, ওটারও দৌড় প্রায় শেষ। রানা বুঝল, বাঁক নেবার সময় দূরত্ব কমাতে হবে ওর, এ মেয়েকে ওভারটেক করবার আর কোন উপায় নেই। সোজা রাস্তায় তেমন কোন সুবিধে করা যাবে না।

গতি কমাচ্ছে মেয়েটা—সামনে বাঁক। গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে এল রানা। বাঁক ঘুরেই আবার ফুলস্পীড দিল মেয়েটা, কিন্তু বিপজ্জনক টার্ন নিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরত্ব কমিয়ে ফেলল রানা।

রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই গতি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। একশো আশি কিলোমিটারে তুলে ফেলল স্পীড সামনে সোজা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। কালো হয়ে গেল রানার মুখটা। হাসি মুছে গেছে। বুঝতে পেরেছে, ল্যান্সিয়া নিয়ে ওকে হারানো যাবে না। অনেক বেশি শক্তিশালী গাড়ি অ্যাস্টন মার্টিন। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় মনে পড়ল ড্যাশবোর্ডের গায়ে বসানো একটা বোতামের কথা। গাড়িটা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রোম এজেন্ট সালেহীনের। ছেলেটা গাড়ির পোকা। নানান ধরনের কায়দা-কৌশল করেছে এই গাড়িতে। ব্যাক অ্যাকসেলের রেশিও বদলে করেছে থারটিন ইজটু ফরটি, কার্বুরেটার পাল্টে ফেলেছে, আর্নট সুপারচার্জার লাগিয়েছে। ম্যাগনেটিক ক্লাচের ছোট্ট বোতামটা দেখিয়ে বারবার রানাকে অনুরোধ করেছে, তেমন জরুরী অবস্থায় না পড়লে যেন ওই বোতামটা ব্যবহার না করে—ক্র্যাকশ্যাফট বিয়ারিং এই বাড়তি লোড সহ্য করতে নাও পারে, টেস্ট করে দেখা হয়নি এখনও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এটা একটা ভয়ানক জরুরী অবস্থা। মেয়েটাকে পিছনে ফেলতে না পারলে মান-সম্মান আর থাকবে না কিছুই, নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে সে নিজে। বোতামটা টিপে দিল সে। যেন লাফ দিল শিকল খুলে দেয়া ব্লাড হাউন্ড। এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে স্পীড উঠে গেল একশো পঁচানব্বইয়ে। একেবারে হালকা হয়ে গেছে স্টিয়ারিং—মনে হচ্ছে চাকাগুলো মাটি স্পর্শ করছে না আর। রেভকাউন্টারের কাঁটা বিপদ সীমা ছাড়িয়ে সোয়া চার হাজারে গিয়ে ঠেকল। কিন্তু ঘাবড়াল না রানা, অয়েল প্রেশারের হেরফের না দেখে টিপে ধরে রাখল অ্যাক্সিলারেটার ফ্লোরবোর্ডের সাথে।

এইবার! একগজ, দু'গজ করে কমে আসছে দূরত্ব। অল্পক্ষণেই একশো গজের মধ্যে চলে এল নীল গাড়িটা। তারপর পঞ্চাশ, চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ গজ।

সামনের গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে রানা একজোড়া বিস্মিত চোখ। কিন্তু ওভারটেক করা গেল না। গতি কমাতে বাধ্য হলো সে। সামনে বাঁক, তারপরেই গ্রসেটো শহরে ঢুকবে ওরা। মেয়েটার আশ্চর্য সুন্দর টার্নিং দেখে অবাক হলো রানা, মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারল না। একেবারে পুরুষ মানুষের মত চালাচ্ছে মেয়েটা। মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠছে ব্যাক লাইট, গিয়ার নামাচ্ছে একধাপ, অ্যাক্সিলারেটার পেডাল থেকে পা না তুলেই সাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে।

শহরটা ছাড়িয়ে শয়তানী শুরু করল মেয়েটা, মন্টে পেসক্যালি পর্যন্ত কিছুতেই সাইড দিল না রানাকে। মুচকি হাসল রানা। তারপর? সিসিনা পর্যন্ত একটানা রাস্তায় কি করে ঠেকাবে ওকে? চেষ্টার ত্রুটি করল না মেয়েটা, কিন্তু বিশ মাইলের মধ্যেই ওকে ওভারটেক করল রানা দুশো কিলোমিটার স্পীডে, পাশ ফিরে মুচকি হেসে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে বোতামটা টেনে অফ করে দিল রানা—ল্যান্সিয়ার স্বাভাবিক গতিতে চলল খুশি মনে।

রানা আশা করেছিল আবার চেষ্টা করবে মেয়েটা ওকে ছাড়িয়ে যেতে, কিন্তু না, পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে মেয়েটা, রানার পাঁচ-ছয়শো গজ পিছনে লক্ষ্মী মেয়ের মত একশো কিলোমিটার বেগে আসছে।

লেগহর্নে পৌঁছে রাস্তার পাশে একটা বারের সামনে থামল রানা। বাচ্চা একটা ছেলে দৌড়ে আসতেই অর্ডার দিল সেভেন আপের। তিন মিনিটের মধ্যেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখা গেল নীল অ্যাস্টন মার্টিনটাকে। সোজা এসে রানার পাশে পার্ক করে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। রানার দিকে না চেয়ে সেভেন আপের অর্ডার দিল মেয়েটা গম্ভীর ভাবে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। হাসল নিঃশব্দে।

'হয়েছে, হয়েছে! আর টিটকারি মারতে হবে না!' হঠাৎ ঝট করে ফিরল মেয়েটা রানার দিকে। পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বলল, 'ওরকম সুপারচার্জার লাগানো থাকলে সবাই বাহাদুরি করতে পারে। লজ্জা করে না?'

এবার জোরে হেসে উঠল রানা।

'না, করে না,' বলল সে। 'অ্যাস্টন মার্টিন নিয়ে ল্যান্সিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে আপনার যদি লজ্জা না লাগে, হারিয়ে দিতে আমার লজ্জা কিসের? জব্দ হয়ে গিয়ে রাগ দেখানো সহজ।'

'ঠিক আছে!' চোখ পাকাল মেয়েটা। 'ল্যান্সিয়ার ম্যাক্সিমাম স্পীড হচ্ছে ওয়ান-ফিফটি। আপনি যদিও ডি ডায়ন অ্যাক্সেলের সুবিধে পাচ্ছেন, তবু দেড়শোর বেশি স্পীড তুলব না আমি। দেখা যাক এবার কার কি ক্ষমতা।'

'অলরাইট।' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল রানা।

দুটো সেভেন আপের দাম দিতে যাচ্ছিল রানা, প্রবল আপত্তি জানাল মেয়েটা।

'উহুঁ, অসম্ভব। আপনি অন্যায় ভাবে হারিয়েছেন আমাকে, আপনার

সেভেন আপ খাব না আমি।'

'ঠিক আছে,' হাসল রানা ওর ভুবনজয়ী হাসি। 'জেনোয়া পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এবার যদি ন্যায় ভাবে হারাতে পারি, ডিনার খেতে হবে আমার সাথে। রাজি?'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, তারপর বলল, 'রাজি। কিন্তু যদি হেরে যান, আমি খাওয়াব ডিনার। কোন আপত্তি চলবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার পয়সা খরচ হবে না।'

'নিজের ওপর আস্থা থাকা ভাল, কিন্তু অতটা বোধহয় ভাল না,' বলল মেয়েটা। 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার আগে আপনাকে জানিয়ে দেয়া-উচিত, নইলে পরে আবার দোষ দেবেন: আই অ্যাম দ্য ফাস্টেস্ট গার্ল অফ ইউরোপ। গত বৎসরের মহিলা গ্র্যান্ডপ্রিক্স চ্যাম্পিয়ান।'

'ওরেব্বাপ!' সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখল রানা মেয়েটাকে। তারপর ছোট্ট একটু নড করে বলল, 'স্টিল আই অ্যাকসেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ।'

ছুটল ওরা।

'আপনি এত অপূর্ব গাড়ি চালান, গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কমপিট করেন না কেন?'

'প্রথম কারণ, আমি কতটা ভাল গাড়ি চালাই, আদৌ ভাল চালাই কিনা জানা ছিল না আমার—আজই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে,' বলল রানা। 'দ্বিতীয় কারণ, আমি সম্পূর্ণ অন্য লাইনের লোক, এবং খুবই ব্যস্ত লোক। এসব কথা ভাববার সময় পাইনি কোনদিন, পাবও না।'

'কি ধরনের কাজ করেন আপনি?'

'ব্যবসা। ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, ইন্ডেন্টিং।'

'প্যারিসে যাচ্ছেন কি কাজে, না ছুটিতে?'

'কাজ। খুব জরুরী।'

'আজই রওনা হবেন?'

'নাহ। ভাবছি রাতটা এই হোটেলেই কাটিয়ে কাল রওনা হব ভোরে।' শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'আপনি?'

'আমিও থাকছি। কাল দুপুরের আগে মার্সেই পৌছলেই চলবে।'

'মার্সেইতে আপনি কি···'

'চাকরি করি,' বলল জুলিয়া। 'গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসিং কোম্পানীতে কাজ করি আমি। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম। তিন মাস আগেও পৃথিবীর সেরা টীম ছিল আমাদেরটা।'

'নেমে গেল কেন? অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হুম।' মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'আমাদের সেরা ড্রাইভার পল মারা গেল রেসট্র্যাকের এক দুর্ঘটনায়। ওর মৃত্যুতে পঙ্গু হয়ে গেল ব্লু অ্যাঞ্জেল।' রানার চোখের উপর চোখ রাখল জুলিয়া। 'অবাক ব্যাপার কি জানেন? আপনার ড্রাইভিং হুবহু পলের মত। তেমনি নিপুণ, তেমনি ধীরস্থির, তেমনি বেপরোয়া।

তাই জিজ্ঞেস করছিলাম গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কমপিট করবার ইচ্ছে আছে কিনা। করলে আমার বিশ্বাস, তিন মাসে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবেন আপনি।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। কারও মুখের কথাতেই যদি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাওয়া যায়, আপত্তি নেই ওর। রেসট্র্যাকে নামতে হচ্ছে না যখন। কথোপকথন চালু রাখবার জন্যে বলল, 'ঠাট্টা করছেন।'

'মোটর রেসিং নিয়ে ঠাট্টা করতে অভ্যস্ত নই অমি। যা সত্যি তাই বলছি।'

'তাই নাকি? তাহলে তো এতবড় কমপ্লিমেন্টের জন্যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

স্যুপ দিয়ে গেল ওয়েটার। এক চামচ মুখে দিয়ে রানার একটা হাত স্পর্শ করল জুলিয়া।

আপনি যদি গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে চান, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সে কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি আমি আপনাকে।'

'অর্থাৎ, আপনি এ লাইনে আসতে চান না? সত্যি বলুন তো কত টাকা পান আপনি ব্যবসা থেকে?'

'খুব বেশি কিছু না। কেন?'

'আমি আপনার রোজগার সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিনা দ্বিধায় বলে দিতে পারি, যা পান তার অন্তত একশো গুণ বেশি পাবেন আপনি গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিলে। আমি বললেই নিয়ে নেবে আপনাকে ব্লু অ্যাঞ্জেল। এই ব্যাপারে আমি সব রকম সাহায্য করতে পারি আপনাকে। আসবেন?'

মৃদু চাপ দিল রানা ওর হাতে।

'খুশি হতাম,' বলল সে, 'আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেলে। কিন্তু দুঃখিত। কেবল টাকা নয়, বেশ কিছুটা দায়িত্বও দেয় আমাকে আমার প্রতিষ্ঠান। আমার কাজের উপর অনেকখানি নির্ভর করে গোটা কোম্পানী। ইচ্ছে হলেই ওদের পথে বসাতে পারি না। তাছাড়া জব-স্যাটিসফ্যাকশন রয়েছে—যে কাজে আছি সেটা আমার মনের মত কাজ, হঠাৎ করে লাইন পরিবর্তন করবার কোন ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই।'

দপ করে নিভে গেল মেয়েটা। যেন মস্ত কোন আশা ভঙ্গ হয়েছে ওর। রানার রাজি হয়ে যাওয়াটা মনে মনে কত বেশি করে চেয়েছিল জুলিয়া বুঝতে পেরে একটু অবাক হলো রানা। ভাবল, একেই বলে ডেডিকেশন! নিজের লাইনের প্রতি এই রকম নিষ্ঠা না থাকলে কাউকে দিয়ে কিছু হয় না। লক্ষ করল, খাওয়ার উৎসাহেও ভাঁটা পড়েছে জুলিয়ার। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। টুকিটাকি নানান ধরনের গল্প হলো খেতে খেতে। কিন্তু মেয়েটির অন্যমনস্ক ভাবটা কাটল না। যে উৎসাহ নিয়ে খাওয়া শুরু করেছিল ওরা, খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই নিভে গেল সেটা। প্রায় নীরবে শেষ করল ওরা

সাত কোর্সের ডিনার।

বিল নিয়ে এল ওয়েটার। সেটা চুকিয়ে দিয়ে জুলিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'আসুন, দুটো ঘর বুক করে ফেলা যাক। তারপর ইচ্ছে করলে সমুদ্রের ধারে খানিক হাওয়া খেতে পারেন, কিংবা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। যা খুশি।'

রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে দুটো কামরা বুক করল রানা। গাড়ির চাবি দিল পোর্টারকে, কামরায় লাগেজ পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল বাইরে চাঁদের আলোয়। সাথে এল জুলিয়া। মস্ত বড় বড় ছাতা গেঁথে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ সী বীচে, তার নিচে টেবিল চেয়ার পেতে দিয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে নারী-পুরুষ। মিষ্টি একটা বাজনা বাজছে করুণ সুরে। ওরা দু'জন বসল একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি। সিগারেট ধরাল রানা হাওয়া বাঁচিয়ে, হুইস্কি দিয়ে গেল ওয়েটার অর্ডার পেয়ে।

'রেস ড্রাইভারদের মদ খাওয়া নিষেধ। আপনি খুব বেশি মদ খান বুঝি?' বলল জুলিয়া।

'না তো! বেশির ভাগ দিনই খাই না। মাসে দু'মাসে এক আধবার। যেদিন মনটা ভাল থাকে, সেদিন।'

'আজ এত ভাল লাগছে কেন? আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন তাই?'

'ঠিক তা নয়,' বলল রানা। 'হারিয়ে দিয়ে খারাপ যে লেগেছে তা অবশ্য নয়, কিন্তু আসলে প্রতিযোগিতাটা উপভোগ করেছি আমি। চার-পাঁচটা বিপজ্জনক টার্নিং ছাড়া মোটামুটি ভালই চালিয়েছি আজ। খুশি লাগছে সেই জন্যে।'

'গাড়ির সাথে এতটা একাত্ম হয়ে গাড়ি চালাতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। গাড়িটাকে যদি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ব্যবহার করা না যায় তাহলে আর কিসের ড্রাইভার?'

রানা দেখল, আবার গ্র্যান্ডপ্রিক্স এসে যাবে আলোচনার মধ্যে। কাজেই চট করে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা-মা কোথায় আপনার?'

'মা নেই। বাবা থাকেন প্যারিসে। সরকারী চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার্ড।'

'রেসিং টীমের চাকরিটা কি ধরনের আপনার?'

'আপাতত কাজ তেমন কিছুই না—সেক্রেটারিয়েল। সিজন এলে আমার ভূমিকা হবে ট্রেনারের—মেয়ে ড্রাইভারদের কোচ করতে হবে।'

'অনেক টাকা বেতন পান বুঝি?'

'হ্যাঁ। অনেক। আমার প্রয়োজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এবার আমার কথা থাক। আপনার কথা শোনা যাক। আপনি তো বাঙালী।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'আমার শোনাবার মত তেমন কোন কথা আসলে নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। এমন কোন বিষয়ে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নেই যা মানুষকে বিশিষ্ট করে তোলে। কচুরিপানার মত ভেসে

বেড়াচ্ছি আমি এখান থেকে ওখানে। কোন পিছুটান নেই। বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই, বিয়েও করিনি যে বৌ-ছেলে-মেয়ের বাঁধন থাকবে। খোদাই ষাঁড়।'

'বিশিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা কিন্তু রয়েছে আপনার মধ্যে।'

এই রে! আবার শুরু হতে যাচ্ছে গ্র্যান্ডপ্রিক্স। কিন্তু এবার আর এড়িয়ে না গিয়ে সরাসরি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'আপনি কার-রেসিঙের কথা বলছেন তো? দুঃখের বিষয় ওদিকে আমার কোন উৎসাহ নেই।'

'পৃথিবী-জোড়া খ্যাতির সম্ভাবনা আপনাকে আকর্ষণ করে না? টাকার লোভ না থাকতে পারে, কিন্তু খ্যাতি? দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? দায়িত্বের কথা বলে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন আপনি তখন। কিন্তু এমন কি গুরু দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন আপনি যেটা শেষ করে গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে পারেন না? আমার তো বিশ্বাস, সব জানিয়ে ছুটি চাইলে খুশি হয়ে ছুটি দেবে আপনাকে আপনার প্রতিষ্ঠান।'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হয়ে বসে আছি, খাতায় শুধু নামটা লেখানোর অপেক্ষা।'

'তাই তো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'ইশ্‌শ্‌! কি করে বোঝাই! আপনি জানেন না আপনার মধ্যে কি ক্ষমতা রয়েছে! ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হওয়া আপনার পক্ষে কতটা সহজ তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কি করে পারব, বলুন?' হাসল রানা। 'জীবনে যে লোক রেসিংকার চালানো তো দূরের কথা, দেখেছে কিনা সন্দেহ; তার মাথায় এমন অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা আসবে কি করে?'

'একেবারে সহজ,' বলল মেয়েটা। খানিক ঝুঁকে এল সামনের দিকে। আমি শিখিয়ে দেব। আধঘণ্টাও লাগবে না আপনার শিখে নিতে। আসবেন?'

'আমার সম্পর্কে এতটা ভাল ধারণা পোষণ করায় আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে আপনাদের টীমে নেয়ার ব্যাপারে আপনার এত প্রবল উৎসাহের কারণটা না জেনে আগ্রহ বোধ করতে পারছি না।'

'আমি চাই আমাদের টীম এবারও ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হোক।'

'এ ছাড়াও আরও কোন কারণ আছে। তাই না?'

একটু ইতস্তত করে মেয়েটা বলল, 'আছে। কিন্তু আপনার সম্মতি না পেলে সেটা কিছুতেই ভেঙে বলতে পারব না।'

'আমি কিছুটা আঁচ করতে পারছি।'

'কি আঁচ করতে পারছেন?'

মুখটান দিয়ে ফেলে দিল রানা সিগারেটটা। সরাসরি চাইল জুলিয়ার চোখে।

'গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান পলের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক

ছিল। ঠিক?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জুলিয়া।

'কে ছিল পল?। প্রেমিক?'

'আপন ভাই।'

ঠোঁট দুটো গোল করে ছোট্ট একটা শিস দিল রানা। নিচের ঠোঁটটা-কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভূমধ্যসাগরের বুকে ঝিলিমিলি চাঁদের আলোর দিকে। আর এক পেগ হুইস্কি রেখে গেল ওয়েটার। কিন্তু গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রানা, স্পর্শ করল না গ্লাসটা। পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইল ওরা। তারপর মুখ খুলল মেয়েটা।

'কি? একেবারে চুপ হয়ে গেলেন যে? আমি উত্তরের অপেক্ষা করে আছি। আসবেন? আমার ভাইয়ের বদলে? আমার বড় ভাই নেই, আপনারও ছোট বোন নেই—আসুন না, ভাই-বোন হয়ে যাই আমরা?'

আধ মিনিট চুপ করে থেকে তারপর মুখ খুলল রানা।

'আপনার ধারণা, পলের মৃত্যুটা সাধারণ কোন দুর্ঘটনা নয়?'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল জুলিয়া। সরাসরি রানার চোখের দিকে চাইল। 'সম্মতি জানাবার আগেই কিন্তু আপনি কথা আদায়ের চেষ্টা করছেন।'

'ঠিক বলেছেন। আমার অন্যায় হয়েছে। দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই জানাতে পারছি না আমি আপনাকে। আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি সুখী হতাম, কিন্তু আপাতত প্যারিসে না পৌঁছে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি দ্রুত কাজ সারতে পারি, আর যদি ছুটি পাই, তাহলে মার্সেইর ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে যোগাযোগ করব আমি আপনার সাথে।'

'তার মানে, সাহায্য পাচ্ছি না আপনার,' হতাশ কণ্ঠে বলল জুলিয়া। কিন্তু সাথেসাথেই যোগ করল, 'তাই বলে আপনাকে দোষ দিচ্ছি তা কিন্তু ভুলেও ভাববেন না। আমি জানি, এরকম উদ্ভট প্রস্তাবে হুট করে রাজি হওয়া যায় না।' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে মায়াময় সাগরের ঢেউ ভাঙা দেখল দু'জন, তারপর কথা বলে উঠল জুলিয়া, 'কিছু যদি মনে না করেন…'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলল রানা। 'উঠতে পারেন আপনি। আমিও খুব ক্লান্তি বোধ করছি। আপনি যান, বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমিও উঠব খানিক বাদেই। সো লঙ!'

চলে গেল মেয়েটা। রাত দশটা পর্যন্ত চুপচাপ একা বসে দেখল রানা সাগরের ঢেউ ভাঙা, শুনল অনন্ত কল্লোল। হাওয়া খেল, আরও গোটা তিনেক সিগারেট খেল, সেই সাথে আরও পেগ তিনেক জনি ওয়াকার। চমৎকার একটা ঘুম ঘুম ঝিমুনি নিয়ে ফিরে গেল সে হোটেলে, নিজের কামরায়।

পরদিন বেলা নয়টায় ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। খোঁজ নিয়ে জানল চলে গেছে জুলিয়া। একটা চিঠি রেখে গেছে রিসেপশন কাউন্টারে। তাতে নিটোল হস্তাক্ষরে লেখা: যা হবার নয় সে ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপাচাপি

করে হয়তো বিরক্তই করে ফেলেছি আপনাকে। আমি অনুতপ্ত। চলে যাচ্ছি। একটি অপূর্ব সন্ধ্যার জন্যে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। ইতি—ছোট বোন।

বিষণ্ন মনে চলল রানা নিস শহরের দিকে। আজ আর গাড়ি চালানোয় কোন উত্তেজনা নেই, মজা নেই। নিরুত্তাপ, একঘেয়ে ভঙ্গিতে একটানা দেড়শো মাইল গাড়ি চালানো রীতিমত শাস্তির মত মনে হলো ওর কাছে। বার বার মনে এল মেয়েটার কথা। আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে মেয়েটার মধ্যে। রক্তে নাচন ধরিয়ে দেয়ার মত নয়। অন্য রকম। যদি কোন ভাবে মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারত তাহলে সত্যিই খুশি হত সে। পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারলেও ভাল লাগত। কিন্তু ঠিক কি যে চাইছে বোঝা গেল না পরিষ্কার। ভাই-বোন কাজ করত ব্লু অ্যাঞ্জেল রেসিং টীমে, ভাইটা মারা গেছে দুর্ঘটনায়। সেরা ড্রাইভার ছিল পল। কিন্তু রানা যতদূর জানে, রেস-ড্রাইভিং অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, যে কোন ড্রাইভার মারা যেতে পারে যে কোন সময়। এর মধ্যে ঘাপলাটা কোথায়? ওর কাছে কি সাহায্য আশা করছিল জুলিয়া? শেষদিকে চেপে গেল কোন্ গোপন তথ্য? সবটা ব্যাপার রহস্যই রয়ে গেল রানার কাছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কোন উপকারে আসতে পারবে না সে খুব সম্ভব। কাজেই ওসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দেয়াই ভাল।

কিন্তু কিছুতেই দূর করা গেল না। প্রতিটা বাঁক নেয়ার সময়েই এক লাফে রানার মনের পর্দায় এসে হাজির হচ্ছে মেয়েটা। মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটার হতাশ, বিষণ্ন মুখটা। সত্যিই কি ওর মধ্যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে? সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে বেশ ভাল লাগছে ওর। যদিও ভাল করে জানা আছে ওর, ও জাত-স্পাই—খ্যাতি বা এসপিওনাজ এ দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে বললে শেষেরটাই বাছবে সে। দশ বছর আগে হলেও তাই করত, দশ বছর পরেও তাই করবে। তবু কেউ যদি বলে : তোমার মধ্যে বিরাট কোন সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে—ভাল লাগে বৈ কি।

নিসে পৌঁছে সমুদ্রের তীরে একটা খোলা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে নিচ্ছিল রানা এমনি সময়ে এল দ্বিতীয় প্রস্তাব। বুড়ো এক ভদ্রলোক, লম্বা, রোগা, পরনে অত্যন্ত দামী পোশাক, বিনয়ের সাথে অনুমতি চাইল সামনের চেয়ারে বসবার। খানিক উশখুশ করে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় পরিচয় দিল নিজের।

'আমি জুলিয়ার বাবা। টেলিফোনে তোমার কথা শুনে ছুটে এসেছি প্যারিস থেকে।'

প্রায় চমকে উঠল রানা ভিতর ভিতর। ব্যাপার কি! ওর সাথে দেখা করবার জন্যে প্যারিস থেকে কেন ছুটে আসে জুলিয়ার বাবা? নিশ্চয়ই প্লেনে এসেছে। কেন?

'আপনিও কি আমাকে গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগদানের অনুরোধ করবেন?'

'ঠিক। সেজন্যেই এসেছি। কিন্তু প্রস্তাব দেয়ার আগে কেন তোমাকে আমরা এই উদ্ভট অনুরোধ করছি সেটা তোমার জানা দরকার। আমার আর

জুলিয়ার বিশ্বাস, পলের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়, খুন করা হয়েছে ওকে। সাধারণ কোন দুর্ঘটনায় মারা পড়েনি সে, বিরাট কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পেছনে। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে হত্যা করা হয়েছে ওকে। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। আমরা আঁচ করছি, ভয়ঙ্কর একটা কিছু চলছে গ্র্যান্ডপ্রিক্সকে কেন্দ্র করে। সেই রহস্য উদঘাটনের জন্যেই তোমার সাহায্য আমাদের দরকার।'

'কি ধরনের সাহায্য?' অবাক হয়ে চাইল রানা বৃদ্ধের মুখের দিকে। 'গোয়েন্দাগিরি?'

'না, তা ঠিক নয়, মিস্টার মাসুদ রানা,' রানা চটে যেতে পারে ভেবে বিচলিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'তোমাকে যে কাজের অনুরোধ করব, সেটা কোন গোয়েন্দাকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। আমাদের দরকার গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা আছে এমন একজন বিশ্বস্ত যুবকের। বুঝতেই পারছ এরকম যুবক টাকায় ষোলোটা পাওয়া যায় না।'

'আমার বিশ্বস্ততার কি প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে?'

'কোন প্রমাণ নেই। প্রথম দর্শনে যে ধারণা হয় তার ওপর নির্ভর করে কাজ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই আমাদের। তবে প্রথম ধারণাটাকে ছোট করে দেখো না কোনদিন। এরও একটা বিরাট মূল্য আছে। এটা আসে অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। খামোকা কাউকে প্রথম দর্শনে কেউ ভাল বলে না। এই ধরো, তোমাকে প্রথম দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি দুর্দান্ত সাহসী ছেলে তুমি, তোমার অন্তরটা সৎ, তোমার ওপর নির্ভর করা যায়। তেমনি তুমি আমার দিকে এক নজর চেয়েই বলে দিতে পারবে, বাজে কথার লোক নই আমি, অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সৎ। কারও কাছে কোন কারণে হাত পাততে অভ্যস্ত নই। কি হে, মিথ্যে বলেছি?' হাসল বৃদ্ধ। মনে মনে বুড়োর কথা স্বীকার না করে পারল না রানা। নিজের কথার খেই ধরল বৃদ্ধ। 'যা বলছিলাম। আমাদের দরকার ভেতরের লোক। গাড়ি চালানোর পারদর্শিতা ছাড়া ধরতে গেলে তোমার সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানি না। জুলিয়ার কাছে শুধু শুনেছি, কোন একটা এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট এবং ইন্ডেন্টিং ফার্মের তরফ থেকে প্যারিসে যাচ্ছ তুমি বিশেষ কাজে। প্যারিসে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সরকারী বেসরকারী, সব মহলে। তুমি জুলিয়াকে বলেছ কাজ সেরে সময় পেলে সাহায্য করবে। ইচ্ছে করলে তুমি তোমার ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারো, বাবা। তুমি যদি ব্লু অ্যাঞ্জেলে যোগ দাও, তোমার ব্যবসা আমি দেখব। কি ব্যবসা, কিসের এক্সপোর্ট কিছু না জেনেই বিনা দ্বিধায় বলে দিতে পারি—তুমি যতটা পারবে, তার চেয়ে অনেক সহজে অনেক সুষ্ঠুভাবে করে দিতে পারব আমি তোমার কাজটা।'

মনে মনে হাসল রানা। কাজটার নমুনা জানতে পারলে এক্ষুণি হার্টফেল করত বুড়ো। কাঁটা চামচে বিঁধিয়ে এক টুকরো পনির তুলল মুখে। এই উটকো ঝামেলা কিভাবে ভদ্রতার সাথে কাটিয়ে দেয়া যায় ভাবছিল, এমনি সময় প্রচণ্ড

এক হোঁচট খেল সে বৃদ্ধের পরবর্তী কথায়।

'আমার নাম ফিলিপ কার্টারেট। আমাকে তোমার চিনবার কথা নয়, বাবা। কিন্তু আমি জীবনে মিথ্যে কথা বলিনি। আমি পারি না এমন কাজ খুব কমই আছে। আমার ওপর ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে তুমি। আমার কাজটা যদি করো, আমি তোমারটা করে দেব। আমার একমাত্র ছেলে ছিল পল কার্টারেট। ওর হত্যাকারীদের শায়েস্তা করতে না পারলে মরেও শান্তি হবে না আমার। প্লীজ, মিস্টার মাসুদ রানা, দয়া করে একজন বুড়ো বাপের মুখ চেয়ে রাজি হয়ে যাও।'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। কপাল একেই বলে। যার কাছে চলেছে সে সাহায্য পাবে কি পাবে না সে-ব্যাপারে দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে, আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে, সেই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোকটাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তার কাছে এসে হাজির। নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আপাতত চেপে রাখাই স্থির করল সে। আগে এই বুড়োর কাজ উদ্ধার করে তারপর ভাঙবে সে আসল কথা। তখন আর না বলবার উপায় থাকবে না ব্যাটার। কিন্তু...এলোক সেই লোকই তো? আর কোন ফিলিপ কার্টারেট নয় তো?

'বুঝলাম,' বলল সে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে। 'কিন্তু পুলিসের সাহায্য না নিয়ে এতসব ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইছেন কেন? এসব খুন-খারাবি পুলিসের ব্যাপার। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে যে ঠিক কি সাহায্য...'

'শোনো, বাবা। ছ'মাস আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম ফ্রান্সের ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ। এখন যদিও রিটায়ার করেছি—(ঘড়েল বুড়ো ইন্টারপোলের ব্যাপারটা চেপে গেল বেমালুম—মনে মনে হাসল রানা।)—কিন্তু আমি কড়ে আঙুলের ইশারা করলে এখনও ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার নিজ হাতে তৈরি এক হাজার এজেন্ট যে-কোন কাজে। দশ হাজার পুলিস লেগে যাবে আদাজল খেয়ে। কিন্তু এটা ওদের কাজ নয়। হলে তোমার কাছে হাত পাততাম না, পুলিসের সাহায্যে শায়েস্তা করা যাবে না ওদের। একেবারে ভেতরে ঢুকতে না পারলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।' রানার হাতের উপর নিজের হাতটা রাখল বৃদ্ধ। 'গত দুটো মাস ঘুমাতে পারিনি আমি, বাবা। একটা বুড়ো মানুষ, তোমার হাত ধরছে...'

'ধরে নিন, রাজি হয়ে গেছি আমি,' বলল রানা চট করে। 'আগেই হয়তো রাজি হয়ে যেতাম, যদি জুলিয়া সবটা ব্যাপার খুলে বলত। আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হবে বলে মনে করেন, আমি আছি আপনাদের সাথে। কিন্তু নেহায়েত সাদামাঠা অনভিজ্ঞ লোক আমি, জীবনে কোনদিন রেসিংকার চালাইনি; যে ধরনের কাজের আভাস দিচ্ছেন, জীবনে করিনি সে রকম কাজ—আমি কি সত্যিই কোন কাজে আসতে পারব আপনাদের? আমাকে নেবেই বা কেন কেউ কোন টীমে?'

স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন ভাঁজ ভাঁজ মুখে।

'সে ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই তোমার। জুলিয়ার চোখ ভুল দেখে না। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে তোমার ভর্তির ভার ওর ওপর ছেড়ে দিতে পারো। বাকিটুকু ছেড়ে দাও আমার ওপর। উহ্! বাঁচালে, বাবা! এবার তোমার ব্যবসার কথাটা বলে ফেল। কিসের ব্যবসা করছ তুমি।'

'আগে আপনার ঝামেলাটা চুকে নিক,' বলল রানা। 'আমার তাড়াহুড়ো নেই। সাহায্য দরকার হলেই ঠিক সময় মত জানাব আপনাকে।'

'কিন্তু এদিকের ঝামেলা শেষ হতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে যেতে পারে, বাবা।'

'তা হোক। আর একটা কথা—আপনার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছি আমি, কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'মিথ্যে পরিচয়ে কাজ করব আমি। ছদ্মবেশে। জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দিতে হবে একটা।'

'অতি সহজ কাজ। কোন্ দেশের পাসপোর্ট চাও?'

'ইটালিয়ান হলেই বোধহয় ভাল হবে, কি বলেন?'

'অলরাইট। নাম?'

'যে কোন একটা নাম দিলেই চলে...ধরুন, মরিস রেনার?'

'ভেরিগুড। কিন্তু ছদ্ম-পরিচয় চাইছ কেন?'

'আমার কোম্পানীকে জানতে দিতে চাই না যে, কাজ ফেলে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছি আমি সারা ইউরোপময়।'

'ঠিক আছে। আজ বিকেলের মধ্যেই সব হয়ে যাবে।' পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট বের করল বৃদ্ধ। 'মার্সেই গিয়ে হোটেল স্প্লেন্ডিডে উঠবে তুমি তোমার নতুন পরিচয়ে। দু'জন লোক দেখা করবে তোমার সাথে— একজন মেকাপম্যান, একজন ফটোগ্রাফার। বিকেল বেলা পেয়ে যাবে তুমি পাসপোর্ট। ততক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ো না।' উঠে দাঁড়াল ফিলিপ কার্টারেট।

নোটের তোড়াটা রানার হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু রানা নিল না সেটা।

'কাজটা আপনার আর জুলিয়ার মুখ চেয়ে করছি আমি, টাকার মুখ চেয়ে নয়। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে এখনও—যদি দরকার পড়ে চেয়ে নেব পরে। ভাল কথা, আপনার সাথে যোগাযোগ হচ্ছে কিভাবে? কি করতে হবে সেসব জানব কি করে?'

'আমি তোমার কাছাকাছিই থাকব, বাবা। চলি এখন।' রানার হাতটা শেক করে চোখে চোখ রাখল বৃদ্ধ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা। চিরঋণী করলে তুমি আজ আমাকে!'

ঠিক ছ'টার সময় টোকা পড়ল দরজায়। জুলিয়া ব্যাগ থেকে পাসপোর্ট বের করে দিল।

'ও মা! এখনও তৈরিই হওনি! নাও, রেডি হয়ে নাও। চলো, আলাপ করিয়ে দিই!'

'কার সাথে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মিস্টার মাইকেল হ্যামার। ব্লু অ্যাঞ্জেলের মালিক ও ম্যানেজার। খুব ভাল মানুষ, তোমার ভাল লাগবে।'

রানা কাপড় পরতে শুরু করল, বক বক করে চলল জুলিয়া।

'পাসপোর্টে তোমার ছবিটা না দেখলে চিনতেই পারতাম না তোমাকে। আচ্ছা, মাসুদ ভাই, তোমার পেছনে বাবাকে লেলিয়ে দেয়ায় রাগ করোনি তো আমার ওপর? এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম বলো?'

'বরং খুশিই হয়েছি। তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দায়িত্ব ছিল কাঁধে, কিন্তু তোমার বাবা যেচে সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেয়ায় খুশি মনে সাহায্য করব এবার আমি তোমাদের। কিন্তু সত্যিই বলো তো, নেবে ওরা আমাকে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সে গাড়ি চালানো তো আর মুখের কথা নয়, রীতিমত প্রফেশনাল জব। যে-কেউ যোগ দিতে চাইলেই নেবে?'

'চলোই না। যে-কেউ যোগ দিতে চাইলেই নেবে না, তা ঠিক। কিন্তু তুমি তো যে-কেউ নও। তোমাকে রিকমেন্ড করছে গত বছরের মহিলা চ্যাম্পিয়ান। বুড়ো একটু আঁইগুঁই করবে হয়তো, কিন্তু তাকে ভজাতে বেশি সময় লাগবে না।'

বাঘের চোখে আপাদমস্তক দেখল রানাকে কোটিপতি মাইক হ্যামার। তারপর মাথা নাড়ল।

'তা হয় না, জুলি। বিশ বছর আছি আমি এই লাইনে, আজ পর্যন্ত এমন ঘটনার কথা শুনিনি। রাস্তাঘাটে একটু ডেয়ারিং গাড়ি চালানো, আর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রতিযোগিতা করার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। পলের মৃত্যুর পর আমি পঙ্গু হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে খড়-কুটো যা সামনে পড়বে তাকেই আঁকড়ে ধরতে পারব না।'

'এক্ষুণি আপনাকে আঁকড়ে ধরতে কে বলছে?' খেপে উঠল জুলিয়া। 'আমার ওপর এতটুকু ভরসাও নেই আপনার? একটা গাড়ি আমি পেতে পারি না ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে? যদি কিছু নষ্ট হয় তার দাম না হয় কেটে নেবেন আমার বেতন থেকে।'

'হয়েছে, হয়েছে। আর মেজাজ দেখাতে হবে না। গাড়ি চাও নিয়ে যাও—খানিক হাওয়া খাইয়ে আনো তোমার বন্ধুকে। তবে মনে রেখো, পিটালেই সবাই মানুষ হয়ে যায় না। যারা মানুষ, তারা জন্ম থেকেই মানুষ।'

'সেই কথাই তো বলছি আপনাকে সেই থেকে! ও জানে না, ও একজন বর্ন ড্রাইভার।'

'এই রকম কোন জীবের নাম শুনেছ তুমি, জেমস?' টেবিলের ওপাশে বসা প্রবীণ সাংবাদিক জেমস মিচেলের দিকে ফিরল মাইকেল হ্যামার, হাসল,

তারপর হাতের ইশারায় তাড়াল রানা ও জুলিয়াকে। 'বর্ন ড্রাইভার! যাও, ভাগো! তোমার ড্রাইভার নিয়ে ভাগো এখন। হাতী-ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!'

রানা ও জুলিয়া বেরিয়ে যেতেই জেমস মিচেল বলল, 'ছোঁড়াকে দেখে কিন্তু বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো, মাইক। জুলিয়া যখন এত করে বলছে, হয়তো গুণ থাকতেও পারে।'

'আছে,' চোখ টিপল হ্যামার। 'এক নজরেই পছন্দ হয়ে গেছে ছেলেটাকে আমার। জুলিকে তুমি চেনো না। ও যখন বলছে ছেলেটার মধ্যে গুণ আছে, তখন না থাকতে পারার প্রশ্নই ওঠে না—আছে। কিন্তু কতটা আছে দেখতে হবে আমাদের।' উঠে দাঁড়াল। 'বেশ খানিকটা খেপিয়ে দেয়া গেছে, এবার চলো আড়াল থেকে দেখা যাক সত্যিই ব্লু অ্যাঞ্জেলের ভাগ্য ফিরল কিনা।'

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। বিশাল মাইকেল হ্যামারের পাশে রুগ্ন সাংবাদিক জেম্‌স মিচেলকে মনে হচ্ছে ঝাঁটার কাঠি। কিন্তু ভদ্রলোকের কলমের বিক্রম সিংহকেও হার মানায়। আগে ছিল রাজনৈতিক প্রতিবেদক, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে লোকটা নিজেকে। শ্রদ্ধা অর্জন করেছে মাইকেল হ্যামারের মত ডাকসেটে লোকেরও।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রেসট্র্যাকের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল। ককপিটের যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিচ্ছে জুলিয়া মরিস রেনারকে। থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে রেনার। এক চক্কোর ঘুরে এল ওরা দু'জন। চালাচ্ছে জুলিয়া। নিজের অজান্তেই হাতে ধরা স্টপ ওয়াচটা চালু করল হ্যামার। ফিরে এল গাড়িটা। স্টপ ওয়াচের দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করল সে।

এবার নেমে গেল জুলিয়া। ব্লু অ্যাঞ্জেলটাকে বার কয়েক সামনে পিছনে করে আন্দাজটা বুঝে নিল রেনার। তারপর জুলিয়ার শূন্যে তুলে ধরা হাতটা বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে আসতেই চিতাবাঘের মত লাফ দিল ব্লু অ্যাঞ্জেল সামনের দিকে।

'দ্যাটস গুড!'

আপনাআপনি বেরিয়ে গেল কথাটা হ্যামারের মুখ দিয়ে। স্টপ ওয়াচের চাবি টিপে দিয়েছে সে অভ্যস্ত হাতে। রেনারের স্টার্ট নেয়াটা পছন্দ হয়েছে তার। অধীর আগ্রহে ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। দূর থেকে নীল গাড়িটাকে উল্কাবেগে এগিয়ে আসতে দেখে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখজোড়া। স্টপ ওয়াচের দিকে এক নজর চেয়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ দুটো। নিজের অজান্তেই আড়াল ছেড়ে ছুটে এগোতে যাচ্ছিল, টেনে ধরল ওকে জেমস মিচেল। সাঁ করে পেরিয়ে গেল গাড়িটা স্টার্টিং পয়েন্ট, দুশো গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াল, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসছে।

খুশির চোটে তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে জুলিয়া।

'ট পয়েন্ট ওয়ান!' তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে হ্যামার স্টপ ওয়াচের

দিকে। আশ্চর্য! প্রথম ল্যাপেই রেকর্ড ব্রেক করেছে। টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড! নট এ ম্যাটার অব জোক!' এক ঝটকায় মিচেলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে থেমে দাঁড়ানো ব্লু অ্যাঞ্জেলের দিকে।

মাথা থেকে হেলমেটটা খোলার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানার উপর জুলিয়া। ব্যাপারটা কি ঘটেছে বুঝতে পারল না রানা, প্রলাপের মত কি কি সব বকছে আর অবিরাম চুমো খাচ্ছে জুলিয়া ওর চিবুকে গালে কপালে।

দুই হাতে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করল মাইকেল হ্যামার। রানার কব্জি চেপে ধরে টানল।

'চলো, এক্ষুণি কন্ট্রাক্ট সই করবে।'

'আসছি...গাড়িটা...'

'চুলোয় যাক গাড়ি!' গর্জে উঠল হ্যামার। 'জুলি নিয়ে আসবে ওটা। তুমি চলো আমার সাথে।'

কিছুতেই রানার হাত ছাড়ল না হ্যামার। পাছে আর কোন কোম্পানী ওকে দখল করে নেয়! প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিজের অ্যাস্টন মার্টিনের কাছে নিয়ে গেল সে রানাকে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল কাগজ-পত্র।

'নাও, সই করো। টাকার অঙ্কের জায়গায় যা খুশি বসিয়ে দাও, আমার আপত্তি নেই। এখন থেকে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলের।'

বনেটের উপর কন্ট্রাক্ট ফর্ম রেখে নিচে সই করে দিল রানা। বলল, 'টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল বুঝবেন। কত চাইতে হয় তাই আমার জানা নেই। আপনি যা দেবেন, নেব।'

ধুমধাম করে রানার পিঠ চাপড়ে দিল মাইকেল হ্যামার। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। সবদিক থেকেই খুশি হয়েছে সে রানার উপর।

'ভেরি গুড বয়! ভেরি গুড বয়! আজ থেকে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলের সবচেয়ে দামী ড্রাইভার। তোমাকে দারুণ কয়েকটা টেকনিক শিখিয়ে দেব আমি। এসো সবার সাথে আলাপ করিয়ে দিই আগে তোমার।'

তিন

ফরাসীদের মত মার্জিত, নম্র, ভদ্র জাতি পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্য এমনভাবে নাড়া দিয়েছে ওদের যে, কারমন্ট-ফেরান্ড রেসট্র্যাকের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল ওরা রানাকে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিট থেকে বেরোতে দেখেই। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ছে, আর তারস্বরে চিৎকার করছে সবাই। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে হাজার হাজার দর্শক। আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটে না যায়, সেজন্যে ষাট-সত্তর জন পুলিস পাহারা দিচ্ছে এদিকটা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ পেলেই জ্বলে উঠবে আগুন দাউ দাউ করে—ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে ওরা মরিস রেনারকে। কারও মনে কোন

সন্দেহ নেই যে এই লোকটাই আলফ্রেড গার্বারের হত্যাকারী।

স্খলিত পদে, অবনত মস্তকে, ব্র্যান্ডির বোতলটা বগলে চেপে নিজের গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল রানা—থমকে দাঁড়াল ভয়াবহ চিৎকার শুনে। দৌড়ে এগিয়ে এল একজন পুলিস ইন্সপেক্টার, পিটে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। রানা বুঝতে পারছে না দেখে প্রায় জোর করে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ওকে। আবার বেঞ্চিতে বসে কাঁপা হাতে বোতলটা তুলল সে মুখের কাছে। কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে থেকে ঝট করে পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল ইন্সপেক্টার।

মারমুখী ভঙ্গিতে হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার ও মার্কাস কাপলানকে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে এগোতে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল মাইকেল হ্যামার ও জেমস্ মিচেল। পথ রোধ করে দাঁড়াল। কটমট করে চাইল কাপলান হ্যামারের মুখের দিকে।

'সরে যান। কোথায় সেই হারামজাদা? আজকে ওর একদিন কি আমার একদিন!'

'গোলমাল কোরো না, মার্কাস। নিজের পিটে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যামার।

'কেন গোলমাল করব না?' রুখে উঠল ফোরস্টার টীমের সেরা ড্রাইভার মার্কাস কাপলান। 'কী পেয়েছেন আপনারা? অ্যাক্ট অফ গড। যা খুশি বললেই হলো? এটা ক্লীন মার্ডার। আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন। খুন! গার্বারকে খুন করেছে রেনার।'

'না, না,' মাথা নাড়ল হ্যামার। 'দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এত বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছ, হঠাৎ মাথা বিগড়ে গিয়ে যে কোন গাড়ি এরকম কাণ্ড করে বসতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? গত দুই বছরে পাঁচজন মারা গেছে না গ্র্যান্ডপ্রিক্স ট্র্যাকে?'

'তাই বলে এটাকেও আপনি দৈব দুর্ঘটনা বলে চালাবেন, আর তাই মানতে হবে আমাদের?' এবার কথা বলল হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। ব্লু অ্যাঞ্জেলের দুই নম্বর ড্রাইভার সে—রানার পরই ওর স্থান। 'গুড গড! আমরা সবাই দেখেছি ব্যাপারটা স্ক্রীনে। একবার নয়—পাঁচবার। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করে নিয়ে এসেছে ও গাড়িটা গার্বারের সামনে। দৈব দুর্ঘটনা! পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্স জিতলে সজ্ঞানে মানুষ খুনও হয়ে যায় আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে লোক ওয়ার্লর্ড চ্যাম্পিয়ান হতে যাচ্ছে, তাকে সরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কি বলতে চাও, হুবার্ট?'

'আপনি ভাল করেই জানেন আমি কি বলতে চাই। বড় বড় কোম্পানী রয়েছে এই রেসের পিছনে। কোটি কোটি ডলার জড়িত এর সাথে। রেনারকে হারালে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা ড্রাইভারকে দোষী সাব্যস্ত করলে বন্ধ হয়ে যাবে খেলা—যারা বিপজ্জনক বলে আপত্তি জানাচ্ছে কয়েক বছর ধরে, সেই সব দেশ ছুতো পেয়ে যাবে গ্র্যান্ডপ্রিক্স বর্জন করবার।

তাই রেনার নির্দোষ।'

'ম্যানিয়াক!' বলল সবুজ ওভারঅল পরা কাপলান। 'সবাই জানে ও একটা ম্যানিয়াক। দুই দুইবার আজ আমাকে রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করেছে। গার্বার না হয়ে আজ আমিও পুড়ে মরতে পারতাম। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার হ্যামার, আমাদের পেছনে একটা ম্যানিয়াক লেলিয়ে যদি মনে করেন চ্যাম্পিয়ান হবেন—আমরাও তার ব্যবস্থা করব। জি. পি. ডি.এর মীটিং ডেকে ওকে ব্যান করবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'সেটা ঠিক হবে না,' বলল হ্যামার শান্ত গলায়। 'অন্তত তোমার পক্ষে উচিত হবে না, কাপলান।' কাপলানের কাঁধের উপর হাত রাখল হ্যামার। 'রেনারকে বের করে দেয়া হলে কে চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে এ বছর?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কাপলান হ্যামারের মুখের দিকে।

'আপনি···আপনি বলতে চান, সেইজন্যে আমি নালিশ করছি?'

'না আমি তা মনে করি না। কিন্তু অন্যেরা তাই মনে করবে।'

কথাটার সত্যতা টের পেয়ে থ হয়ে গেল কাপলান কয়েক মুহূর্ত। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে। আমতা আমতা করে বলল, 'ও একটা ম্যানিয়াক। খুনী। দেখবেন, ও আরও খুন করবে।' কথাটা বলেই কাঁধের উপর থেকে মাইকেল হ্যামারের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজের পিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

হেলমেটের স্ট্র্যাপ ধরে ওটাকে ঘুরাতে ঘুরাতে হ্যানসিঙ্গার এগিয়ে গেল ব্লু অ্যাঞ্জেলের চীফ মেকানিক হুগো ব্রনসন ও তার সহকারী হ্যারি আর জ্যাকিউসের দিকে। রানার গাড়িটাকে চার চাকার উপর দাঁড় করিয়ে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করছে ওরা এখন।

'ওরা নেহায়েত মিথ্যে বলেনি, মাইক,' বলল সাংবাদিক জেমস মিচেল। 'রেনারের ড্রাইভিং সত্যিই ভয়ঙ্কর। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ছেলেটা। আর সবাই ওকে যমের মত ভয় পেতে শুরু করেছে।'

'আমিও তাই লক্ষ করছি, জেমস্,' বলল মাইকেল হ্যামার। শোরগোল করতে করতে চলে যাচ্ছে দর্শকরা—সেদিকে চেয়ে বলল, 'ওর ড্রাইভিং দেখলে মনে হয় আত্মহত্যার প্রবণতা আছে ওর মধ্যে। যদিও ড্রাইভিং-এর ভুল ধরবার সাধ্য কারও নেই, কোথাও এতটুকু ত্রুটি দেখাতে পারেনি কেউ আজ পর্যন্ত, কিন্তু ওর ওই ম্যানিয়াকের মত দুর্দান্ত ড্রাইভিং কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় অন্যান্য ড্রাইভারের প্রাণে। ওর সাথে রেসট্র্যাকের কয়েক গজ জমি নিয়ে ঝগড়া না করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই বেশি করে অনুভব করে ওরা। রিয়ার ভিউ মিররে রেনারের গাড়ি দেখতে পেলেই সাইড দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। স্নায়ু বলে কোন জিনিস নেই ওর মধ্যে।'

'নেই না বলে বলো ছিল না,' বলল মিচেল। ঘাড় ফিরিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে পানরত রানার দিকে চাইল সে। 'খুব সম্ভব ভেঙে পড়ল তোমার লৌহমানব। ভবিষ্যতে আর কোন রেস জিততে পারবে কিনা সন্দেহ।'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল হ্যামার। মুখটা কালো হয়ে গেল।

'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছি, জেমস। ঠিক এই কথাটাই। যখন ভেঙে পড়ে, ঠিক এইভাবেই চুর হয়ে যায় বড় বড় ড্রাইভার। গত দুটো মাস যাকে এক ঢোক অ্যালকোহল খেতে দেখা যায়নি, কোথায় নেমেছে সে!' মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাইকেল হ্যামার। 'চলো, দেখা যাক ব্রনসন কি বলে।'

ব্রনসন জার্মান টেকনিশিয়ান। গাড়ির জগতে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে ব্লু অ্যাঞ্জেলে। চীফ মেকানিক। একহারা, লম্বা, শক্ত সমর্থ—হাসি নেই মুখে। কাজ করে ভূতের মত—ক্লান্ত হতে দেখেনি ওকে কেউ আজ পর্যন্ত।

'রেনারকে নিশ্চয়ই দায়ী করা হয়নি?' কাছে এসে দাঁড়াতেই সোজা হ্যামারের চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল ব্রনসন। 'খালাস পেয়ে গেছে?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে খালাস না পেলেই ভাল হত?'

'না। আমি বলতে চাই, এত কোটি কোটি ডলার এই রেসের সাথে জড়িত যে রেনারকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। গার্বারের মৃত্যুর কারণ কি নির্ধারিত হলো? মেকানিকাল ট্রাবল?'

কোন জবাব না দিয়ে গাড়িটা দেখল হ্যামার চারপাশে ঘুরে। এটা ওটা পরীক্ষা করল, স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দেখল হালকা চাপেই ঘুরছে। সোজা হয়ে চাইল ব্রনসনের দিকে।

'ওটা আমিও দেখেছি,' বলল ব্রনসন। 'এ গাড়ির প্রত্যেকটা নাট-বল্টু আমার নিজের হাতে জোড়া। ঠিকই ছিল ওটা।'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যামার।

'জানি, ব্রনসন। জানি, সবকিছু পরীক্ষা না করে ট্র্যাকে নামাবে না তুমি কোন গাড়ি। যাই হোক, চলতে চলতে যে কোন গাড়ি যে কোন সময় বিগড়ে যেতে পারে। কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'এখুনি শুরু করতে বলেন?'

'হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

'চারঘণ্টা লাগবে,' বলল ব্রনসন। 'বড়জোর ছয় ঘণ্টা। ছয় ঘণ্টা পর রিপোর্ট দিতে পারব।'

'ভেরি গুড।'

জেমস মিচেলের কনুই জড়িয়ে ধরে নিজের অ্যাস্টন মার্টিনের দিকে এগোল মাইকেল হ্যামার। ক্লান্ত ভঙ্গি। একবার রানার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'চলো, হোটেলে ফিরে খানিক জিরিয়ে নেয়া যাক। ডিনারের আগেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে ব্রনসনের।' এদিক ওদিক চাইল। 'জুলিয়া গেল কোথায়?'

আশে পাশে কোথাও দেখা গেল না জুলিয়াকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লম্বা গ্যারেজটা। দশ বারোটা ঝুলন্ত স্পটলাইটের আলোয়

আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেলের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করছিল হুগো ব্রনসন, দরজায় ক্যাঁচ করে আওয়াজ হতেই সোজা হয়ে চাইল পিছন ফিরে। মাইকেল হ্যামার এবং মিচেলকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিক ওদিক চাইল জেমস মিচেল।

'আর সব মেকানিক কোথায়? হ্যারি···জ্যাকিউস···'

'এতদিনে তো তোমার জেনে যাওয়ার কথা,' বলল হ্যামার। 'ক্র্যাশ সংক্রান্ত কোন কাজে হেলপারকে বিশ্বাস করে না ব্রনসন। সব করে একা। বলে, আসল কারণ এড়িয়ে যায় ওদের চোখ। শুধু তাই না বোকার মত এটা ওটা ঘেঁটে সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলে।'

হাইড্রলিক ব্রেক লাইনের একটা কানেকশন আঁটছে ব্রনসন। কপালে ঘাম।

চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে ওরা দু'জন। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ব্রনসনের প্রতিটা কার্যকলাপ লক্ষ করছে একটা এইট মিলিমিটার মুভি ক্যামেরার চোখ। মাথার উপর একটা উন্মুক্ত স্কাইলাইটের ফাঁকে দুটো হাত ধরে রেখেছে ক্যামেরাটা। এক বিন্দু কাঁপছে না হাত দুটো। পাথরের মূর্তির হাতের মতই স্থির। হাত দুটো মাসুদ রানার।

তিন মিনিট পর উঠে দাঁড়াল ব্রনসন, কোমরে হাত রেখে মুখ বিকৃত করল। ঘাম মুছল ইউনিফরমের হাতায়।

'কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল হ্যামার।

'কিছুই না। কিচ্ছু না। ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার—সব ঠিক আছে। কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

'কিন্তু স্টিয়ারিংটা···'

'ওটা ইমপ্যাক্ট ফ্র্যাকচার। এ ছাড়া আর কিছুই না। গার্বারের সামনে যখন চলে এল তখনও ঠিকই ছিল ওটা কোন সন্দেহ নেই। কোন ধাক্কা নয়, কিছু না, হঠাৎ স্টিয়ারিংটা সেই মুহূর্তে গোলমাল করে বসল, এটা হতেই পারে না। এক কথায় অসম্ভব। দৈবের কথা বলেও এরকম একটা ব্যাপার মেনে নেয়া যায় না।'

'তার মানে, কেন কি হলো বোঝা গেল না কিছুই।'

'আমার যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। জলের মত পরিষ্কার। আপনারা বুঝতে চাইছেন না হাজারো স্বার্থের গ্রন্থি রয়েছে বলে। আমি জানি, এটা আর কিছুই নয়, চালকের ত্রুটি।'

'ড্রাইভিং এরর!' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল হ্যামার। 'গত দুটো মাস ওর গাড়ি চালানো দেখছি আমরা। সামান্যতম ত্রুটিও ধরতে পারেনি কেউ।'

'প্রথম বার বলে একটা কথা আছে। স্যার,' বলল ব্রনসন। 'যাই হোক, গার্বারের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ঠিক কি হয়েছিল তখন।'

কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল হ্যামার ব্রনসনের মুখের দিকে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। চলো এবার। খাওয়া হয়নি তোমার। হোটেলে চলো।' মিচেলের দিকে ফিরল। 'খিধে নেই, তবু যাহোক কিছু মুখে দেয়া দরকার। তারপর দেখতে হবে মরিসের কি অবস্থা।'

'বেহেড মাতাল অবস্থা,' বলল ব্রনসন। 'ভাবছি, মদ খেয়ে মাঠে নেমেছিল কিনা। নইলে…'

ঝট করে ব্রনসনের দিকে ফিরল হ্যামার।

'এ ধরনের সন্দেহ তোমাকে অন্তত সাজে না, হুগো। তোমার মনে রাখা উচিত, ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের বিজয়ী সম্পর্কে কথা বলছ। ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার সম্পর্কে কথা বলছ।'

'অর্থাৎ থাকছে ও টীমে। তাই না?'

'অন্য কিছু হলে তুমি খুশি হতে বলে মনে হচ্ছে?'

জবাব না দিয়ে অ্যাপ্রনটা খুলে বেসিনের ধারে চলে গেল ব্রনসন। হাত ধুচ্ছে। সাবান মাখতে মাখতে পিছনে না ফিরে বলল, 'আমার খুশিতে কিছুই এসে যায় না, স্যার। আপনি মালিক। আপনার খুশিটাই আসল কথা।'

হাত-মুখ মুছে এগিয়ে এল ব্রনসন। তিনজন এগিয়ে গেল দরজার দিকে, গ্যারেজের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

চৌচালা গ্যারেজের ছাত থেকে দেখল রানা, আলোকিত রাস্তা ধরে চলে গেল ওরা তিনজন। ওরা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হতেই খোলা স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে গলে শরীরটা গ্যারেজের মধ্যে নিয়ে এল রানা। এদিক ওদিক পা বাড়িয়ে পেয়ে গেল একটা ক্রসবীম। সেই কড়িকাঠের উপর ভর দিয়ে দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে ভারসাম্য ঠিক করল। তারপর একটা টর্চ বের করল পকেট থেকে। প্রায় বারো ফুট নিচে সান বাঁধানো মেঝে। নিচটা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা কড়িকাঠের উপর, দু'হাতে ওটা শক্ত করে ধরে ঝুলে পড়ল লম্বা হয়ে, তারপর ছেড়ে দিল হাত। হালকা ভাবে নেমে এল সে নিচে। নেমেই এগোল দরজার দিকে। বাতি জ্বেলে দিয়ে চলে এল বিধ্বস্ত ব্লু অ্যাঞ্জেলের পাশে। দুই কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে ওর। একটা আট মিলিমিটারের মুভি, দ্বিতীয়টা ফ্লাশগান ফিট করা খুব ছোট একটা থার্টিফাইভ মিলিমিটার স্টিল ক্যামেরা।

মেঝে থেকে একটা তেল মাখা কাপড়ের টুকরো তুলে নিয়ে গাড়ির কয়েকটা পার্টস পরিষ্কার করল রানা। ডানদিকের সাসপেনশন, একটা ফুয়েল লাইন, স্টিয়ারিং লিংকেজ আর একটা কার্বুরেটার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে প্রত্যেকটার দুটো করে ছবি তুলল সে। তারপর দ্রুত হাতে ন্যাকড়াটা মেঝেতে ঘষে আর একটু নোংরা করে সেটা দিয়ে পার্টস্গুলো ডলে আগে যেমন ছিল তেমনি করে দিল। কাপড়টা একটা টিনের ক্যানেস্তারায় ফেলে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে।

হ্যান্ডেলে চাপ দিয়েই বোঝা গেল বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়ে গেছে ব্রনসন। এপাশ থেকে তালা খোলার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। চট্ করে চোখ গেল গ্যারেজের চারপাশে। মোটা একগাছি দড়ি রাখা আছে একদিকে। গাড়ি টো করবার কাজে লাগে ওটা। তোলার চেষ্টা করে দেখল রানা, অতিরিক্ত ভারী, ওটা ছুঁড়ে বারো-তেরো ফুট উপরে পাঠানো যাবে না। একটা কাঠের মই আগেই চোখে পড়েছিল ওর, কিন্তু ওটা ক্রসবীমের গায়ে লাগানো থাকলে বোঝা যাবে কেউ ঢুকেছিল গ্যারেজে, কাজেই ওটা ব্যবহারের চিন্তা বাতিল করে দিয়েছিল। এবার দুটোকেই একসাথে কাজে লাগাল সে। মইটা কড়িকাঠের গায়ে লাগিয়ে মোটা কাছির এক মাথা হাতে নিয়ে উঠে গেল উপরে। কাছিটা কড়িকাঠে বেঁধে নেমে এসে মইটা রেখে দিল যেখানে ছিল সেখানে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে টর্চ হাতে চলে এর রানা কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কাছিটার কাছে, অনায়াসে উঠে গেল উপরে। তারপর রশি খুলে ফেলে দিল যথাস্থানে। দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে অনেকদূর হেঁটে খোলা স্কাইলাইটের কাছে পৌঁছল। টর্চ জ্বেলে ভিতরটা আর একবার দেখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল উপরের অন্ধকারে।

হ্যামার ও মিচেল বসে আছে লাউঞ্জ-বারে কোণের এক টেবিলে। ওয়েটার দু'গ্লাস স্কচ রেখে গেল। একটা গ্লাস তুলে নিয়ে ছোট্ট চুমুক দিল হ্যামার। হাসল প্রাণশূন্য হাসি।

'উপায় নেই, জেমস! এখন পর্যন্ত রেনারকেই বলতে হবে গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা ড্রাইভার।'

'ব্রনসনের বক্তব্য জানার পরও?'

'হ্যাঁ। তার পরও।'

'অর্থাৎ, মন স্থির করেছ তুমি—থাকছে রেনার। আর একটা মৃত্যু ঘটলে?'

'তখন আবার নতুন করে ভাবা যাবে।'

প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলেছে রানা জনশূন্য রাস্তা ধরে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন লোক আসছে এইদিকে। একমুহূর্ত ইতস্তত করে চট করে সরে গেল সে একটা বন্ধ দোকানের প্রবেশ পথের অন্ধকার ছায়ায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে দুই মিনিট। নিজেদের মধ্যে নিচুগলায় কথা বলতে বলতে চলে গেল লোক দু'জন। একজন হচ্ছে ব্লু অ্যাঞ্জেলের হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার, দ্বিতীয় জন ফোরস্টারের মার্কাস কাপলান। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে অত্যন্ত জরুরী কোন কথা বলছে ওরা। কান খাড়া করল রানা, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। দু'জনের কেউই দেখতে পায়নি ওকে। চলে গেল। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে এপাশ-ওপাশ রাস্তার দু'পাশই দেখল রানা। ওরা গ্যারেজের দিকে বাঁক নিতেই আবার ছুটল জনশূন্য রাস্তা ধরে।

গ্লাস শেষ করে মিচেলের দিকে চাইল হ্যামার।

'ওঠা যাক, কি বলো? ছেলেটার কি অবস্থা একটু দেখা দরকার।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল মিচেল। 'ভাল কথা, তোমার স্ত্রীর আর কোন খবর পেলে?'

মাথা নাড়ল হ্যামার বিমর্ষ বদনে। বিশাল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কোন খবর নেই। ওদিকে ওই অবস্থা, এদিকে এই অবস্থা—আমি পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে জেমস। জ্ঞাতসারে তো কোন পাপ করিনি, কেন যে এই মুসিবৎ চাপাল খোদা আমারই উপর...'

বারম্যানের দিকে মাথা ঝাঁকাল হ্যামার। বেরিয়ে গেল দু'জন।

বেশ কিছুটা কমে গেছে রানার চলার গতি। রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দিকে এগোল দীর্ঘ পদে। সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে হোটেলের বাম পাশের গলি ধরে এগোল সে, ডানদিকে মোড় নিয়ে পেয়ে গেল ফায়ার-এসকেপের সিঁড়ি। একেক বারে দুই ধাপ করে টপকে উপরে উঠতে শুরু করল সে। মাতলামির কোন লক্ষণই নেই ওর চাল চলনে। চোখ দুটো সতর্ক।

চারশো বিয়াল্লিশ লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মাইকেল হ্যামার ও জেমস মিচেল। বার কয়েক টোকা দিয়েও কোন সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে।

আরও জোরে টোকা দিল হ্যামার। ভুরু কুঁচকে দেখল লাল হয়ে গেছে আঙুলের গিঠ। একবার মিচেলের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে আবার টোকা দিল সে জোরে।

পাঁচতলার প্ল্যাটফর্মে উঠে এল রানা। রেলিং টপকে কার্নিসের উপর এক পা রেখে ধরল একটা খোলা জানালার চৌকাঠ। লাফ দিল সেই সাথে চাপ দিল হাতের উপর—নিরাপদে ঢুকে পড়ল খোলা জানালা দিয়ে।

ছোটখাট একটা হোটেল-কক্ষ। মেঝের উপর একটা খোলা সুটকেস—জিনিসপত্র এদিক-সেদিক ছড়ানো। বেড সাইড টেবিলে একটা পাঁচ ওয়াটের বাতি জ্বলছে, তার পাশেই একটা আধখালি ব্র্যান্ডির বোতল। জানালাটা বন্ধ করে দিল রানা। দরজার গায়ে প্রবল বেগে টোকা পড়ছে। হ্যামারের রাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'দরজা খোল, মরিস! হয় খোল: নয়তো ভেঙে ঢুকব! কি হলো? দরজা খোল! মরিস!'

ক্যামেরা দুটো খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে গায়ের কালো চামড়ার জ্যাকেট আর পুলওভার খুলে ফেলল রানা দ্রুত হাতে। ও দুটোও খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি হাতের তালুতে নিয়ে দুই হাত ঘষল, মুখে মাখল, তারপর ঝপাং করে পড়ল বিছানার উপর।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা মাইকেল হ্যামারের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে। হুড়মুড় করে ঢুকল সে। পিছু পিছু জেমস মিচেল। দেখা গেল জুতো পরা অবস্থায় উল্টোপাল্টা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মরিস রেনার। একটা হাত ঝুলছে খাটের বাইরে, আরেক হাতে ধরা রয়েছে ব্র্যান্ডির বোতল। গভীর ঘুমে

অচেতন।

এগিয়ে এল হ্যামার। সারা ঘরে উৎকট মদের গন্ধ। নিচু হয়ে ঝুঁকে বোতলটা কেড়ে নিল সে রানার অসাড় হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাইল মিচেলের দিকে।

'চেয়ে দেখো—ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার!'

'ওই দেখো!' আঙুল তুলে আরেকটা বোতলের দিকে দেখাল মিচেল। টেবিলের উপর চার ভাগের তিন ভাগ খালি একটা হুইস্কির বোতল। 'গোপনে মদ খাচ্ছে ও আজকাল।'

মুখ বিকৃত হয়ে গেল হ্যামারের—যেন ছুরি ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল বোতলটা—সুটকেস ঘেঁটে বের করল আস্ত আরেকটা বোতল।

'জেমস! প্লীজ! এসব কথা যেন পেপারে না ওঠে। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।'

তিনটে বোতলই বগলদাবা করতে দেখে মিচেল বলল, 'সে না হয় হলো, কিন্তু এগুলো নিয়ে যাচ্ছ, টের পেয়ে যাবে তো!'

'টের পেয়ে কি কচু করবে ও আমার?' কটমট করে চাইল সে ঘুমন্ত রানার মুখের দিকে। 'ওর সাধ্য আছে কারও কাছে নালিশ করবার?' একটু সামলে নিয়ে বলল, 'ওর সামনে থেকে প্রলোভন দূর করা দরকার।'

'ও কচি খোকা নাকি? চাকরি যাওয়ার ভয়ে নালিশ হয়তো করবে না, কিন্তু আরও বোতল সংগ্রহ করায় বাধা কোথায়? এভাবে ঠেকানো যাবে ওকে?'

'জানি, জেমস। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। ছেলেটাকে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না আমরা। তাই না? আমার নিজের ছেলে হলে কানটা ছিঁড়ে ফেলতাম। পরের ছেলে বলে যে ছেড়ে দেব, তা নয়। দরকার হলে গোয়েন্দা লাগাব আমি ওর পেছনে।'

বোতলগুলো বগলদাবা করে ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ। করিডরে বেরিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল মিচেল।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই উঠে বসল রানা। বাথরূম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল আলো নিভিয়ে।

চার

একের পর এক গ্র্যান্ডপ্রিক্স হারতে শুরু করল রানা। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে সে। একেবারে একা হয়ে গেছে। কারও সাথে কোন কথা নেই। মাতলামির লক্ষণও দেখা গেছে ওর মধ্যে, যদিও সবার সামনে মদ খেতে দেখা যায়নি ওকে আর।

আলফ্রেড গার্বারের মৃত্যুর পর থেকে যেন অন্য এক মানুষ হয়ে গেছে সে। সবাই—ভক্ত, সমালোচক, শুভাকাঙ্ক্ষী—বুঝে নিয়েছে শেষ হয়ে গেছে মরিস রেনার। ভেঙে গেছে ওর ইস্পাতদৃঢ় মনোবল, দুর্দমনীয় সাহস, শান্ত স্নায়ু। জুলিয়া পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ওর এই পরিবর্তনে। কিসের যেন ঘোরে রয়েছে মাসুদ রানা।

ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রথম ল্যাপেই আউট হয়ে গেল সে; কেউ আহত বা নিহত হয়নি, কিন্তু যেটা চালাচ্ছিল সেই ব্লু অ্যাঞ্জেলটা বাতিল হয়ে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে। দুটো চাকাই বার্স্ট করেছিল। আন্দাজ করা হয়, অন্তত একটা চাকায় লিক ছিল রেস শুরু হওয়ার আগেই নইলে চলতে চলতে হঠাৎ পাগলের মত ব্যবহার শুরু করবার আর কোন কারণ নেই। অবশ্য সবাই একথা মেনে নিতে পারেনি। ব্রনসনের ধারণা, দোষটা গাড়ির নয়—চালকের। অর্থাৎ মরিস রেনারের।

দশ দিন পর জার্মান গ্র্যান্ডপ্রিক্স তেইশ জনের মধ্যে বাইশ নম্বর হলো রানা। বিজয়ী হলো হ্যানসিঙ্গার। এতে মাইকেল হ্যামারের খুশি হওয়ার কথা—ব্লু অ্যাঞ্জেলই জয়ী হয়েছে; কিন্তু তার প্রিয় মরিসের জন্যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠল বৃদ্ধ; ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেড়াল সারাটা দিন। একবার জুলিয়াকে ধরে বকা দেয়ার চেষ্টা করল, বোঝাবার চেষ্টা করল রেনারের এই অধঃপতন ঠেকাবার দায়িত্ব তার—কিন্তু জুলিয়ার চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠতে দেখে চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

রানার এই পরিবর্তনে ঘাবড়ে গেছে জুলিয়াও। সে-ও টের পেয়েছে গোপনে মদ খাচ্ছে রানা। কি ঘটছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, কিছু জিজ্ঞেস করবারও উপায় নেই। কাজে যোগ দেয়ার পর দিনই রানা কথা আদায় করে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে। বলেছিল যতদিন পর্যন্ত না তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে নাক গলানো তো দূরের কথা কোন প্রশ্নও করতে পারবে না। এটা পুরুষ মানুষের ব্যাপার, এর মধ্যে জড়াতে পারবে না কিছুতেই। তুমি আড়ালে থাকবে। আড়ালেই আছে সে। রানাকে কি কাজ দিয়েছে ওর বাবা, কতদূর এগিয়েছে ওরা—কিছুই জানে না সে। আড়াই মাস পার হয়ে গেল, দুর্ঘটনায় মারা গেল গার্বার, জনপ্রিয় মরিস রেনার জর্জরিত হলো প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে, হারতে শুরু করল, ভেঙে পড়ল, একঘরে হয়ে গেল—এখনও কি সে পলের মৃত্যুর কারণ খুঁজছে, নাকি নিজের ব্যক্তিগত পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই ব্যস্ত? বাবাই বা কি করছে? সবাই চুপচাপ কেন?

হাজার হোক জুলিয়া নিজে একজন চ্যাম্পিয়ান। হেরে যাওয়ার কেমন কষ্ট জানা আছে ওর। সুনামের শিখর থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলে কি অসহ্য যন্ত্রণা হয় জানা আছে। ও-ই আবিষ্কার করেছিল রানাকে, রানার জয়কে এতদিন নিজের জয় বলে মনে করেছে সে। একটা মোহ আচ্ছন্ন করেছিল ওকে এতদিন। রেসের নেশা। ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই

গিয়েছিল একের পর এক বিজয়ে। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সে সব চিন্তা। রানার কি মনে আছে, কেন ওকে বাধ্য করা হয়েছিল গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে? মনে আছে কাজের কথা?

রানাকে নিয়ে গোপনে হাসাহাসিটা কিছুতেই সহ্য হয় না ওর। জার্মান গ্র্যান্ডপ্রিক্সে বাইশ নম্বর হয়ে যুক্তি দেখিয়েছিল রানা—হাই রেভে পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রনসনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, অদ্ভুত ব্যাপার, মাঝে মাঝে পুরোদমে চলছে, মাঝে মাঝে কিছুতেই এগোতে চাইছে না। আড়ালে হাসাহাসি করছে সবাই ব্যাপারটা নিয়ে। ব্রনসন নিজে চালিয়ে দেখেছে গাড়িটা, হ্যামার নিজে চালিয়েছে, কিন্তু রানার বক্তব্য অনুযায়ী পাওয়ারের কমবেশি পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাদের পক্ষে রানার সমান স্পীডে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়নি, হয়তো ম্যাক্সিমাম স্পীডে এই ঘটনাটা ঘটতেও পারে—এই বলে ব্যাপারটা চাপা দেয়া হয়েছে।

এর ঠিক দশ দিন পর অস্ট্রিয়ান গ্র্যান্ডপ্রিক্সেও বিজয়ী হলো হ্যানসিঙ্গার। রানা কিছুই হলো না। শুরুটা চমৎকার হয়েছিল ওর। এক ঝটকায় এগিয়ে গিয়েছিল সে সবার আগে। পঞ্চম ল্যাপ পর্যন্ত এগিয়ে থেকে ষষ্ঠ ল্যাপে হঠাৎ ফিরে এল সে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে। সহজ ভঙ্গিতে নেমে এল ককপিট থেকে। কোন রকম উদ্বেগ বা উত্তেজনার প্রকাশ নেই চেহারায়। কিন্তু হাত দুটো ঢোকানো রয়েছে ওভারলের পকেটে। যেন কিছু গোপন করছে।

ছুটে এল অনেকে, পকেট থেকে একটা কম্পিত হাত বের করে সবাইকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল রানা, তারপর চট করে আবার পুরল হাতটা পকেটের মধ্যে। দিশেহারা উন্মাদিনীর মত ছুটে এল জুলিয়া।

'ঘাবড়িয়ো না, জুলিয়া,' বলল রানা চাপা গলায়। 'ঠিকই আছি আমি। অত ব্যস্ত হবারও কিচ্ছু নেই। ফোর্থ গিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে।' ট্র্যাকের দিকে চেয়ে রইল সে।

মাইকেল হ্যামার ছুটে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল রানাকে। লক্ষ করল পকেটের ভিতরেও কাঁপছে ওর হাত। মিচেলের দিকে চাইল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। তারপর বলল, 'হুবার্টকে ফিরিয়ে আনব? তুমি ওর গাড়িটা চালাতে পারো।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রানা। একটা ইঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসছে কাছে। ট্র্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল সে মাথা ঝাঁকিয়ে। সবাই চাইল সেদিকে। নীল একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল বেরিয়ে গেল সাঁ করে কিন্তু তবু ঘাড় ফিরাল না রানা, এক হাজার এক, এক হাজার দুই করে গুনে গেল এক হাজার পনেরো পর্যন্ত। তারপর ফোরস্টার টীমের মার্কাস কাপলানের সবুজ গাড়িটা দেখা গেল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা হ্যামারের দিকে।

'ওকে ফিরিয়ে আনা কি ঠিক হবে? খেপেছেন? আমি আউট হয়ে যাওয়ায় হুবার্ট এখন পনেরো সেকেন্ড আগে রয়েছে। কিছুতেই হারতে পারে না এখন আর। পর পর দুটো গ্র্যান্ডপ্রিক্সের গৌরব অর্জন করতে যাচ্ছে ও আজ জীবনের

প্রথম। ওকে ফিরিয়ে আনলে আপনাকে বা আমাকে ও জীবনে ক্ষমা করতে পারবে বলে মনে করেন?'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রানা। ল্যাম্পিয়ার দিকে ওকে এগোতে দেখে রানার হাত ধরবার চেষ্টা করল জুলিয়া, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছে ওর, আশাভঙ্গ হওয়ায় ম্লান হয়ে গেছে মুখটা। কিন্তু এসব কিছুই দেখল না রানা, এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগোল ওর গাড়ির দিকে। কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিল হ্যামার, রানার পিছু পিছু কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঘুরে রওনা হলো পিটের দিকে। জেমস মিচেলও গেল ওর সাথে। লোকজনের থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরেই থেমে দাঁড়াল হ্যামার, ফিরল মিচেলের দিকে।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'কি ব্যাপারে?'

'লক্ষ করোনি তুমি?' আবার প্রশ্ন করল হ্যামার।

'ওর হাত?'

'হ্যাঁ। কি রকম কাঁপছিল খেয়াল করেছ? এ আর কিচ্ছু না—নার্ভাস ব্রেক ডাউন। কোন সন্দেহ নেই জেমস, শেষ হয়ে গেছে ছেলেটা। তোমাকে আগেই বলেছিলাম…যত শান্ত হোক, যত সাহসী হোক, যতই থাকুক স্নায়ুর জোর, এক সময় না এক সময় ভেঙে পড়বেই— প্রমাণ পেলে এখন? দুর্দান্ত একটা ছেলে পেয়েছিলাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যে যত শক্ত, তার ভাঙনটা আসে ততই আকস্মিক ভাবে। গেল ছেলেটা। এখন ফিরে গিয়ে আবার বোতল টানবে।'

'এখনও চলছে নাকি? তুমি না বলেছিলে গোয়েন্দা লাগাবে ওর পিছনে?'

'লাগিয়েছি। তার পরেও তিন-চারটে বোতল সরাতে হয়েছে আমার ওর ঘর থেকে। কখন ওসব সংগ্রহ করে কেউ জানে না। নিয়মিত খাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'প্রমাণ আছে কোন?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল মিচেল হ্যামারের চোখের দিকে। রিমলেস চশমা ঠিক করল নাকের উপর।

একটু ইতস্তত করল বৃদ্ধ। 'কেউ দেখেনি খেতে। আমিও না। কিন্তু আমি যখন আধ খাওয়া বোতল পেয়েছি ওর ঘরে তখন এটাকে প্রমাণ হিসেবে ধরতে পারো অনায়াসে।'

'এর পরেও ওকে রেসট্র্যাকে নামতে দিচ্ছ? জি. পি. ডি. এ. টের পেলে কি অবস্থা হবে কল্পনা করতে পারো? তাছাড়া অন্যান্য ড্রাইভারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওকে আটকানো উচিত তোমার। ওলফ্যাক্টরি এভিডেন্স নিয়ে বরখাস্ত করা উচিত।'

'সেটা আমার করতে হবে না,' বলল হ্যামার বিষণ্ণ হাসি হেসে। 'ওরাই ব্যবস্থা করছে। আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে নামার আগে রক্ত পরীক্ষা না করে ছাড়বে না ওকে। কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম।'

'যদি রক্তে অ্যালকোহল পাওয়া না যায়?'

'তবু খুব সম্ভব আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সই ওর জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স। যার নার্ভ শেষ হয়ে গেছে, তাকে অযথা মাঠে নামাবার কোন মানে হয় না। অনেক ভেবে আমি মনস্থির করেছি—আর একটা গ্র্যান্ডপ্রিক্স দেখব।

দর্শকের গ্যালারিতে বিরক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল একজন বেঁটে খাটো মোটাসোটা লোক, রুডলফ গুন্থার। অত্যন্ত দামী পোশাক পরিচ্ছদ, ঠোঁটে মোটা চুরুট। গুন্থারকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বেশ কিছুটা দূরে দূরে বসা আরও তিনজন লোক উঠে দাঁড়াল যন্ত্রের মত।

কোনদিকে না চেয়ে নিজের রোলসরয়েসের দিকে এগোল রুডলফ গুন্থার। স্যালিউট করে গাড়ির দরজা মেলে ধরল শোফার। গাড়ির কাছে গিয়ে পিছন ফিরল গুন্থার। সেই তিনজন পৌঁছে গেছে।

'শয়তানী শুরু করেছে রেনার,' বলল গুন্থার। 'গাড়ি আজ ঠিকই ছিল। আমি হোটেলে ফিরছি টমাস। তুমি, বর্গ, আর গুস্তাভ, তিনজন মিলে যেখান থেকে যেমন ভাবে পারো তুলে নিয়ে আসবে ওকে। আমার হোটেলে না—গুস্তাভের ওখানে। এনে ফোন করবে আমাকে। আমি কথা বলতে চাই ওর সাথে। কাজেই শুধু প্রাণ থাকলে চলবে না, দেখো জ্ঞানও যেন থাকে।'

'ইয়েস, স্যার।' অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল টমাস মুলার।

গাড়িতে উঠে বসল রুডলফ গুন্থার। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

ওরা তিনজন ছুটল পার্কিং লটে দাঁড়ানো একটা তোবড়ানো শেভ ইম্পালার দিকে।

রেসট্র্যাকের কাছেই এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন টীমের বিশাল সব ট্র্যান্সপোর্টার। এগুলোর মধ্যে করেই রেসিংকার এবং স্পেয়ার পার্টসের বড় বড় বাক্সগুলো বয়ে নেয়া হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে আরও বিশাল মনে হচ্ছে ওগুলোকে।

অন্ধকার আর একটু ঘন হয়ে আসতেই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল রানা ওই দিকে। কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ফেরারী লেখা একটা ট্র্যান্সপোর্টারের পিছনে এসে থামল সে। ফোরস্টারের ট্রাক। গোটা কয়েক উদ্ভট আকৃতির চাবি দিয়ে চেষ্টা করতেই খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকে আবার চাবি লাগিয়ে দিল সে, চাবিটা রেখে দিল গর্তের মধ্যে। প্রথম পাঁচ মিনিট এ জানালা ঘুরে বাইরেটা পরীক্ষা করল সে। কেউ ওকে দেখে ফেলেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে টর্চটা বের করে শুরু করল সার্চ। একে একে প্রত্যেকটা গাড়ি, প্রত্যেকটা বাক্স পরীক্ষা করছে সে গভীর মনোযোগের সাথে।

বিশ মিনিট পর একটা স্পেয়ারের বাক্স খুলে ঝুঁকে ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। কান পাতল। চট করে টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখা গেল

দু'জন লোক এগিয়ে আসছে। সোজা ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের দিকে চলছে ওরা। আরেকটু কাছে আসতেই চিনতে পারল রানা—মাইকেল হ্যামার আর হুগো ব্রনসন। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে।

দরজার কাছে ফিরে এসে চার ইঞ্চি ফাঁক করল রানা একটা কপাট. এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকটা। চাবি ঢোকাল হ্যামার তালায়।

'কোনই সন্দেহ নেই তাহলে?' বলছে সে ব্রনসনকে। 'মিথ্যে বলেনি রেনার। ফোর্থ গিয়ার সত্যিই ভাঙা?'

'একেবারে।'

'তোমার অভিযোগ ফিরিয়ে নিতে রাজি আছ তাহলে?' একটা খুশি খুশি ভাব হ্যামারের কণ্ঠে। 'মেনে নিচ্ছ, দোষটা রেনারের নয়?'

'ফোর্থ গিয়ার ভেঙে ফেলবার বেশ কয়েকটা সহজ কায়দা আছে, স্যার।' ব্রনসনের বক্তব্য অর্থপূর্ণ।

'তা আছে, তা আছে। এসো, দেখা যাক গিয়ার বক্সের অবস্থাটা।'

ট্র্যান্সপোর্টারের ভিতরে চলে গেল ওরা দু'জন। বাতি জ্বলে উঠল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার। আবার কাজে মন দিল সে। গাড়িগুলো দেখা হয়ে গেছে। একের পর এক বাক্স খুলছে সে এখন, ভিতরটা পরীক্ষা করছে, তারপর সযত্নে বন্ধ করছে ডালা। অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছে সে। পাঁচ মিনিট পর বাইরে খুটখাট আওয়াজ পেয়ে আবার জানালার ধারে এসে দেখল ব্রনসন আর হ্যামার নেমে আসছে। ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টার থেকে। চলে গেল ওরা কথা বলতে বলতে।

আর তিন চারটে বাক্স বাকি আছে। হাঁফ ছেড়ে কাজে মন দিল রানা আবার।

সিকি মাইল দূরে পার্ক করা রয়েছে রানার ল্যান্সিয়া। ক্যানভাসের ব্যাগটা সীটের উপর ফেলে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে গাড়ির ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল একটা আবছা ছায়ামূর্তি।

'খবরদার! টুঁ শব্দ করবে না!'

হাতে ধরা পিস্তলটা দেখল রানা, পিছনে মশ মশ পায়ের শব্দে টের পেল আরও লোক আছে। কাজেই টুঁ শব্দ না করে মাথার উপর হাত তুলল সে। দপ করে জ্বলে উঠল একটা গাড়ির হেডলাইট, এগিয়ে এল কাছে। শেভ ইম্পালা।

'ভয় নেই,' পিছন থেকে কথা বলে উঠল একজন। 'হাত নামাও মাথার ওপর থেকে। ওঠো এই গাড়িতে। বস্ কথা বলতে চায় তোমার সাথে। গোলমাল না করলে মারধোর করব না। উঠে পড়ো।'

'কিসের কথা? কে বস্ তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ধাঁই করে কনুই পড়ল রানার পাঁজরের উপর। পর মুহূর্তে লাথি পড়ল কোমরে। ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা শেভ ইম্পালার গায়ে। দাঁত

চেপে শূকর সংক্রান্ত বাংলা গালি দিল সে।

'আর একটা কথাও শুনতে চাই না,' বলল পিছনের লোকটা। 'ওঠো!'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে পিছনের সীটে উঠে বসল রানা। ওর দু'পাশে উঠল দু'জন পিস্তলধারী। তুফান বেগে ছুটল গাড়ি। এরাস্তা ওরাস্তা, এগলি ওগলি হয়ে প্রায়ান্ধকার একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ড্রাইভার নেমে গিয়ে তালা খুলে কপাট দুটো হাঁ করে দিতেই পিস্তল দিয়ে রানার পেটে গুঁতো মারল একজন। নেমে পড়ল রানা।

ভিতর দিকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। একটা চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তিনজন। বাঁধন পরীক্ষা করল রানা। চেষ্টা করলে খোলা যায়। কিন্তু চেষ্টা না করে অপেক্ষা করাই স্থির করল সে মনে মনে।

ঠিক দশ মিনিট পর ঘরে ঢুকল সেই সুবেশী বেঁটে মোটা লোকটা—দাঁতের ফাঁকে চুরুট। এমন ভাবে ঢুকল, যেন কুষ্ঠ রোগীর কুঁড়ে ঘরে ঢুকছে। সাথে আসছিল বাকি তিনজন, কিন্তু লোকটা হাতের অসহিষ্ণু ইশারা করতেই বাইরে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

ঘরের চারিপাশে চেয়ে একটা গদিআঁটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল লোকটা রানার সামনে। বসল বিরক্ত ভঙ্গিতে, ঘরের চারপাশে চাইল লোকটা, যেন নোংরা আবর্জনা দেখছে। সেই একই দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত স্থির হলো রানার মুখের উপর এসে।

'আমি রুডলফ গুন্থার,' বলল লোকটা। 'খুব সম্ভব আমার নামটা জানা আছে আপনার?'

মাথা নাড়ল রানা। সত্যিই শোনেনি এ নাম। বলল, 'আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে আসার কারণ?'

'বলছি। তার আগে জবাব দিন, আজকের রেসটা বর্জন করলেন কেন।'

'ফোর্থ গিয়ারটা ভেঙে গেল। আমি...'

'ওটা আপনি ইচ্ছে করে ভেঙেছেন। ইচ্ছে করে আজ আপনি আমার প্ল্যান-প্রোগ্রাম নষ্ট করেছেন।'

'দেখুন,' বলল রানা, 'আপনি কে তাই আমার জানা নেই, আমার রেস বর্জনের সাথে আপনার প্ল্যান-প্রোগ্রামের কি সম্পর্ক সেটাও জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। তবে গ্র্যান্ডপ্রিক্সের রেস সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারবেন গত কয়েকটা রেসে ভাগ্যদেবী মোটেই সাহায্য করছেন না আমাকে। আমি ভাবতে শুরু করেছি, শুধু ভাগ্যদেবীই নয় এর পিছনে কোন মানুষের হাত থাকাও বিচিত্র নয়। ফ্রান্সে তো মারাই পড়ল একজন, ইংল্যান্ডে ফেটে গেল চাকা, জার্মানীতে গোলমাল শুরু করল পাওয়ার ট্র্যান্সমিশন...'

'এ সবই জানা আছে আমার। এক বাক্যে মেনে নেব: দোষ ছিল গাড়িতে। কিন্তু আজ? আজ তো কোন দোষ ছিল না, মিস্টার রেনার—ইচ্ছে করেই নষ্ট করেছেন আজ আপনি গিয়ারটা। আমি জানতে চাই—কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে লোকটার চোখের দিকে চেয়ে রইল রানা। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

'ভয় পেয়েছেন?' রানার জবাব না পেয়ে আবার বলল গুন্থার। হাসল। 'সেক্ষেত্রে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না। গত কয়েকটা রেসে পর পর যার ভাগ্য বিপর্যয় হয় তার পক্ষে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো আশা করেছিলেন, আজও কিছু একটা ঘটবে। মারাত্মক কিছু ঘটবার আগে নিজেই গিয়ারটা ভেঙে ফিরে এলেন পিটে। তাই না?'

'আজ দোষ ছিল না সেটা আপনি এত জোর দিয়ে কি করে বলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এবং তাই যদি বলতে পারি তাহলে এটাও নিশ্চয় জানি যে এর আগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দোষটা ছিল গাড়ির, আপনার নয়। কি করে জানলাম? বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, মিস্টার রেনার। অত সময় আমার হাতে নেই। আমি সবই জানি।'

'আপনার জ্ঞানের বহর দেখাবার জন্যে নিশ্চয় ধরে আনা হয়নি আমাকে?'

'না। বিশ হাজার ডলার পাবেন; গাড়িতে কোন গোলমাল থাকবে না—মন্‌যা ট্র্যাকে জিততে হবে আপনার। আজ ক্ষতি হয়েছে আমার। আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে হয় এ ক্ষতি পূরণ করে দেবেন, নয়তো ওটাই আপনার জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার হারজিতের উপর আপনার লাভ ক্ষতি কিভাবে নির্ভর করছে...'

'বুঝতে পারছেন না।' রানার বক্তব্য শেষ করল গুন্থার। 'না বোঝাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। আমার পরিচয় জানা থাকলে এত প্রশ্ন করবার ধৃষ্টতা আসত না আপনার মধ্যে। যেহেতু জানা নেই, ক্ষমা করে দিচ্ছি আমি আপনাকে। শুধু জেনে রাখুন, আজ থেকে মনযা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের দিন পর্যন্ত আপনার প্রতিটা গতিবিধির উপর নজর রাখবে আমার লোক, ছায়ার মত লেগে থাকবে আপনার সাথে। আমার আদেশের অন্যথা হলে পরদিন আপনার লাশ পাওয়া যাবে রাস্তার ধারে। কেউ বাঁচাতে পারবে না আপনাকে।'

উঠে দাঁড়াল রুডলফ গুন্থার।

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার, মিস্টার রেনার। আমার কোপদৃষ্টি পড়লে আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমার আদেশ অমান্য করে পুলিসের কাছে গিয়ে লাভ নেই—আপনার অভিযোগ শুনে প্রাণ খুলে হাসবে ওরা। যে সে লোক আমি নই। মনে রাখবেন: আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কোন ত্রুটি থাকবে না গাড়িতে, জিততে হবে আপনাকে, জিতলে বিশ হাজার ডলার পাবেন। আর যদি হারেন...' ডান চোখটা বন্ধ করে হাত দিয়ে কাঁকাটার ভঙ্গি করল গুন্থার। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে কারও উদ্দেশে বলল, 'ওকে যেখান থেকে এনেছ সেইখানে ছেড়ে দিয়ে এসো, টমাস।'

বিশ সেকেন্ড পর একটা রোলসরয়েসের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা।

ঘরে ঢুকল সেই তিনজন।

পাঁচ

হোটেল করোন্যাডোর বিশেষ আমন্ত্রণে গ্র্যান্ডপ্রিক্স টীমগুলো খুশিমনে আতিথ্য গ্রহণ করল ওদের। মিলান থেকে দশ মাইল উত্তরে মনযা শহরের উপকণ্ঠে এই বিশাল হোটেল। খাওয়া-থাকা ফ্রী। এতবড় বিজ্ঞাপনের সুযোগ পেয়েই ধন্য হয়ে গেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।

'রেনারকে দেখছি না?' বলল মিচেল। নড়ে বসল আর্মচেয়ারে।

'নতুন গাড়িটার সাসপেনশন আর গিয়ার রেশিও অ্যাডজাস্ট করবার জন্যে খুব পরিশ্রম করছে গত দু'দিন থেকে। হয়তো টের পেয়েছে এটাই ওর শেষ সুযোগ।'

'কিন্তু…গাড়িটা ওকে না দিয়ে হ্যানসিঙ্গারকে দিলে ভাল হত না?'

'অসম্ভব। তুমি তো প্রোটোকলের ব্যাপারটা জানো। ব্লু অ্যাঞ্জেলের এক নম্বর ড্রাইভারকে দিতেই হবে ওটা। পয়েন্টের দিক থেকে রেনারই এখন পর্যন্ত আমাদের সেরা ড্রাইভার।'

'ওর মানসিক অবস্থার কথা স্পনসারদের জানালেও কি ওরা চাপাচাপি করবে?'

'রেসের সাথে তো শুধু স্পনসাররাই জড়িত নয়, জেমস। পাবলিক ওপিনিয়ন বলেও একটা ব্যাপার রয়েছে। পাবলিকের চোখে এখনও হিরো আমাদের মরিস। গাড়ি কোম্পানীর মালিকরা কি চায়? বিজ্ঞাপন। অত বিরাট করে গাড়ির গায়ে কোম্পানীর নাম লেখা হয় কেন? কোনও কোম্পানীর রেসিং কার গ্র্যান্ডপ্রিক্স বিজয়ী হওয়া মানেই যে সেই কোম্পানীর সাধারণ গাড়িগুলোও ভাল হতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু জনসাধারণ তো আর সেটা বোঝে না। ওরা ওই কোম্পানীর সেডান, সেলুন, কুপে কিনেই খুশি। হুকুম, নতুন গাড়ি দিতে হবে মরিস রেনারকে। ওদের আদেশ মানতে আমরা বাধ্য।'

খানিক চুপ করে রইল মিচেল, তারপর বলল, 'অবশ্য বলা যায় না কিছুই। ইটালিয়ান গ্র্যান্ডপ্রিক্সে হয়তো বাজি মাত করে বসতে পারে রেনার—বলা যায় না।'

'তাহলে আধ ঘণ্টা আগে ওর ঘর থেকে যে বোতলগুলো পাওয়া গেল, তার কি ব্যাখ্যা?' কঠোর হয়ে গেল বৃদ্ধ হ্যামারের মুখটা। 'তুমি বলতে চাও, ও খাচ্ছে না, আপনিই বাতাসে উড়ে গিয়ে খালি হয়ে যাচ্ছে বোতলগুলো?'

জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল জেমস মিচেল। রিমলেস চশমাটা ঠিক করে বসাল নাকের উপর। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গেল।

'কোন খবর পেলে মাইক? মার্সেই ...'

'উঁহুঁ। আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি, জেমস। আড়াই মাস হয়ে গেল কোন খবর বের করা গেল না এলিনার। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকলে জানা যেত। এ বয়সে আর কারও সাথে ভেগে যাবে, সে সম্ভাবনা নেই। কিডন্যাপ হলে টাকা চেয়ে চিঠি আসত। এসব কিচ্ছু না। হাওয়া। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ডুবে টুবে গেলে...কিন্তু তাহলে লাশটা তো ভেসে উঠত।'

'স্মৃতিভ্রংশ বা ওই রকম কিছু...'

'যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয়, কোটিপতি মাইকেল হ্যামারের স্ত্রী এলিনা হ্যামারের পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে বা মাথার গোলমাল হয়ে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওখানে এত লোকে চেনে ওকে যে কারও না কারও চোখে পড়তই। ওই এলাকায় আমরা শুধু বড়লোকই নই, জেমস, পরিচিতও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল মিচেল। এলিনা হ্যামারের পক্ষে এভাবে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ আজকের রিসেপশনের কথা মনে হতেই সচকিত হয়ে উঠল।

'মেয়রের রিসেপশনের কথা সবাইকে জানানো হয়েছে তো? যাচ্ছে সবাই?'

'রেনার ছাড়া সবাইকে জানানো হয়েছে। ও এসে পৌঁছলেই তাগাদা দেয়া যাবে সবাইকে।' কথা বলতে বলতে চোখ তুলেই দেখতে পেল সে রানাকে। ডাইনে বাঁয়ে কারও দিকে না চেয়ে সোজা এগিয়ে আসছে এদিকে। 'ওই দেখো, আজ বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি, নইলে যমের মত এড়িয়ে যেত আমাকে।'

ঘরভর্তি সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে, টের পাচ্ছে রানা, কিন্তু কোনদিকে না চেয়ে এগিয়ে এল সে হ্যামার ও মিচেলের টেবিলের দিকে।

'শুনলাম রিসেপশন দিচ্ছে আজ মেয়র?'

'হ্যাঁ। তার আগে শোনা যাক নতুন ব্লু অ্যাঞ্জেল কেমন চলছে? কি বুঝছ?'

'প্রায় রেডি হয়ে গেছে রেসের জন্যে। দু'দিন দেরি আছে তো...তার আগেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রনসন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে রেশিয়োর সামান্য পরিবর্তন দরকার।'

'তোমার কোন কমপ্লেন নেই তাহলে?'

'না। গাড়িটা চমৎকার। আমাদের সেরা গাড়ি। খুব চালু'

'কতটা চালু?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না। রেকর্ড ব্রেক করতে পারিনি এখনও, কিন্তু শেষ দু'বার ল্যাপ-রেকর্ড ধরে ফেলেছি।'

'দ্যাট্স গুড!' ঘড়ি দেখল হ্যামার। 'এবার তৈরি হয়ে নাও। জলদি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হব আমরা।'

'আমি যাচ্ছি না সেই কথাটাই বলতে এসেছি। ক্লান্তি লাগছে। এখন

স্নান সেরে ঘুমাব ঝাড়া দুটো ঘণ্টা, তারপর ডিনার খেয়ে আবার ঘুম দেব।'

'বলে কি!' অবাক হয়ে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল হ্যামার। 'তুমি যাচ্ছ না রিসেপশনে?'

'না, শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'তুমি মেয়রের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছ? অনেক হোমড়া-চোমড়া লোক আসবে আজ শুধু তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে এই ধরনের নিমন্ত্রণ পেলে যাওয়াটাই রেওয়াজ।'

'জানা আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু শরীর খারাপ থাকলে যে কেউ যে কোন রেওয়ায ভাঙতে পারে। আমি যাচ্ছি না। গ্র্যান্ডপ্রিক্সের জন্যে এসেছি আমি এখানে। উঁচু সমাজে মেলামেশার জন্যে নয়।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না রানা। একেক বারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকে চলে গেল উপরে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল হ্যামার।

ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠল রানা। বোতলটা নেই। কার্পেটের নিচ থেকে আরেকটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে বাথরুমের বেসিনে ঢেলে ফেলল অর্ধেক, বোতলের মুখে আঙুল চেপে মিলাদের গোলাপ পানির মত ঘরময় ছিটাল খানিকটা, তারপর মুখ এঁটে রেখে দিল ওটা বালিশের নিচে।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট ভিজল, সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে তোয়ালে জড়িয়ে চলে এল সে ওয়ারড্রোবের সামনে। ভাঁজ করা ধোয়া স্যুট ঘুমাবার পোশাক নয়, কিন্তু তাই পরল রানা। জুতো-মোজা-টাই এঁটে নিয়ে আরাম কেদারায় বসল আরাম করে। সিগারেট ধরাল একটা।

'গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। এক কাজে এসে বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে সে। কোন সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানো তো দূরের কথা, দিনের পর দিন জটিলতর হচ্ছে সবটা ব্যাপার। এসেছিল পল কার্টারেটের হত্যা-রহস্য উদঘাটন করতে। আঁচ করা গেছে অনেক কিছুই, কিন্তু তেমন কোন আদালত-গ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই বার কয়েক ওর প্রাণের ওপর হামলা এসে গেছে। সে সবের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু এলিনা হ্যামারের গায়েব হয়ে যাওয়াটা? মার্কাস কাপলানের অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারটা? তার সাথে যোগ হয়েছে রুডলফ্ গুন্থারের ব্যক্তিগত প্লট। সব মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ী অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে। তবে আজ হয়তো একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে। রানার অনুমান যদি সত্য হয়—এসবের পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী কোন দলের জটিল এক চক্রান্ত রয়েছে। বোঝা যাবে আজই। আজকের এই সুযোগের জন্যে অনেকদিন প্রতীক্ষা করেছে রানা। আজকের সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে পারলেই এক হপ্তার মধ্যে সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে নিজের কাজে যেতে পারবে সে।

মিনিট বিশেক পর একটা ভারী এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর স্টার্ট নেয়ার শব্দে

সচকিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা। বাতি নিভিয়ে দিয়ে জানালার সামনে চলে এল। পর্দা সরিয়ে নিচের দিকে চাইল কাঁচ ভেদ করে।

একটা লম্বা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের বাইরে। বিভিন্ন টীমের ড্রাইভার, ম্যানেজার, চীফ মেকানিক উঠছে বাসে। সাংবাদিকও রয়েছে কয়েকজন। যাদের যাদের অনুপস্থিতি চাইছে আজ ও, তারা প্রত্যেকে গাড়িতে উঠল কিনা লক্ষ করল রানা। উঠেছে। মিচেল, ব্রনসন, হ্যানসিঙ্গার, কাপলান, জুলিয়া, হ্যামার—সবাই উঠল বাসে। বার দুই হর্ন দিয়ে আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল বাসটা, তারপর ছেড়ে দিল।

পাঁচ মিনিট পর ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝুলিয়ে নেমে এল রানা নিচে, গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশন কাউন্টারের সামনে। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট চোখ তুলে চাইতেই মিষ্টি করে হাসল রানা।

'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং, মিস্টার রেনার,' পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারের সাথে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে একেবারে গদগদ হয়ে গেল মেয়েটা। কৃতার্থ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য করতে পারি, স্যার?' রানার ধোপ দুরস্ত বেশবাস দেখে মলিন হয়ে গেল হাসিটা। 'হায়, হায়! ছেড়ে দিয়েছে বাসটা!'

'আমার নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট রয়েছে,' বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। লাল ল্যান্সিয়াটা। কিছু লাগবে আপনার, স্যার?'

'হ্যাঁ। চারজনের রুম নাম্বার দরকার আমার। মাইকেল হ্যামার, মার্কাস কাপলান, হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার, আর হুগো ব্রনসন। ওদের নাম্বারগুলো দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু ওঁরা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'আমি জানি। ওরা বেরিয়ে গেছে জেনেই চাইছি নাম্বারগুলো। ওদের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যার,' কেমন একটু হতচকিত হয়ে গেল মেয়েটা।

'ওদের দরজার নিচে দিয়ে একটা করে কাগজ ঢুকিয়ে দিতে চাই। এটা আমাদের একটা প্রচলিত পুরানো রেওয়ায।'

'আচ্ছা!' বুঝে গেল মেয়েটা। 'জুয়াড়ীদের মত আপনারাও কুসংস্কার মেনে চলেন তাহলে!' যেন মরিস রেনারের সাথে নির্দোষ গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এমনি একটা ভাব এসে গেল ওর মুখে, চেহারায়। নিচু গলায় বলল, 'নম্বরগুলো হচ্ছে তিনশো আটাশ, ঊনচল্লিশ, সাতান্ন, আর তেরো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখল রানা। 'রেসের আগে কাউকে বলবেন না কিন্তু কিছু। কাউকে না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' হাসল আবার মেয়েটা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল রানা উপরে। সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। সুটকেস থেকে বের করল মুভি ক্যামেরাটা, পিছনের একটা স্ক্রু খুলে ঢাকনি

সরাল। চৌকোণ একটা ফাঁকা জায়গা থেকে বের করে আনল সিগারেটের প্যাকেটের সমান একখানা মিনিয়েচার স্টিল ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ কিউব বসানো তার মাথায়। ক্যামেরাটা পকেটে ঢুকিয়ে মুভি ক্যামেরার ঢাকনিটা লাগিয়ে রেখে দিল সুটকেসে। ক্যানভাসের ব্যাগটার দিকে চাইল একবার, স্থির করল, ওটার দরকার পড়বে না আজ। দরজায় তালা মেরে দিয়ে করিডর ধরে এগোল সে তিনশো আটাশ নম্বর কামরার দিকে। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে পছন্দসই একটা চাবি বেছে নিয়ে ঢুকাল গর্তের মধ্যে। খুলল না দরজা। আরেকটা মাস্টারকী বাছাই করে প্যাঁচ দিতেই ক্লিক শব্দে খুলল তালা। চাবিটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরে ভালমত চিনে নিয়ে পকেটে ফেলল গোছাটা। ঢুকল ভিতরে।

মাইকেল হ্যামারের ঘর। সারাটা ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করল রানা। সুটকেস, ওয়ারড্রোব, কাবার্ড, জামা কাপড়—বাদ দিল না কিছুই। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করবার পর পেয়ে গেল যা চাইছিল। হরিণের চামড়া মোড়া দামী একটা ব্রীফকেস। খাটের তোষকের নিচে সযত্নে লুকানো।

একটা চেয়ারে বসে দুই হাঁটুর উপর ব্রীফকেসটা রেখে খোলার চেষ্টা করল রানা। তালা মারা। আবার বের করল সে চাবির গোছাটা, দু'মিনিটেই খুলে হাঁ করে গেল ব্রীফকেসের ডালা।

ভিতরটা একখানা ছোটখাট ভ্রাম্যমান অফিস। দরকারী কাগজপত্রে ঠাসা। রসিদ, ইনভয়েস, কন্ট্রাক্ট ফরম, চেকবই, সরু একটা স্ট্যাপলার, কিছু আলপিন ও জেমস ক্লিপ, ইরেযার, লাল-নীল পেন্সিল—সব আছে। এক নজরেই বোঝা যায় ব্লু অ্যাঞ্জেলের মালিক নিজেই টীমের শুধু ম্যানেজার নয়, অ্যাকাউন্ট্যান্টও। সবকিছুর উপরেই নজর বুলাল রানা, কিন্তু হাতে তুলে নিল রাবার-ব্যান্ড জড়ানো পাঁচ-ছ'টা পুরানো পাতা-শেষ-হয়ে যাওয়া চেক বই।

দ্রুত পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেল রানার হাত। নিঃশব্দে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল সে শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটা চেকের তারিখ, নম্বর ও অঙ্ক লেখা রয়েছে। ক্যামেরা বের করে দুটো ছবি তুলল সে পাতাটার। আরও একটা চেক বইয়ের শেষ পাতার ছবি তুলল দুটো। তারপর যেটা যেখানে যেমন ভাবে ছিল রেখে দিয়ে তালা মেরে দিল ব্রীফকেসে। বেরিয়ে এল বাইরে।

জনশূন্য করিডর ধরে তিনশো উনচল্লিশ নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল এবার রানা। সেই একই চাবিতে খুলে গেল এ ঘরটাও। কাপলানের ঘর। লোকটার খরচের হাত যে খুবই বড় সেটা বোঝা যায় দামী জামাকাপড় ও সৌখিন জিনিসপত্রের দিকে একনজর চাইলেই। শুধু সুটকেসটারই দাম হবে কমপক্ষে আড়াই হাজার টাকা।

একটা লাল নোট বই পাওয়া গেল সুটকেসের পকেটে। পাতা উল্টে দেখা গেল অনেকগুলো ঠিকানা লেখা রয়েছে। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে তারপর শুরু হয়েছে লেখা। অবশ্য ওগুলো ঠিকানা কিনা বোঝার উপায়

নেই—সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। নামের জায়গায় শুধু একটা অক্ষর, পরের দু'লাইন হযবরল ভাবে অক্ষর সাজানো। ক্যামেরা বের করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার দুটো করে ছবি তুলল রানা। তারপর চলে গেল হ্যানসিঙ্গারের ঘরে।

হ্যানসিঙ্গারের খুলে রাখা কোটের পকেটে কাপলানেরই মত একটা নোটবই পাওয়া গেল। সুটকেসে পাওয়া গেল একটা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়ার ডিপোজিট বুক। দশ বারোটা ছবি তুলে যথাস্থানে সবকিছু রেখে ব্রনসনের ঘরের দিকে এগোল রানা।

ব্রনসনের সুটকেসে পাওয়া গেল একটা ব্যাঙ্কের পাসবুক। টাকার অঙ্কগুলো দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। একজন চীফ মেকানিক হিসেবে যা রোজগার করবার কথা তার চেয়ে অন্তত একশো গুণ বেশি রোজগার করছে ব্রনসন। পাসবুকের প্রথম তিনটে পৃষ্ঠার ছবি তুলল রানা, গোটাকয়েক ঠিকানা পাওয়া গেল একটা কাগজে, সেগুলোর ছবি তুলল, তারপর সুটকেসটা যেমন ছিল তেমনি সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমনি সময় করিডরে পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াল দরজার সামনে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, পরমুহূর্তে আহত চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে সরে গেল পায়ের শব্দটা দরজার বাইরে এসে থামতেই। চাবি ঢুকিয়ে দরজার তালা খুলছে কে যেন। চট্ করে লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল রানা ওয়ারড্রোবের মধ্যে। ওয়ারড্রোবের ডালা দুটো বন্ধ হওয়ার আগে সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল রানা খুলে যাচ্ছে দরজাটা!

খুট করে শব্দ হলো বাতি জ্বালার। কিন্তু ওয়ারড্রোবের ভিতর নিকষ কালো অন্ধকার। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা, ঘরের মধ্যে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে কেউ। কি করছে বোঝার উপায় নেই একটু আগে ও যা করছে, এই লোকটাও ঠিক তাই করছে? ব্রনসন নয়—এত তাড়াতাড়ি রিসেপশন থেকে ফিরে আসা সম্ভব না। এই লোকটা যেই হোক, যদি ওয়ারড্রোব খোলে তাহলেই ধরা পড়ে যাচ্ছে সে। চিনে ফেললে আজকে এত পরিশ্রম করে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সব ভেস্তে যাবে।

আলগোছে পকেট থেকে রুমালটা বের করে আনল রানা। আন্দাজে ভর করে ভাঁজ খুলে তিন কোনা করে ভাঁজ করল সেটাকে। সোজা দিকটা চোখের নিচে ধরে মাথার পিছনে গিঠ দিল রুমালের দুই প্রান্ত। তারপর এক ঝটকায় ওয়ারড্রোবের ডালা খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল বাইরে। হাত দুটো সামনে বাড়ানো, শরীরটা একটু ঝুঁকে রয়েছে সামনে—যে কোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত।

আঁৎকে উঠল চশমা পরা প্রকাণ্ড চেহারার এক মাঝবয়সী মহিলা। চেম্বার মেইড। সবে মাত্র বিছানার চাদর বদলে নোংরা চাদরটা বগলদাবা করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সাদা মুখোশ আঁটা ভয়ঙ্কর চেহারার এক ডাকাত দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল তার। চোখ দুটো একপাক খেয়ে কপালে উঠল। বিশাল শরীরটা দুলে উঠল, তারপর টুঁ শব্দটি না করে

ঢলে পড়তে শুরু করল।

মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল রানা। যেটুকু বা জ্ঞান ছিল, রানা চেপে ধরতে সেটুকুও লোপ পেল। চাদরটা পোঁটলা করে বালিশের মত মহিলার মাথার নিচে দিয়েই করিডরের খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। রুমালটা মুখ থেকে খুলে যেসব জায়গা ছুঁয়েছে সেগুলো মুছতে শুরু করল সে দ্রুত হাতে। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ক্রেডল থেকে টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে টেবিলের উপর রাখল। বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে দরজা আধ-ভেজানো অবস্থায় রেখে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সিঁড়িঘর পর্যন্ত দ্রুতপায়ে এগোল রানা, তারপর ধীরে সুস্থে নেমে এল নিচে। বারে গিয়ে অর্ডার দিল ডবল জিনের। অর্ডার শুনে ভড়কে গেল বারম্যান।

'কি দেব, স্যার?'

'ডাবল জিন অ্যান্ড টনিক,' কড়া গলায় বলল রানা। 'এবার বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, হাঁ…নিশ্চয়ই! দিচ্ছি, মিস্টার রেনার।'

বিস্ময় চেপে রাখল বারম্যান নিজের মধ্যেই। কিন্তু বেশিক্ষণ যে চেপে রাখতে পারবে না, ব্লু অ্যাঞ্জেলের এক নম্বর ড্রাইভারকে যে সে নিজের হাতে জিন পরিবেশন করেছে—এবং বে-আইনী ভাবে সে যে তা খেয়েছে, এই খবর রাষ্ট্র করে দেবে লোকটা প্রথম সুযোগেই। তাই চায় রানা। একটা পাতাবাহারের টবের পাশে বসে জিনের গ্লাস হাতে লবির ওপাশে টেলিফোন অপারেটারকে লক্ষ করছে সে এখন। বেশ খানিকটা বিরক্ত ও উত্তেজিত মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। সুইচবোর্ডের একটা লাইট বারবার জ্বলছে আর নিভছে, কিন্তু জবাব দিলে কোন কথা বলছে না কেউ। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা বয়কে ডেকে নিচু গলায় কি যেন বলল মেয়েটা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল পেজ বয়।

যখন ফিরল প্রায় উড়ে নেমে এল সে নিচে। তিন লাফে লবি পেরিয়ে অপারেটারের কানে কানে কিছু বলল। তড়াক করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, দৌড়ে ঢুকে গেল কাউন্টারের ওপাশের একটা দরজা দিয়ে। আধ মিনিটের মধ্যেই এলোপাতাড়ি পা ফেলে ছুটে এল ম্যানেজার। ধুপধাপ দ্রুতপদে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে।

ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে রানা, গ্লাসে চুমুক দেয়ার ভান করছে। টের পাচ্ছে, লবিতে বসা খরিদ্দারদের প্রত্যেকেই লক্ষ করছে ওকে—বিখ্যাত লোকদের যেমন লক্ষ করে সবাই। ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে লেমোনেড বা সোডা ওয়াটার খাচ্ছে মরিস রেনার।

দৌড়ে নেমে এল ম্যানেজার। দুই চোখ বিস্ফারিত। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল কানে। এতক্ষণে লবির প্রত্যেকটা লোক কৌতূহলী হয়ে উঠল।

সবাই টের পেয়েছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। উৎসুক নেত্রে লক্ষ করছে ম্যানেজারের কার্যকলাপ। সুযোগ পেয়ে চট্ করে গ্লাসটা উপুড় করল রানা পাতাবাহারের টবে। মিছেমিছি চুমুক দেয়ার ভঙ্গি করল বার কয়েক, তারপর ঢক ঢক করে গ্লাসটা নিঃশেষ করবার ভঙ্গি করে ঠক্ করে নামিয়ে রাখল সেটা টেবিলে।

সামনে রিভলভিং ডোরের দিকে রওনা হলো রানা। ম্যানেজারের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল। ম্যানেজারের উত্তেজিত চোখমুখ পরীক্ষা করে সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ফ্যাসাদ?'

'ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ? মহা ফ্যাসাদ, মিস্টার রেনার!' কানেকশনের অপেক্ষায় কানে রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানেজার, কিন্তু এরই ফাঁকে মরিস রেনারের সাথে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেল সে। 'রাহাজানি! ডাকাতি! ভয়ঙ্কর এক ডাকাত আমাদের চেম্বারমেইডকে আক্রমণ করেছিল!'

'সর্বনাশ! তাই নাকি? কোথায়?'

'মিস্টার ব্রনসনের ঘরে।'

'ব্রনসন?' অবাক চেহারা করল রানা। 'সে তো আমাদের চীফ মেকানিক। তার ঘরে চুরি করবার মত কি আছে?'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রেনার। কিন্তু চোরের তো সেটা জানবার কথা নয়। তাই না?'

'চেনা গেছে? চিনতে পেরেছে চোরটাকে?'

'উহুঁ,' মাথা নাড়ল ম্যানেজার। 'ও শুধু দেখতে পেয়েছে ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত এক মুখোশ পরা লোক। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওয়ারড্রোব থেকে। এক হাতে মোটা একটা মুগুর, আরেক হাতে ইয়া লম্বা এক ছোরা।' মাউথপিসের উপর বাম হাতের তালু চেপে নিচু গলায় বলল, 'এক্সকিউয মি...পুলিস।'

লম্বা করে হাঁপ ছাড়ল রানা, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ডাইনে ঘুরল, তারপর আরেকবার ডাইনে ঘুরে একটা সাইড-ডোর দিয়ে হোটেলে ঢুকল আবার। সবার নজর বাঁচিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে মিনিয়েচার ক্যামেরা থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে নতুন একটা ফিল্ম পুরল ওতে, তারপর মুভি ক্যামেরার পিছনে ঢুকিয়ে দিল ওটা। স্ক্রু এঁটে ওটার আশেপাশে কয়েকটা আঁচড় কাটল সে ইচ্ছে করেই, যেন কেউ দেখলেই বুঝতে পারে ব্যাক-প্লেটটা প্রায়ই খোলা এবং লাগানো হয়।

এবার একটা খামের উপর নিজের নাম ও রুম নম্বর লিখে তার ভিতরে ফিল্ম কার্ট্রিজটা ভরে আঠা লাগিয়ে নেমে এল রিসেপশন ডেস্কে। খামটা মেয়েটার হাতে দিয়ে হোটেলের সেফে রেখে দেয়ার অনুরোধ করে ফিরে এল নিজের কামরায়।

স্যুটটা খুলে রেখে ঝাড়া একটি ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা শবাসনে শুয়ে।

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে আবার পরল জামা কাপড়। এবার আর স্যুট নয়। ঘন ছাই রঙের পুলওভারের উপর পরল কালো চামড়ার জ্যাকেট। আবার আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা শেষ হওয়ার আগেই ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর শব্দ শুনতে পেল সে। ছোট্ট একটা গর্জন করে থেমে গেল এঞ্জিনটা। বাতি নিভিয়ে জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সরাল রানা। নামছে সবাই। পর্দা টেনে দিয়ে আবার বাতি জ্বালাল সে। বালিশের তলা থেকে চ্যাপ্টা বোতলটা বের করে খানিকটা হুইস্কি মুখে নিয়ে কুলকুচি করে ফেলে দিল বেসিনে। আধ আউন্স পরিমাণ ঢালল পুলওভারে। ছিপি লাগিয়ে ওটা বালিশের নিচে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রানা যখন সিঁড়ির শেষ ল্যান্ডিঙে পৌঁছেচে সেই সময় লবিতে ঢুকল রিসেপশন পার্টি। রানার দিকে এক নজর চেয়েই ব্যথাতুর হয়ে উঠল জুলিয়ার চোখ দুটো। এগোতে গিয়েও কি মনে করে অন্যদিকে পা বাড়াল সে। নেমে এল রানা। কারও দিকে না চেয়ে এগোল সদর দরজার দিকে। মাইকেল হ্যামারকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, বিশাল শরীর দিয়ে পথ রোধ করল বৃদ্ধ। আপাদমস্তক দেখল বাঘের চোখে।

'তুমি না যাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন মেয়র। অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিল...'

'চিড়িয়াখানার বাঘ দেখতে,' বলল রানা। বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল পাশে দাঁড়ানো মিচেলের দিকে। 'জিরাফ আর হাতী দেখে খুশি হতে পারেনি।'

কে জিরাফ আর কে হাতী বুঝতে অসুবিধে হলো না মাইকেল হ্যামারের। লাল হয়ে উঠল ওর ফর্সা মুখ। কটমট করে চাইল ভ্রূ কুঁচকে।

'কাল সকালে তোমার প্র্যাকটিস ল্যাপ আছে, সে খেয়াল আছে, রেনার?'

'কাজের কথা ভুলি না আমি।'

কথাটা বলেই একপাশে সরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা; কিন্তু আবার পথ রোধ করল হ্যামার।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে।'

'আমি বারণ করছি...'

'দেখুন, মিস্টার হ্যামার,' কথার মাঝখানে বাধা দিল রানা, 'আমার প্রতি আপনার স্নেহ, ভালবাসা সবই আছে মানি। আপনার প্রতিও আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ রয়েছে—কিন্তু তাই বলে কন্ট্রাক্টের বাইরে দয়া করে কোন ব্যাপারে বারণ করতে বা জোর খাটাতে আসবেন না।'

বেরিয়ে গেল রানা। একপাশে দাঁড়িয়ে আড় চোখে সবই দেখল জুলিয়া, কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট। সিদ্ধান্ত নিল, আজকে যেমন করে হোক মুখোমুখি হতেই হবে রানার।

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে মিচেলের চোখের দিকে চাইল হ্যামার।

'অথচ, জেম্‌স, আশ্চর্য ভদ্র ও বিনয়ী ছিল ছেলেটা।'

'নেশার ঘোরে উড়ে গেছে সব,' বলল মিচেল। 'গন্ধ পাওনি?'

'পেয়েছি। দশ হাত দূরে থেকেও যে কেউ টের পাবে। এবার বোধহয় আর মাঠে নামানো গেল না ছেলেটাকে। এইবার গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভারস্ অ্যাসোসিয়েশন…'

'চলো বারম্যানের কাছে খবর নেয়া যাক।'

বারম্যানের সাথে হ্যামার ও মিচেলকে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল জুলিয়া। বারম্যানের উত্তেজিত চোখমুখ আর হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল নিজের ঘরে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের গা ঘেঁষে চলে গেল রানা। কথা বলা তো দূরে থাকুক এমন ভাবে চলে গেল যেন দেখতেই পায়নি ওদের। নাক কুঁচকে শ্বাস টানল কাপলান, দু'জনেই চেয়ে রইল রানার দিকে। অতিরিক্ত খাড়া, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে রানা—নেশা করলে মানুষ যেমনভাবে হাঁটে, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিছুই খায়নি, সেই রকম। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সোজা পা ফেলতে গিয়ে সামান্য একটু হোঁচট খাওয়া দৃষ্টি এড়াল না ওদের। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা, সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল। কাপলান চলে গেল হোটেলের ভিতরে, হ্যানসিঙ্গার চলল রানার পিছন পিছন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস চোখেমুখে ঝাপটা মারতেই চট্ করে আকাশের দিকে চাইল হ্যানসিঙ্গার। দালানগুলোর ছাত পর্যন্ত নেমে এসেছে বৃষ্টি, তিন সেকেন্ডের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল। যদিও খুব হালকা, কিন্তু তাতেই ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা। সুবিধেই হলো হ্যানসিঙ্গারের—লোকের ভিড়ে রেনারকে হারিয়ে ফেলবার কোন ভয় থাকল না। বৃষ্টি আর একটু বাড়তেই প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল রাস্তাটা। এই অবস্থায় হঠাৎ পিছন ফিরে চাইলেই দেখে ফেলবে রেনার ওকে, সে ভয় রয়েছে—কিন্তু ওর মধ্যে পিছন ফিরে চাইবার কোন লক্ষণ না দেখে ক্রমে ক্রমে বিশ গজের মধ্যে চলে এল সে। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে, গন্তব্যস্থল স্থির করে সেইদিকেই একমনে এগোচ্ছে মাতাল ব্যাটা, পিছন ফিরে চাইবার চিন্তা নেই ওর মাথায়।

রানার চলনে মাতালের লক্ষণ ক্রমেই বাড়ছে। টলছে, সোজা চলতে পারছে না, এগোচ্ছে এঁকে বেঁকে। চলতে চলতে একটা দোকানের শোকেসের কাঁচ ধরে টাল সামনে নিল রানা। মুহূর্তের জন্যে রানার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল হ্যানসিঙ্গার। চোখ দুটো আধ-বোজা, মাথা নেড়ে দূর করবার চেষ্টা করছে মাতলামির ঘোরটা। এগিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো পা ফেলে। মুচকি হেসে আরও একটু কাছে সরে এল হ্যানসিঙ্গার। এমনি সময়ে মোড় ঘুরল রানা।

অনুসরণকারীর দৃষ্টির আড়াল হয়েই মাতলামির সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। তিন লাফে একটা বাড়ির অন্ধকার দরজার

আড়ালে চলে গেল সে। কোমর থেকে খসাল দেড়ফুট লম্বা বালি ঠাসা মোটা একখানা চামড়ার হান্টার। দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে।

দশ সেকেন্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। মোড় ঘুরেই তাজ্জব হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গার—সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। ব্যাপারটা কি ঘটছে চট্ করে বুঝে উঠতে না পেরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে। দড়াম করে গদাঘাত পড়ল ওর ঘাড়ের পিছনে। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে পড়ল হ্যানসিঙ্গার, ওর শরীরটা টপকে দ্রুত-পায়ে নিজের পথে হাঁটা ধরল রানা। বেশ কিছুদূর ফিরে চলল যে পথে এসেছিল সেইপথে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলল ট্র্যান্সপোর্টার পার্কের দিকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হ্যানসিঙ্গারের টের পাওয়ার উপায় নেই কোনদিকে গেছে রানা।

সোজা গিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের দরজায় চাবি লাগাল রানা। দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে, লাইট জ্বেলে চাবি মেরে দিল ভিতর থেকে, অর্ধেক ঘুরানো অবস্থায় রেখে দিল চাবিটা ফুটোয়। বাইরে থেকে দরজা খোলার উপায় রইল না। জানালাগুলো ঢেকে দিল সে প্লাই উডের তক্তা দিয়ে। বাইরে থেকে ওর কার্যকলাপ দেখবারও উপায় রইল না।

নিশ্চিন্ত মনে কাজ শুরু করল এবার।

ছয়

'তুমি শিওর, ওই হারামজাদারই কাজ এটা?' জিজ্ঞেস করল কাপলান। তার চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি এবং রাগের সংমিশ্রণ।

ঘাড়টা ডলতে ডলতে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকাল হ্যানসিঙ্গার।

'হানড্রেড পার্সেন্ট। মানিব্যাগ খোয়া যায়নি।'

'তার মানে মাতলামির অভিনয় করছিল ব্যাটা। কিন্তু কেন?' হ্যানসিঙ্গারের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইল কাপলান, তারপর বলল, 'গেল কোথায়? এই রকম রহস্যময় ব্যবহারের কারণ কি? বসের অনুমানই সত্য হতে যাচ্ছে নাকি? স্পাই?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল হ্যানসিঙ্গার। 'লোকটা জাত ড্রাইভার। তবু সাবধানের মার নেই। বসকে জানানো দরকার ব্যাপারটা।'

'তার আগে ওর ঘরটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না?'

ঘাড় ডলা বন্ধ করল হ্যানসিঙ্গার। 'কি করে? চাবি পাবে কোথায়?'

'আমার চাবিটা হারিয়ে ফেলে মাস্টার কী ধার নিতে পারি কয়েক মিনিটের জন্যে।'

'গুড!' বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে হ্যানসিঙ্গারের। 'এই সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। রাস্তায় রাস্তায় ভিজে মরুক শালা, আমরা বের করে ফেলব ওর আসল পরিচয়।'

'ঠিক আছে, তুমি থাকো এখানেই, আমি আসছি এক্ষুণি।'

কাপলানের ঘরে বসে ঘাড় ডলল হ্যানসিঙ্গার মিনিট তিনেক। তর্জনীতে একটা চাবির রিঙ ঘুরাতে ঘুরাতে হাসিমুখে ফিরে এল কাপলান।

'এক হাসিতেই কাজ হয়ে গেল। আরেকটা হাসি দিলেই সুড় সুড় করে আমার ঘরে এসে ঢুকত ছুঁড়ি। চলো, দেখা যাক কি পাওয়া যায়।'

আধ মিনিটের মধ্যেই রানার কামরায় ঢুকে ভিতর থেকে চাবি মেরে দিল ওরা।

'চাবিটা গর্তেই রেখে দাও আধ-প্যাঁচ মেরে।'

'না' বলল কাপলান।

'যদি ফিরে আসে রেনার?'

'এলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবে এবং তোমার মতই জ্ঞান হারাবে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে গর্দান ডলবে।'

দুই মিনিটের মধ্যেই বোতল পেল হ্যানসিঙ্গার। দুই আঙুলে উঁচু করে ধরে বলল, 'এই দেখো!'

'ও দেখে আর কোন লাভ নেই আমাদের। জি. পি. ডি. এ-র মীটিঙে রেনারের ব্লাড টেস্টের ব্যাপারে বিরোধিতা করবার আদেশ হয়েছে আমাদের ওপর। বসের হুকুম। যত বোতলই পাওয়া যাক না কেন, আমরা এক বাক্যে বলব এত বড় একজন ড্রাইভারকে অপমান করা যায় না, হলফ করে বলব—জীবনে ওকে মদ স্পর্শ করতে দেখিনি, ওর মুখ থেকে কখনও কোন গন্ধ পাইনি। ওকে অপমান করা আর আমাদের সমস্ত প্রাইজ-উইনার ড্রাইভারকে অপমান করা এক কথা।'

'কিন্তু তাতে কি মানবে ওরা? ভুলে যাচ্ছ কেন, প্রস্তাবটা প্রথম তুলেছিলাম তুমি আর আমি।'

'হুকুম পেয়ে প্রস্তাব তুলেছিলাম, হুকুম পেয়ে সে প্রস্তাব উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব—এর বেশি আমাদের আর কিছু চিন্তা করবার দরকার নেই। ভাবনা-চিন্তা করুক যার যোগ্যতা আছে সে।'

চুপচাপ সার্চ করল ওরা পাঁচ মিনিট। তারপর মুভি ক্যামেরা হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল কাপলান। পিছনটা দেখেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি।

'স্ক্র্যাচ কেন?' বলল সে চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'ভেতরে আছে কিছু?'

একটা পকেট নাইফ এগিয়ে দিল হ্যানসিঙ্গার। 'খুলেই দেখো না?'

মিনিয়েচার ক্যামেরাটা বের করে চোখ বড় বড় করে তাকাল কাপলান ওটার দিকে। ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল হ্যানসিঙ্গার। বের করে আনল ফিল্ম কার্ট্রিজটা।

'এটা কি নিয়ে যাচ্ছি আমরা?'

'উহুঁ,' বলল কাপলান। 'তাহলে টের পেয়ে যাবে। এদিকে দাও ওটা।'

ডেস্ক ল্যাম্প জেলে ফিল্মটা খুলে আলোর নিচে ধরল কাপলান। তারপর আবার জড়াল ওটা রীলে, দু'পাশের মুখ বন্ধ করে ভরে দিল ক্যামেরার মধ্যে।

মুভি ক্যামেরার পিছন দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল প্লেটে। সুটকেসে রেখে দিল মুভিটা।

'এইবার?' জিজ্ঞেস করল হ্যানসিঙ্গার।

'যা বোঝার বোঝা গেছে। এইবার খবর দিতে হবে বসকে।'

'আর মার্সেইতে?'

'হ্যাঁ। সেখানেও খবর দিতে হবে। চলো।'

করিডরে বেরিয়ে তালা মেরে দিল ওরা দরজায়।

একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল ঠেলে দুই ফুট আন্দাজ পিছনে সরাল রানা। নিচু হয়ে ঝুঁকে ফ্লোর বোর্ডটা পরীক্ষা করে উঠে গিয়ে জোরাল টর্চ নিয়ে এল। ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ট্র্যান্সপোর্টারের ছাতে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল সে ফ্লোর বোর্ডটা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

লম্বা তক্তার এক জায়গায় আড়াআড়ি ভাবে দুটো দাগ দেখা যাচ্ছে—একটার থেকে অপরটার দূরত্ব আঠারো ইঞ্চি। একটা তৈলাক্ত ন্যাকড়া দিয়ে প্রথম দাগের উপর ঘষা দিল রানা। বোঝা গেল ওটা দাগ নয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে চেরার চিহ্ন। দু'পাশে দুটো চকচকে পেরেকের মাথা দেখা যাচ্ছে। খুব সাবধানে একটা স্ক্রু ড্রাইভারের মাথা দিয়ে আলগোছে চাঁড় দিল রানা। খুব সহজেই উঠে এল তক্তার একটা দিক। ছয় ইঞ্চি ফাঁক করে হাত ঢুকিয়ে ভিতরটা পরীক্ষা করল সে। ভুরু দুটো উপরে উঠল একবার আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে।

হাতটা বের করে এনে একটা আঙুল জিভে ঠেকাল রানা, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল, কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। তক্তাটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল সে স্ক্রু ড্রাইভারের পিছনটা দিয়ে ঠুকে। ন্যাকড়াটা তেলে চুবিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা ধুলো মিশিয়ে লেপে দিল জায়গাটা। যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল ফ্লোর বোর্ড, হালকা দুটো দাগ ছাড়া দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রানা। লবিতে এখন যথেষ্ট লোক। একটা টেবিলে হ্যামার, মিচেল ও জুলিয়াকে বসা দেখে সেদিকেই এগোল সে।

তিনজনই প্রায় একইসাথে দেখতে পেল রানাকে। বিস্ফারিত হয়ে গেল হ্যামারের চোখ। একলাফে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

'জেমস, মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। দুঃখিত। আমার এখানে না থাকাই বোধহয় ভাল।' আরেকবার রানাকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দগ্ধ করে বলল, 'চললাম। ডিনারের সময় হলে ডাক দিয়ো।'

প্রায় দৌড়ে চলে গেল হ্যামার। রাগে পানি এসে গেছে তার চোখে।

টেবিলের কাছে এসেই জুলিয়ার ধমক খেল রানা। চাপা ক্রুদ্ধ গলা।

'লজ্জা করে না তোমার? এইভাবে সবার সামনে অপমান করলে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলকে!'

'কি করলাম!' অবাক হয়ে এদিক ওদিক চাইল রানা।
'মদ খেয়েছ তুমি!'
'কে বলেছে? মিথ্যে কথা।'
নিজের কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখল একবার। মাতাল না হলে কোন ভদ্রলোক কাদায় গড়াগড়ি খায় না। মিথ্যে কথা? আমি জানতাম না যে তুমি মিথ্যে কথা বলো।'
'আপন গড! খাইনি, জুলিয়া। বিশ্বাস করো।'
'বারম্যান মিথ্যে বলেছে?'
'ভুল বলেছে।'
'তোমার জামায় হাতে কাদা কেন?'
'সত্যিই তো!' নিজের দিকে এক নজর চেয়ে অবাক হলো রানা। লজ্জিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল এক পা। 'খুবই দুঃখিত।'
'তোমার সাথে কথা আছে আমার,' বলল জুলিয়া, 'প্রশ্ন আছে।'
ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও চট্ করে চাইল রানা জুলিয়ার চোখে। হাসল।
'আজ না, জুলি। কাল। খুব ক্লান্ত আছি।' চাইল মিচেলের দিকে। 'আপনারও কিছু প্রশ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে? সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব আমি কাল। চলি। গুড বাই।'
দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল রানা।

টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলে নিল রুডলফ গুন্থার।
'ইয়েস?'
আর একটি কথা না বলে এক নাগাড়ে তিন মিনিট শুনল, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার। চুরুটটা হাতে নিয়ে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর টিপ দিল একটা বোতামে। একজন বেয়ারা মাথা বাড়াল পর্দার ফাঁক দিয়ে।
'টমাসকে পাঠিয়ে দাও।'
দু'মিনিট পর সসম্ভ্রমে ঘরে ঢুকল টমাস মুলার।
'তুমি, বর্গ আর গুস্তাভ এখন থেকে পালা করে নজর রাখবে রেনারের ওপর আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা। লোকটার গতিবিধি সন্দেহজনক। ওর প্রতিটা কার্যকলাপের রিপোর্ট চাই আমি।'
'ইয়েস, স্যার।'
'সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ফোন করে জানাবে আমাকে।'
'ইয়েস, স্যার।'
বেরিয়ে গেল টমাস।

পরদিন দুপুর। মন্যা রেসট্র্যাকের পাশে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের সামনে দুটো চেয়ারে বসে আছে মিচেল ও হ্যামার।
'এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড!' খুশি হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না মাইকেল হ্যামার। 'এ কি করে হয়? বোতল খালি, অথচ এদিকে ল্যাপ রেকর্ড

ভাঙছে! লোকটা মানুষ, না পিশাচ?'

'একবার নয়,' বলল মিচেল। 'তিন তিনবার ব্রেক করেছে রেকর্ড। এতে একটা ব্যাপারই প্রমাণ হয়, মাইক। এক ল্যাপ, দুই ল্যাপে ঠিকই আছে—কিন্তু পরে আর নার্ভ বা স্টামিনা কোনটাই ঠিক রাখতে পারে না রেনার। অ্যালকোহলিকদের যা হয়।'

'ছোঁড়া গেছে কোথায়?'

'চলে গেছে। ব্রনসনকে বলে গেছে, যদি ওর নতুন রেকর্ড আর কেউ ব্রেক করে তাহলে যেন ওকে খবর দেয়া হয়—আবার এসে সেটা ব্রেক করে রেখে যাবে।'

'এত বাহাদুরির কথা তো আগে বলত না? হঠাৎ কি হয়ে গেল ওর মধ্যে, জেমস্? এই রকম বদলে গেল কেন ছেলেটা? গার্বারের মৃত্যুর জন্য দায়ী করছে ও নিজেকে, নাকি আর কিছু…' স্বগতোক্তির মত কথাগুলো বলতে বলতে থেমে গেল মাইকেল হ্যামার। হঠাৎ বলল, 'ওকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে না তো?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' ভুরু জোড়া কপালে তুলল জেমস মিচেল।

'আজ সকাল থেকে রুডলফ গুস্তারের লোক দেখতে পাচ্ছি করোন্যাডো হোটেলে। মনে হলো আমাদের মরিসের ওপর চোখ রাখছে!' চাপা গলায় বলল হ্যামার, 'বিপদে নেই তো ছেলেটা?'

ভিতর ভিতর বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠল মিচেল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। একটা ডেসপ্যাচ লিখতে হবে বলে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। বিকেলে দেখা হবে বলে হ্যামার এগোল ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে। চিন্তা ভারাক্রান্ত মুখ। আগামী কালকের রেসের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে হবে আজ থেকেই।

সরু একটা রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি দুটো কাফেতে বসে আছে রানা এবং ক্লিকি বর্গ। একগ্লাস লেমনেড সামনে নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। ওপাশের কাফে থেকে রানার ওপর নজর রাখছে বর্গ—সামনের টেবিলে এক মগ বিয়ার।

সন্ধ্যা।

জেমস মিচেল এসে ঢুকল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিয়ে এগিয়ে এসে বসল রানার সামনের চেয়ারে। জিন ও টনিকের অর্ডার দিয়ে হাসল রানার দিকে চেয়ে।

'তারপর, রানা? কতদূর কি বুঝলে?'

'তেমন কিছুই না,' বলল রানা। 'তবে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি। এগুলোকে ভাল মত বুঝতে হলে কিছু খবর আমার জানা দরকার। প্রথম প্রশ্ন, রুডলফ গুস্তার কে?'

ভিতর ভিতর হোঁচট খেল মিচেল, ওরফে ফিলিপ কার্টারেট। আজই দুপুর

বেলা হ্যামারের মুখে নামটা শুনে থমকে গিয়েছিল সে। রানার চোখের দিকে চাইল।

'তোমার জানা নেই? চেনো না ওকে? নামও শোনোনি?' তিনটে প্রশ্নের উত্তরেই রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'আমরা এত ভাল করে চিনি যে ধরে নিয়েছিলাম পৃথিবীর সবাই চেনে লোকটাকে। যাই হোক, ধরো, ইন্দোনেশিয়ায় বিরাট একটা ড্যাম তৈরি করতে চাও তুমি, কিংবা বোম্বাইয়ে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাতে চাও, কিংবা ধরো, লন্ডন থেকে ডেনমার্ক পর্যন্ত গাড়ির জন্যে একটা ফেরি সার্ভিস চালু করতে চাও—অনেক টাকার ব্যাপার। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে, অর্থাৎ ভালমত ব্যাপারটা ভেবে দেখবার আগেই পরামর্শ নিতে হবে তোমার রুডলফ গুন্থারের কাছে, টাকা-পয়সার ব্যাপারটা সেই দেখবে। যেকোন কাজে যদি বিরাট ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন থাকে, লোকে যায় গুন্থারের কাছে। কোনদিকে বাদ নেই, সব দিকে আছে ওর ইনভেস্টমেন্ট—জাহাজ, তেল, বিল্ডিং, কনস্ট্রাকশন, এয়ারক্রাফট—এক কথায় যদি উত্তর চাও, লোকটার নাম 'বিগ বিজনেস' ইউরোপের সবচেয়ে বড়লোক তিনজনের একজন।'

'ভাবছি,' বলল রানা, 'এতই বিখ্যাত লোক যদি হবে, আমি কোনদিন নাম শুনলাম না কেন।'

'তোমার কোম্পানী যদি সৎ পথে টাকা রোজগারে উৎসাহী হয়ে থাকে, নামটা না শোনাই স্বাভাবিক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গাড়িব ব্যাপারেও লোকটা আগ্রহী?'

'সেটা আমার জানা নেই। পরোক্ষভাবে হয়তো থাকতেও পারে জড়িত। তবে ওর নাম শুনতে না পাওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে, লোকটা পাবলিসিটি পছন্দ করে না। সমস্ত কাগজের মালিকদের সাথে দুস্তি আছে, সব রকমে সাহায্য করে সে ওদের, ফলে ওরা ঘাঁটায় না ওকে। ওকে ইউরোপ-অর্থনীতির রাসপুটিন বলা যায়। যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনি ক্ষমতা, তেমনি দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ ওর কথা কেন?'

'বলছি। লোকটা কত টাকার মালিক বলতে পারেন?'

'তা কেউ বলতে পারবে না। তবে যে কোন মুহূর্তে পাঁচ কোটি পাউন্ড বের করে দিতে পারবে লোকটা, আর্থিক অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না তার ফলে। আরও একটু সহজ করে বলি—মাইকেল হ্যামার বিরাট বড়লোক, কোটিপতি; কিন্তু ওরমত একশোটা কোটিপতি কিনতে পারে রুডলফ গুন্থার।'

'কোথাকার লোক?'

'জার্মান। ছিল। এখন সে সারা পৃথিবীর বাসিন্দা। লয়ের ডিস্ট্রিক্টে বিশাল এস্টেট আছে, প্যারিসে নিজস্ব বাড়ি আছে, সারা পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় শহরে বাড়ি রয়েছে ওর—কিন্তু কোথাও বাস করে না সে। হোটেলে হোটেলেই কাটে ওর বেশিরভাগ সময়। সব সময় চলার ওপরেই আছে। ফ্রী ওয়ারল্ডে তো আছেই, মস্কো-পিকিঙেও ওর অবাধ গতি। লোকটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য,

কিন্তু ওকে ছাড়া চলেও না আবার—বড় কিছু শুরু করতে হলেই ডাক পড়বে গুন্থারের, মোটা একটা অংশ বের করে নেবে সে ওর থেকে নিজের জন্যে—তবু দরকার ওকে।'

'বে-আইনী কিছু করার দায়ে ধরা পড়েনি কোনদিন?'

'ধরা?' হাসল ফিলিপ কার্টারেট। 'আমি যখন ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ ছিলাম, চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু কিছুতেই আটকাতে পারিনি ওকে। তবে খোঁজ খবরে কিছু ফল যে হয়নি তা নয়। যদিও কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, আমরা ওর আসল পরিচয় জেনে গিয়েছি। ওর নাম আসলে হেনরিখ শোয়ার্য। গত মহাযুদ্ধে নাজি ও জাপানিয সরকারের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ক্যাপসুলের খোল, সাবান, ফার্টিলাইযার এবং গানপাউডার সাপ্লাইয়ের। শুনতে মনে হচ্ছে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী বুঝি। কিন্তু চুক্তিতে কাঁচামাল সাপ্লাই দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল পরিষ্কার ভাবে। নাৎসী সরকার সাপ্লাই দিয়েছে মেটেরিয়াল। সেগুলো কি ছিল জানো? কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিহত লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারীর হাড়, চুল, দাঁত আর চর্বি। প্রথম জীবনে এইভাবে টাকা করেছে লোকটা। রাশিয়ানদের কাছে রয়েছে যেসব দলিল। হেনরিখ শোয়ার্যের পরিচয়-পত্রও রয়েছে ওদের কাছে। হাতে রেখে দিয়েছে, যেদিন খুশি, যেমন খুশি ব্যবহার করবে ওগুলো।'

'যদি ততদিন পর্যন্ত ওগুলো ওদের হাতে থাকে, তাহলে,' বলল রানা। 'যাই হোক, লোকটা জানে যে অস্ট্রিয়ার গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমি ইচ্ছে করেই ভেঙেছিলাম ফোর্থ গিয়ার। ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটা বাসায়। ওর বক্তব্য: ইটালীর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমার গাড়িতে কোন গোলমাল থাকবে না। আদেশ: বিজয়ী হতে হবে। নইলে সাফ করে দেয়া হবে আমাকে।'

'এতদিন বলোনি কেন?' বিস্ফারিত হয়ে গেল বৃদ্ধের চোখ। 'আরও আগে জানানো উচিত ছিল আমাকে।'

রানা লক্ষ করল ওপাশের রেস্তোরাঁয় বসা ক্লিকি বর্গের সাথে ইঙ্গিত বিনিময় হলো একজন লোকের। লোকটাকে আগে দেখেনি। সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এই কাফেতে এসে ঢুকল সে, পাশের কেবিনে প্রবেশ করল। মনে মনে হাসল রানা।

'জানাইনি, তার কিছু কারণ আছে। সেসব কথায় পরে আসা যাবে। সেদিন আমাকে বলে দেয়া হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু গত তেরোটা দিন নতুন কোন মুখ দেখিনি আমি আমার আশেপাশে। আজ সকাল থেকে লক্ষ করছি, যে তিনজন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই বাসায়, তারা পালা করে নজর রাখতে শুরু করেছে আমার ওপর।'

'অর্থাৎ? কি বোঝাতে চাইছ?'

'বোঝাতে চাইছি, আমাদের মধ্যেই এমন এক বা একাধিক লোক রয়েছে যে বা যারা এই ক'দিন আমার ওপর নজর রেখেছে, কিন্তু এখন আর তাদের

ওপর তেমন ভরসা করতে পারছে না গুস্থার, অন্য লোক নিয়োগ করেছে। আরও একটা কথা। কাল রাতে যে আপনাদের অনুপস্থিতির সুযোগে আমি চারটে ঘর সার্চ করেছি, সে ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই ওদের। এবং তার ফলে বেশ খানিকটা বিচলিতও হয়ে পড়ছে ওরা।'

চুপচাপ দু'মিনিট চিন্তা করল ফিলিপ কার্টারেট। ছোট ছোট চুমুক দিল গ্লাসে। তারপর বলল, 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক রানা। এর মধ্যে আরও কোন ব্যাপার রয়েছে।'

'সে প্রমাণও সংগ্রহ করেছি। ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের মধ্যে পেয়েছি একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট। মিসেস এলিনা হ্যামারের নিখোঁজের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে আমার ধারণা।'

'হুম!' গম্ভীর হয়ে গেল কার্টারেট। 'তার মানে মাইককে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' বলল রানা। 'মাইকেল হ্যামারের খরচের হিসেবের যে ছবি তুলেছি ওটার উপর একবার নজর বুলালেই টের পাবেন।'

'তুমি ব্যবসায়ী না হয়ে এসপিওনাজ লাইনে গেলে দারুণ ভাল করতে পারতে, রানা!'

'কিন্তু রেস ড্রাইভার হলেও।' হাসল রানা।

'হয়ে তো গিয়েছই। থাকছ না তুমি এই লাইনে?'

'যতদিন পর্যন্ত আপনার সমস্যার সমাধান না হয়, থাকছি। আমার ধারণা, আগামী কালকের গ্র্যান্ডপ্রিক্সই আমার জীবনের শেষ প্রতিযোগিতা। দুঃখের বিষয়, পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে এই লাইন থেকে।' পকেট থেকে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ বের করল রানা। 'আমার ঘর সার্চ হয়েছে কাল। মিনি ক্যামেরায় যে ফিল্মটা ভরা ছিল সেটা আলোর নিচে ধরে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ভয় নেই, বাজে ফিল্ম ছিল সেটা। এইটা ধরুন। কিছু ঠিকানা পাওয়া গেছে, কোডে লেখা। সময়ও ছিল না তাছাড়া আমি এসব কোডের কিছু বুঝিও না, অর্থ উদ্ধার করতে হবে আপনাকেই।'

'সেজন্যে চিন্তা নেই। আমার এক্সপার্ট রয়েছে।' গ্লাসটা শেষ করে রানার চোখের দিকে চাইল ফিলিপ কার্টারেট। 'বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাপারটা একটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। এবার তোমার ব্যবসার ব্যাপারে কিছু বলবে?'

'শেষ হয়ে নিক। এখনও শেষ হয়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা গেছে কেবল, এবার আসল কাজটা বাকি। সেটুকু হয়ে যাক।'

'ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পুরো ব্যাপারটা, রানা। তোমার নিরাপত্তার জন্যে ভাবছি, এখুনি তোমাকে ছুটি দিয়ে দেব কিনা। রুডলফ গুস্থারের আদেশ লঙ্ঘন করতে যাচ্ছ তুমি, সেটা কতটা বিপজ্জনক তুমি না জানতে পারো, কিন্তু আমার জানা আছে। তারচেয়ে…'

'বিপদ জিনিসটা আমি পছন্দ করি মিস্টার কার্টারেট। এর যথেষ্ট প্রমাণ আপনার হাতে রয়েছে। আমি দেখতে চাই গুস্থার ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর।

তাছাড়া আমি যদি এখুনি সরে দাঁড়াই তাহলে দোষীকে শায়েস্তা করবার কোন উপায় থাকবে না আপনার হাতে। আইনের মাধ্যমে আপনি সুবিচার পাবেন না। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে হলে আইনের বেড়াটা একটু ডিঙিয়ে যেতে হবে আপনাকে। কারণ কোর্টে আপনার তথ্য প্রমাণ সবগুলো টিকবে না। এগুলো কার সংগ্রহ করা তথ্য? আমার। আমি কে? জাল পাসপোর্টধারী এক লোক, মরিস রেনার। আমার সাক্ষ্য বা আমার সংগ্রহ করা প্রমাণ খুব একটা মূল্য পাবে না কোর্টের কাছে, যদি না হাতে নাতে পুলিসের কাছে ওদের সোপর্দ করা যায়। কাজেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি আপনার।'

'তা তো বুঝলাম, বাবা, কিন্তু তোমার বিপদের কথা ভেবে আর এগোতে ভরসা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা এতটা জটিল আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে জানলে...'

'আমাকে আর এর মধ্যে টানতেন না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তিন-তিনটে মাস যখন খরচ করেই ফেলেছি, তখন কাজটা শেষ করতে দিন। সমস্ত ঝুঁকি আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি। এবার আপনার কাজটা বুঝে নিন। প্রথম কাজ, এই ফিল্ম কার্ট্রিজটার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় কাজ, আমাকে ট্র্যান্সপোর্টারের চাকরিটা জোগাড় করে দেয়া। কালই আমি গ্র্যান্ডপ্রিক্স থেকে ইস্তফা দেব। সাথে সাথেই যাতে আমাকে ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভারিটা দেয়া হয় সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার হবে খুব সম্ভব। মাইকেল হ্যামার তার সেরা ড্রাইভারকে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি দিতে চাইবেন না কিছুতেই।'

'যে ড্রাইভার আছে তার কি হবে?'

'তাকে গায়েব করে ফেলুন, বা অসুস্থ করে ফেলুন, যা খুশি যা ভাল বোঝেন করুন। চাকরিটা আমার চাই। মাইকেল হ্যামার রাজি না হলে তাকে রাজি করাবার ভারও আপনার।'

'ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর কিছু বলবে?'

'আপাতত আর কিছুই না। বাকিটা পরে বলা যাবে।'

উঠে দাঁড়াল দু'জন। বেরিয়ে গেল কাফে থেকে।

সমস্যায় পড়ল ক্রিকি বর্গ। কাকে অনুসরণ করবে এবার? মিচেল বুড়োর হাতে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিতে দেখেছে সে রেনারকে। নিশ্চয়ই সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ভালডেজ কিরে কেটে বলছে, বুড়োটা ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ ছিল। সেই অবস্থায় এখন রেনারকে অনুসরণ করবে, না মিচেলকে, বুঝতে না পেরে মিলানের হোটেল সেসনিতে ফোন করল সে। চাইল রুডলফ গুন্থারকে। কানেকশন পাওয়ার আগেই দৌড়ে এসে হাজির হলো ভালডেজ।

'ইয়েস?' গুন্থারের ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বর্গ বলছি, স্যার। এইমাত্র একটা কাফেতে বসে মিচেলকে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিল মরিস রেনার। কথাবার্তা কি হয়েছে তার কিছুটা শুনেছে

ভালডেজ। ও বলছে জেমস মিচেল আসলে ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ ফিলিপ কার্টারেট। দু'জনই বেরিয়ে পড়েছে কাফে থেকে। কাকে ফলো করব?'

'ভালডেজকে দাও রিসিভারটা।'

'ইয়েস, সেনর?'

'তুমি শিওর যে মিচেলই ফিলিপ কার্টারেট?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট, সেনর।'

'কথাবার্তা কি শুনলে?'

'পরিষ্কার সবকিছু শোনা যায়নি সেনর। নিচু গলায় কথা বলছিল ওরা। ফিল্মের মধ্যে কোডেড ঠিকানা আছে বলে মনে হলো, হ্যামারকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে তার প্রমাণ রয়েছে। রেনার বলল, আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সই ওর জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স, এবং পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে। ও নাকি দেখতে চায় রুডলফ গুন্থার কতটা ভয়ঙ্কর। রেস ছেড়ে ও ব্লু অ্যাঞ্জেলের ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভার হতে যাচ্ছে কাল থেকে। কার্টারেট সাহায্য করবে ওকে সে ব্যাপারে।'

'ঠিক আছে। দেখতে যখন চেয়েছে, আমি দেখাব ওকে সময় বিশেষে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে গুন্থার। ওরা দু'জন কি একসাথে একই দিকে যাচ্ছে?'

'না, সেনর। দু'জন দু'দিকে। কার্টারেট খুব সম্ভব চলেছে পোস্ট অফিসের দিকে। রেনার ফিরে যাচ্ছে হোটেলে।'

'অলরাইট। তুমি রেনারের পিছু নাও। হোটেলে পৌঁছবার আগেই কিডন্যাপ করতে হবে ওকে। বর্গ তোমাকে সাহায্য করবে, গাড়ি নিয়ে থাকবে ও কাছাকাছিই, কিন্তু রেনারের সামনে যাবে না। ওকে চেনে রেনার। যেমন ভাবে পারো তুলে নিয়ে এসো ওকে। যদি বাধা দেয় একেবারে শেষ করে দিতে দ্বিধা করো না।'

'আর কার্টারেট?'

'ওর ব্যবস্থা আমি করছি।'

ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন।

সন্ধ্যা বেশ একটু ঘন হয়ে এসেছে। দশ মিনিট হাঁটার পর দেখতে পেল ও ভালডেজকে। সামনে থেকে হেঁটে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। অর্থাৎ, গাড়ি করে ওকে সামনে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ওর সঙ্গী। চারপাশে চাইল রানা। ফিয়াট সিক্স হানড্রেডটা গেল কোথায়? পিছনে চেয়েই চোখজোড়া ঈষৎ ছোট হয়ে গেল ওর। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওটা। মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, ওটা এমন গতিতে এগোচ্ছে যাতে ভালডেজ যখন হাঁটতে হাঁটতে ওর পাশে এসে পৌঁছবে, ঠিক তখন গাড়িটাও ওর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। চট করে চারিটা পাশ দেখে নিল সে আর একবার। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি সে, সরু রাস্তাটা প্রায় নির্জন। দশ হাত সামনে একই দিকে হাঁটছে এক বুড়ি, ওপাশের

ফুটপাথ ধরে তিনটে বাচ্চা ছেলে হেঁটে আসছে এইদিকে। একমাত্র পুরুষ মানুষ যার কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারত সে ওকে ছাড়িয়ে চলে গেছে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ পিছনে।

মনে মনে ওদের টাইমিং-এর প্রশংসা না করে পারল না রানা। হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার গলি ধরে কয়েক গজ যেতেই আবছা আলোকিত একটা প্রাঙ্গণ। সিঁড়িঘর দেখা যাচ্ছে অন্ধকার মত। আঁধারে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে। কান দুটো সজাগ। এক মিনিট দুই মিনিট করে চার মিনিট পেরিয়ে গেল। কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। গাড়িটা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায়, হেঁটে চলে যাচ্ছে মানুষ। কয়েকটা গাড়িও চলে গেল মৃদু আওয়াজ তুলে। দাঁড়িয়ে আছে রানা, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি বক সন্ন্যাসী যেন।

অতি সাবধানে এগিয়ে আসছে ভালডেজ। আবছা ভাবে দেখতে পেল রানা। গলির মাথায় পৌঁছে থামল। কচ্ছপের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পরীক্ষা করল প্রাঙ্গণটা। দ্বিধান্বিত। আর এগোনো ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে কোটের ভিতরের পকেট থেকে কিছু বের করল। মুহূর্তের জন্যে আবছা আলোয় জিনিসটা ঝিক করে উঠতেই মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে—পিস্তল নয়, ছোরার ওস্তাদ। গোলাগুলির ব্যাপার হলে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যেত।

অতি সাবধানে সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। তিন গজের মধ্যে পৌঁছে দেখতে পেল রানাকে। সামান্য একটু চমকে উঠেই প্রস্তুত হয়ে গেল লোকটার যোগ্যতার অভাব ছিল না, দ্রুততারও অভাব ছিল না কার্যকলাপে, কিন্তু রানার মোকাবিলা করবার মত বিদ্যুৎগতি সে কোথায় পাবে? ছুরি চালাল সে ঠিক সময়মতই, কিন্তু তার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে রানা। খটাশ করে হাঁটুর উপর লাথি পড়ল শক্ত জুতোর। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন শান বাঁধানো প্রাঙ্গণে।

মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ল লোকটার। সাঁই করে রানার পাঁজরার ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল ছুরিটা, ধরে ফেলল রানা ওর কব্জি। প্রাণপণ শক্তিতে যুঝছে দু'জন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছুরি রানার বুকের কাছে। বিঁধছে অল্প অল্প। হঠাৎ কব্জিটা ছেড়ে দিয়ে ঝট করে সরে গেল রানা কয়েক ইঞ্চি। ছুরিটা ঢুকল বগলের নিচ দিয়ে। ধাঁই করে কারাতে চপ লাগাল রানা লোকটার কণ্ঠ নালীর উপর। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরিটা। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে লোকটার, হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল শরীরটা। জ্ঞান হারাল।

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়ল রানা, মাটি থেকে হ্যাটটা তুলে মাথায় পরল, তারপর বুক পর্যন্ত বের করে চাইল গলি পথের দিকে। সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে

বর্গ। হাতছানিতে ডাকল রানা ওকে, তাড়াতাড়ি আসবার ইঙ্গিত করল। ভালডেজ বলে ভুল করল বর্গ রানাকে, দ্রুতপায়ে এগোল। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে আছে সামনে।

কাছে এসেই দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি খেল সে ভুঁড়ির উপর। পরমুহূর্তে ডান বাহুর নার্ভ সেন্টারে পড়ল ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল কোন উপকারেই লাগল না ওর, খশে গেল অবশ হাত থেকে। কোটের কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল রানা ওকে, তারপর দমাদম তিনটে ঘুসি লাগিয়ে দিল নাকে-মুখে। ছিটকে গিয়ে ভালডেজের পায়ে হোঁচট খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বর্গ, পড়েই স্থির হয়ে গেল।

কান পাতল রানা। স্টার্ট দিয়ে রাখা ফিয়াটের ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল সে রাস্তায়। উঠে বসল সিক্স হানড্রেড ফিয়াটের ড্রাইভিং সীটে। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, একশো গজ গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়।

মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে ফিলিপ কার্টারেট পোস্ট অফিসের দিকে।

চিন্তাটা মাসুদ রানাকে নিয়ে। অদ্ভুত ছেলেটা। আশ্চর্য দক্ষতার সাথে কাজ করেছে গত তিনটে মাস। জুলির মত সেও ভাবতে শুরু করেছিল, রেসের মোহে পড়ে গেছে বুঝি ছেলেটা, বিশ্ব-বিখ্যাত হওয়ার নেশা চেপে গিয়েছে ওর মাথায়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি ওকে এত খ্যাতি, মান, সম্মান, প্রশংসা, টাকা—কোনকিছুই। যে কাজের জন্যে নেমেছিল প্রতিযোগিতায় সেটা শেষ হয়ে আসতেই বিনা দ্বিধায় ফিরে যাবে ছেলেটা নিজের কাজে। রেসের মোহ কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ওর উপর। কি করে এটা সম্ভব? নিশ্চয়ই যে কাজে সে আছে তাতে এর চেয়ে অনেক বেশি মজা পায় সে। কি সেই কাজ? এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি মাসুদ রানা, কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করেনি ওর। কেন? গ্র্যান্ডপ্রিক্স চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মোহ ত্যাগ করা চাট্টিখানি কথা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছে সে ছেলেটাকে হাসিমুখে এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নিতে দেখে। যে কোন লোকের পক্ষে যেখানে এসে আঁৎকে উঠে দশ পা পিছিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে পৌঁছে সদর্পে বলছে ছেলেটা—আমি দেখতে চাই গুন্ডার ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর। মূর্খের দর্প নয়, কথাটা না বুঝে বলেনি রানা। ওর প্রতিটা কথা যুক্তিপূর্ণ। এখন যদি ও সরে দাঁড়ায় তাহলে পলের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ঠিকই, কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হবে না। কথাটা ঠিকই বলেছে রানা।

রানার কথা যত ভাবছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে ফিলিপ কার্টারেট। প্রথম দিকে ভেবেছিল সম্পূর্ণ আনাড়ী একটা ছেলের উপর এত বড় একটা

গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা ঠিক হচ্ছে না, ভেবেছিল একটু বাধার সম্মুখীন হলেই ভেগে যাবে রানা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কিছুই শিখিয়ে দিতে হলো না, পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সেই বরং কিভাবে কি করলে ভাল হয় বুঝিয়ে দিল তাকে। বিপদ এল, আক্রমণ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু পিছিয়ে আসা তো দূরের কথা, সিংহের মত ঝাঁপ দিল ছেলেটা সামনের দিকে। কিন্তু রুডলফ গুন্থারের নাম শুনে মনটা দমে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের। আগামীকাল গুন্থারের আদেশ লংঘন করে ভয়ানক এক অবস্থার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে মাসুদ রানা। গুন্থারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে নামাটা কি ঠিক হচ্ছে? বিদেশী এক যুবককে বেঘোরে প্রাণ দেয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে সে? চেষ্টার ত্রুটি করবে না, কিন্তু সত্যিই কি পারবে সে ছেলেটাকে বাঁচাতে? এত বড় ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হচ্ছে? কি ভাবে ঠেকানো যায় ওকে? জুলিকে দিয়ে বলালে কোন লাভ হবে? ওর জন্যে বিদেশী এক যুবক দুর্ধর্ষ এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে খুন হয়ে যাবে সেটা কি করে সহ্য করবে সে?

ডানদিকে মোড় নিল ফিলিপ কার্টারেট। আর দেড়শো গজ গেলেই পোস্ট অফিস। শনিবারের সন্ধে বলে রাস্তা প্রায় জনশূন্য। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি। এলাকাটা আবাসিক। এদিকটায় সম্পদশালী লোকের বাস। দোকানপাট যাও আছে, বন্ধ। একটা খোলা গ্যারেজের সামনে একজন লোককে দেখা যাচ্ছে কেবল। ওয়ার্কম্যানের ওভারল পরা লোকটা নিজের গাড়ির এঞ্জিন মেরামত করছে একমনে। কাছে এসে দেখল কার্টারেট, ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা, কালি-ঝুলি মেখে একেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মনে মনে ভাবল, এত কষ্ট করার চেয়ে কোন মেকানিককে ডেকে কাজটা করিয়ে নিলেই পারত বেচারা। শনিবারের সন্ধেটা মাটি করছে খামোকা।

কার্টারেট যখন গ্যারেজটা পেরোচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে নিজের গা বাঁচিয়ে সরে যাচ্ছিল ফিলিপ কার্টারেট, এমনি সময়ে খপ করে ওর কোটের কলার চেপে ধরল লোকটা। এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল গ্যারেজের খোলা দরজার সামনে। নাক-মুখের উপর প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল কার্টারেট গ্যারেজের মাঝখানে। দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে লোকটা। উঠে বসতে যাচ্ছিল কার্টারেট, পাঁজরে লাথি খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। দু'পাশ থেকে আরও দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল ওকে একজন, আরেক ঘুসিতে ধরাশায়ী হলো সে আবার। মোটা এক ডাণ্ডা তুলেছে একজন মাথার উপর। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে শুনতে পেল সে কে যেন বলছে—'মেরে ফেলিস না একেবারে। যা আছে কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেছে বস্।'

দ্রুতবেগে নেমে আসছিল ডাণ্ডা, মাথার উপর পড়তে গিয়েও সামান্য একটু সরে পড়ল কাঁধের উপর। অবশ হয়ে গেল পুরো ডান হাতটা।

জ্ঞান হারাল ফিলিপ কার্টারেট।

সাত

জেমস মিচেল ঢুকতেই হুলুস্থুল পড়ে গেল করোন্যাডো হোটেলের লবিতে। প্রত্যেকটা চোখ একসাথে ফিরল তার দিকে। দু'জন পুলিস দু'পাশ থেকে ধরে কোন রকমে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে, টলতে টলতে পা ফেলছে সে সামনে, রক্তাক্ত নাক-মুখ, একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে, কপালের একটা কাটা থেকে রক্ত ঝরছে এখনো, নীল হয়ে আছে চোয়ালের একটা অংশ।

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাপলান ও হ্যানসিঙ্গার। দৌড়ে এসে ধরল মিচেলকে।

'মাই গড! কি হয়েছে আপনার, মিস্টার মিচেল?' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ্যানসিঙ্গারের চোখ।

'জানি না,' আবছা ধরা গলায় বলল মিচেল। 'হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন লোক···মারতে শুরু করল···'

'হায় হায়! কেন? কে করল কাজটা, মানে, কোথায় ঘটল ব্যাপারটা?'

রিসেপশনিস্ট পৌঁছে গেছে। একজন কনস্ট্যাবল তার দিকে চেয়ে বলল, 'ডাক্তার। এক্ষুণি দরকার, প্লীজ!'

'এখুণি খবর দিচ্ছি। এক মিনিট। আমাদের হোটেলেই আছেন চারজন।' হ্যানসিঙ্গারের দিকে ফিরল সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। 'মিস্টার মিচেলের ঘর চেনেন? আপনারা যদি দয়া করে এঁদের দেখিয়ে দেন ঘরটা···'

'কোন দরকার নেই,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'মিস্টার কাপলান আর আমিই নিয়ে যাব।'

'দুঃখিত,' বলল একজন পুলিসম্যান। 'এঁর কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে কটমট করে চাইল কাপলান লোকটার দিকে। বলল, 'আপনাদের স্টেশন নাম্বার রেখে যান ডেস্কে। ডাক্তার যখন কথা বলবার অনুমতি দেবে তখন ডেকে পাঠানো হবে আপনাদের। তার আগে নয়। এক্ষুণি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া দরকার। বুঝতে পেরেছেন?'

বুঝতে পারল ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের হাতে ছেড়ে দিল মিচেলের ভার। মিচেলকে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ওরা। দুই মিনিটেই পৌঁছে গেল ডাক্তার। খবর পেয়ে জুলিয়া এসে পৌঁছেচে। আরও সবাই হন্তদন্ত হয়ে আসছে ছুটে। কিন্তু ভিড় বাড়াতে দিল না ডাক্তার, বের করে দিল সবাইকে ঘর থেকে। বিশাল শরীর নিয়ে উদভ্রান্ত পদক্ষেপে ছুটে এল মাইকেল হ্যামার। কটমট করে চাইল জুলিয়া আর হ্যানসিঙ্গারের দিকে, যেন সব দোষ ওদেরই।

'মিচেলের যা হয়েছে শুনলাম, সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যানসিঙ্গার। 'সত্যি। কারা যেন মারধোর করেছে ভদ্রলোককে। খুব মেরেছে।'

'কেন?' কঠিন হয়ে গেল হ্যামারের মুখের চেহারা। 'কে মারল?'

'ডাকাতি খুব সম্ভব,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'রাহাজানি। যা ছিল কেড়ে নিয়েছে সব।'

'সন্ধে লাগতে না লাগতেই রাহাজানি! খোদা! কি হলো দুনিয়াটার? কোথায় মিচেল?'

'ঘরে।'

'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'ঘরে ডাক্তার আছে। আমাদের বের করে দিয়েছে ঘর থেকে।'

আর কথা না বাড়িয়ে ধুপধাপ পা ফেলে মিচেলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল হ্যামার। দুটো টোকা দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে গেল ডাক্তার। আরও পাঁচ মিনিট পর আস্তে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মাইকেল হ্যামার। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো জটলাকে আশ্বস্ত করল, 'কোন ভয় নেই। মারাত্মক কিছু না। ঘুমাচ্ছে এখন···ডিস্টার্ব কোরো না কেউ।' চেহারায় একরাশ উদ্বেগের ঘনঘটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল সে।

লবিতে ঢুকেই খবর পেল রানা। কিন্তু কোন রকম বিস্ময় বা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেল না ওর মধ্যে। যেন মিচেলের মৃত্যু সংবাদ পেলেও ওর কিছুই এসে যেত না, এমনি ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। জুলিয়ার ঘর ছাড়িয়ে তারপর রানার ঘর। পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে দাঁড়াল রানা জুলিয়ার দরজাটা ঝট করে খুলে যেতেই।

'ভেতরে এসো। কথা আছে।'

আড়চোখে দেখে নিল রানা কাপলানের দরজাটা। আধ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক হয়ে আছে কপাট দুটো।

'পরে, জুলি,' বলল সে। 'এখন···'

'না, এখনই। তুমি ফিরে আসার সাথে সাথে খবর দিতে বলেছে বাবা। বলেছে···'

রানার গাল দুটো একটু কুঁচকে উঠতেই থেমে গেল জুলিয়া। চাপা গলায় বলল, 'দেখা করতে বলেছে এক্ষুণি।'

'তার আগে মিস্টার মিচেলকে দেখতে যাওয়া দরকার,' উঁচু গলায় বলল রানা। 'কারা নাকি মারধোর করেছে ওকে, শুনেছ?'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জুলিয়া, কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে বলল, 'শুনেছি। ঠিক আছে, তার পরে না হয় যেয়ো। ব্যাপারটা খুবই জরুরী, ভুলে যেয়ো না আবার।'

জুলিয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকল রানা। এক নজর চোখ বুলিয়েই টের পেল ওর অনুপস্থিতিতে আজ আর ঢোকেনি কেউ এ ঘরে।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল সে মিচেলের ঘরের দরজায়। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা।

এক চোখ মেলে চাইল ফিলিপ কার্টারেট। দ্বিতীয় চোখটা বুজে গেছে। কপালে আর থুতনিতে স্টিচ, এছাড়া সারামুখে নানান আকৃতির প্লাস্টার সাঁটানো। নাকটা স্বাভাবিকের দ্বিগুণ হয়ে রয়েছে ফুলে।

ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল রানা। তারপর বিনা-বাক্য-ব্যয়ে সারাটা ঘর সার্চ করল তন্ন তন্ন করে। গোপন মাইক্রোফোন বা ওই জাতীয় কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার এবং ট্যাপ খুলে দিয়ে এল। জল পড়ার শব্দ হলে কথাবার্তা বোঝা মুশকিল, শত্রুপক্ষ যত শক্তিশালী মাইক্রোফোনই ব্যবহার করুক না কেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার কার্যকলাপ পরীক্ষা করল কার্টারেট, রানা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার ধারে বসতেই হাসল।

'তোমার কাজকর্ম দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি একজন ট্রেনিং পাওয়া স্পাই নও, সাধারণ এক ব্যবসায়ী।'

'আপনার কাজকর্ম দেখে কেউ কেউ বিশ্বাস করছে না যে আপনি সাধারণ এক সাংবাদিক।'

'হুম। আশ্চর্য ব্যাপার রানা। মেরে ফেলল না কেন?'

'সহজ কারণ! আপনাকে মেরে ফেলা উচিত মনে করেনি ওরা। হয় ঝামেলা বাড়াতে চায়নি খুনখারাবি করে, নয়তো টের পেয়ে গেছে আপনার আসল পরিচয়। আপনাকে মেরে ফেলা মানে যে ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়া, সেটা জানা থাকলে যত বড় ভয়ঙ্কর বা দুর্ধর্ষ লোকই হোক, একশো এক বার চিন্তা করবে কাজটা করার আগে।'

মাথা ঝাঁকাল কার্টারেট। বলল, 'সব কেড়ে নিয়েছে, রানা। ফিল্ম কার্ট্রিজটাও। তোমার এত পরিশ্রম সব বিফলে গেল।'

একটু ইতস্তত করল রানা। কেশে গলা পরিষ্কার করল। কার্টারেটের চোখের দিকে সরাসরি না চেয়ে বলল, 'বিফলে ঠিক যায়নি, মিস্টার কার্টারেট। ওতে তেমন কিছুই ছিল না।'

'তার মানে?' বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল ফিলিপ কার্টারেট। 'তেমন কিছু ছিল না মানে?'

'কিছু মনে করবেন না,' বলল রানা। 'এই রকমের একটা কিছু ঘটতে পারে মনে করে আসল ফিল্মটা দিইনি আমি আপনাকে। ওটা সযত্নে রাখা আছে এই হোটেলের সেফে। আপনাকে অন্য একটি কার্ট্রিজ দিয়েছিলাম।'

কপালে উঠল কার্টারেটের এক চোখ।

'বাজে একটা ফিল্মের জন্য তুমি আমাকে মার খাওয়ালে!'

'আসল ফিল্মটার জন্যে মার খেলে হয়তো আপনার সান্ত্বনা থাকত, মনে হত উচিত কারণেই মার খেয়েছেন; কিন্তু কাজটা পিছিয়ে যেত অনেকখানি। তাই না? খামোকা রাগ করছেন আপনি। আসলটা খোয়া যায়নি সেজন্যে বরং

আপনার খুশি হওয়া উচিত।' হাসল রানা। 'ইচ্ছে করে মার খাওয়াইনি আমি আপনাকে। আমার জানা ছিল না যে এইভাবে মারধোর করা হবে আপনাকে। আমার নিজের ওপর যে হামলা আসবে সেটাও জানা ছিল না। অন্য একটা ফিল্ম আপনার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার।'

'ওরে শয়তান!' অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ফিলিপ কার্টারেট। হাসল। 'তুমি দেখছি শেয়ালকেও হার মানাবে! কি ছিল ওই ফিল্মে?'

'শতখানেক গ্যাস টার্বাইন এঞ্জিনের লাইন ড্রইং। আমি চেয়েছিলাম ওরা মনে করুক আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজে আছি, ওদের মতই আরেক শয়তান। ভেবেছিলাম আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবে ওরা ওটা পেলে। ঘাঁটাবে না আর।'

'কিন্তু?'

'কিন্তু বুঝতে পারছি, আমাদের দু'জনকে ঠিকই চিনে নিয়েছে ওরা।'

'তোমাকেও আক্রমণ করেছিল?'

'হ্যাঁ। দু'জন। যতদূর সম্ভব ওদের উপর আদেশ ছিল আমাকে ধরে নিয়ে যেতে না পারলে যেন মেরে রেখে যায়। চেষ্টার ত্রুটি করেনি ওরা।'

'ছাড়া পেলে কি করে? তুমি একা, ওরা দু'জন··· নিশ্চয়ই অস্ত্র ছিল···'

'এক সময় শখ করে কারাতে আর জুডো শিখেছিলাম।'

'ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'কিন্তু এখন থেকে শুধু শয়তান হলে চলবে না। সতর্ক শয়তান হতে হবে। আমাদের দু'জনকেই।'

পরদিন একের পর এক ধাক্কা খেয়ে দশ বছর বেড়ে গেল মাইকেল হ্যামারের বয়স।

জি.পি.ডি.এ. অর্থাৎ গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার্স এসোসিয়েশন রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করল সকাল দশটায়। প্রত্যেক ড্রাইভারকে দিতে হলো রক্ত। রেনারকেও। ঠিক দুটোর সময় জানা গেল ফলাফল। মুষড়ে পড়েছিল সে, জানা কথা—বাদ পড়ছে রেনার, তবু দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করেছে সে ফলাফলের জন্যে। রিপোর্ট দেখে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর। অ্যালকোহলের চিহ্নমাত্র নেই রেনারের রক্তে।

নিশ্চয়ই আর কারও সঙ্গে বদলে গেছে রেনারের রক্ত। প্রথমে ভাবল চেপে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু যখন বুঝল এর ফলে একজন নিরপরাধ ড্রাইভার হয়তো বাদ পড়তে যাচ্ছে আজকের রেস থেকে, তখন আর স্থির থাকতে পারল না সে কিছুতেই, সোজা গিয়ে হাজির হলো সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে। ওখানে যখন জানা গেল যে প্রত্যেকটা ড্রাইভারকে ও.কে. করা হয়েছে, কেউ বাদ যায়নি, তখন আরও অবাক হয়ে গেছে বৃদ্ধ। শঙ্কিত হৃদয়ে

চিন্তা করেছে তবে কি এটা রুডলফ গুন্থারের কোন রকম কারসাজি? রেনারের রক্তে অ্যালকোহল পাওয়া না যাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? ছেলেটা যে মদ খাচ্ছে তাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাহলে?

বিকেল বেলা শুরু হলো রেস। সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা সবার আগে। রেনারের ঠিক পিছনেই রয়েছে হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। দ্বিতীয় ল্যাপেই বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে দিল রেনার হ্যানসিঙ্গারকে। মার্কাস কাপলানও ওকে ডিঙিয়ে রানার পিছু পিছু ছুটছে। আশ্চর্য দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে রেনার। ছয় ল্যাপেই তিনটে ল্যাপ রেকর্ড ব্রেক করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। একজন মদ্যপ ছোকরার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না হ্যামার।

খুশিতে লাফাচ্ছে জুলিয়া। ব্রনসনের মুখেও ফুটে উঠেছে হাসি, চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারছে না। কিন্তু নবম ল্যাপে সবার সব খুশি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল একের পর এক একুশটা গাড়ি, রেনারের দেখা নেই।

'কি হলো!' উৎকণ্ঠিত হ্যামারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময় ধ্বনি। 'চল্লিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল! কোথায় গেল রেনার? ব্রনসন, ফোন করো।'

আশেপাশে কোথাও ব্রনসনকে না দেখে নিজেই ছুটতে শুরু করল হ্যামার। ট্র্যাক-মার্শালদের চেকপয়েন্টে ফোন করলে জানা যাবে অবস্থাটা। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল সে। রেনারের গাড়িটা থামল এসে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে। এঞ্জিনের শব্দে কোন ত্রুটি ধরা পড়ল না ওর অভিজ্ঞ কানে। ছুটল নীল গাড়িটার দিকে। গাড়ি থেকে নেমে হেলমেট খুলে ফেলল রেনার। হ্যামার লক্ষ করল হাতটা কাঁপছে থরথর করে, রেনারের চোখ দুটো লাল।

'সব কিছু দুটো দেখছি,' বলল রানা। 'কোন্‌দিকে চলেছি বুঝতে পারছিলাম না, তাই ফিরে এলাম।'

'কাপড় ছাড়ো, মরিস,' বলল হ্যামার। 'এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

'তার দরকার পড়বে না, মিস্টার হ্যামার। আমি বুঝে গিয়েছি, আমাকে দিয়ে আর কাজ হবে না। শেষ হয়ে গেছি আমি! বিদায় করে দিন, চলে যাই।'

'ঠিক আছে, হোটেলে ফিরে এসব আলাপ করা যাবে। এক্ষুণি কাপড় বদলে নিয়ে আমার সাথে চলো।'

'কেন?'

'দেখতে পাচ্ছ না গুন্থারের লোকদের? এখানে থাকলে মারা পড়বে তুমি ওদের হাতে। আর তর্ক নয়, যা বলছি তাই করো। আমার গাড়িতে করে ফিরবে তুমি হোটেলে, তোমারটা থাক এখানেই, পরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।'

রানা দেখল এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে যদি ওদের চোখ বাঁচিয়ে সরে পড়া যায়

তাহলে মন্দ হয় না। হ্যামারের পিছু পিছু দ্রুতপায়ে এগোল সে পিটের দিকে। কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে সবার অলক্ষে উঠে বসল সে অ্যাস্টন মার্টিনে, ড্রাইভিং সীটে বসল মাইকেল হ্যামার। রেসট্র্যাক ছেড়ে চলে গেল ওরা।

রানাকে নিয়ে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল মাইকেল হ্যামার।

'বসো, মরিস। তোমার সাথে কয়েকটা কথা আছে।'

মুখোমুখি বসল ওরা দু'জন। একটা চুরুট ধরাবার ফাঁকে মনে মনে গুছিয়ে নিল হ্যামার প্রশ্নগুলো। রানা ধরাল সিগারেট, সেই ফাঁকে গুছিয়ে নিল উত্তরগুলো।

'রুডলফ গুন্থারকে চেনো?'

'চিনি। গতকাল সন্ধ্যায় ওর পরিচয় জানতে পেরেছি।'

'ও তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করছে?'

'না। একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, আজকের গ্র্যান্ডপ্রিক্সে জয়ী হলে বিশ হাজার ডলার দেয়া হবে আমাকে, আর হারলে খুন করে ফেলা হবে। আমি হারব বলেই মনস্থির করেছিলাম।'

'তার মানে?' রসগোল্লার মত চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের। 'তুমি হারবে বলে মনস্থির করেছিলে মানে? ইচ্ছে করে হেরেছ? কেন? তোমার ডাবল-ভিশনের কথা মিথ্যা?'

'সর্বৈব। আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখুন। কাঁপছে?'

থ হয়ে চেয়ে রইল হ্যামার রানার হাতের দিকে। সিগারেট ধরা হাতটা যেন পাথর দিয়ে তৈরি, স্থির।

স্তম্ভিত মাইকেল হ্যামার চুপচাপ বসে রইল দুই মিনিট রানার দিকে চেয়ে। তারপর যখন কথা বলল তখন গলার স্বর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

'কে তুমি, মরিস?' আমি বুঝতে পারছি ভয়ানক কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে। মস্ত কোন গোলমাল বেধে গেছে ব্লু অ্যাঞ্জেলকে ঘিরে। কি ঘটতে যাচ্ছে বলবে আমাকে? কেন এসব ঘটছে? কাতর মিনতি ফুটে উঠল হ্যামারের কণ্ঠে।'

'সব কথা এক্ষুণি বলা যাবে না। তবে সংক্ষেপে আপনাকে একটা ধারণা দিতে পারব আমি। এবং এর বিনিময়ে আমি কিছু সাহায্য চাইব আপনার কাছে।' নড়েচড়ে বসল রানা। 'এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। আমি কে?—আমি একজন বাঙালী যুবক, মাস তিনেক আগে প্যারিসে যাচ্ছিলাম কাজে। পথে পরিচয় হলো জুলিয়ার সাথে। ওর অনুরোধে যোগ দিলাম ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে। কেন?—ওর ভাই পল কার্টারেটকে হত্যা করা হয়েছিল বলে ওর ধারণা। যদি তাই হয়ে থাকে, অপরাধীকে বের করতে হলে একজন ভেতরের লোককে কাজ করতে হবে স্পাই হিসেবে। কি জানতে পারলাম?—সেটা এখন বলা ঠিক হবে না, যথাসময়ে জানতে পাবেন। তারপর কি হলো?—আমার উদ্দেশ্য কিছুটা আঁচ করতে পারল শত্রুপক্ষ। আক্রমণ

শুরু হলো আমার উপর। কিভাবে?—প্রথম আক্রমণের ফল আলফ্রেড গার্বারের মৃত্যু। দ্বিতীয় আক্রমণের ফলে চুরমার হয়ে গেল একটা গাড়ি। সবাই জানল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি আমি। তারপর?—নতুন গাড়িটাকে বিজয়ী করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ল রুডল্ফ গুস্তারের। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করেই বুঝে নিল ওরা যে আমি অভিনয় করছি, অস্ট্রিয়া গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমি ইচ্ছে করেই ফোর্থ গিয়ার ভেঙেছি বুঝতে পেরে ওরা সিদ্ধান্ত নিল আমাকে দিয়েই বিজয়ী করতে হবে নতুন গাড়িটাকে। কারণ আমি অন্য গাড়ি নিয়ে মাঠে থাকলে সেটার ফার্স্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পঁচানব্বই ভাগ। কাজেই কি করল?—আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে আমার অভিনয় টের পেয়ে গেছে ওরা, যদি ইটালীর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে বিজয়ী না হই শেষ করে দেয়া হবে। আর কি করল?—আমাকে পাহারায় রাখা হলো। রিসেপশনের দিন আমি কয়েকটা ঘরে ঢুকে কিছু মূল্যবান নথিপত্রের ছবি তুললাম। টের পেয়ে গেল ওরা। সাবধান হয়ে গেল। আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। ওরা দেখল, আমি একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিলাম মিস্টার মিচেলের হাতে…'

'মিচেল কেন? ও আবার এর মধ্যে আসছে কি হিসেবে?'

একের পর এক তাজ্জব কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে মাইকেল হ্যামার, কিন্তু জেমস মিচেলের কথায় একেবারে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। হাসল রানা।

'আপনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জেমস মিচেলই পল এবং জুলিয়া কার্টারেটের বাবা ফিলিপ কার্টারেট। উনি সাংবাদিক নন—এক সময় ফ্রান্সের ড্যুক্সেম ব্যুরোর চীফ ছিলেন, এখন ইন্টারপোলের নারকোটিক্স ডিভিশনের চীফ।'

'সে কথা তুমি জানলে কি করে?' পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে এঘরে ঢুকল জেমস মিচেল, ওরফে ফিলিপ কার্টারেট।

'তুমি!' হাঁ হয়ে গেল হ্যামারের মুখ। 'তুমি আমার স্যুইটে ঢুকে বসেছিলে কেন?'

'শুধু তোমার না, রানা আর জুলিয়ার ঘরও সার্চ করে এলাম এইমাত্র। আমি চাই না তোমরা টাইম বোমের শিকার হও।' রানার দিকে ফিরল। 'ইন্টারপোলের কথা তুমি জানলে কি করে রানা?'

'সেটা পরে বলব। আপাতত আমার গল্পটা শেষ করা যাক। মিস্টার কার্টারেট মার খেলেন ফিল্ম কার্ট্রিজটা পোস্ট করতে গিয়ে, ওঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো ওটা। এত দ্রুত ব্যাপারটা পরিণতির দিকে চলে আসবে ভাবতে পারিনি আমি। আমার প্ল্যান একটু অন্য রকম ছিল। যাই হোক, এখন আমার রেস ড্রাইভারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নতুন একটা চাকরির দরকার হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে আছে কোন চাকরি?'

'তার আগে একটা কথার জবাব দাও, মরিস। সত্যিই কোন ম্যালপ্র্যাকটিস চলছে এই গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসে? আমার মনেও সন্দেহ জেগেছে, আমি জানতে চাই সেটা সত্যি কিনা।'

'সত্যি। এবং এটাও সত্যি, সমস্ত চক্রান্তের গোড়াটা রয়েছে আপনার টীমে। এতটা হয়তো গড়াতে পারত না, যদি মিসেস এলিনা হ্যামার নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথেই আপনি পুলিসের সাহায্য নিতেন।'

'আচ্ছা। সে খবরও জানা আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেইলিং-এর খবরটাও জানা আছে। আপনার মত একজন নীতিপরায়ণ, স্ট্রেট ফরোয়ার্ড লোক কি করে নতি স্বীকার করলেন ওদের কাছে ভাবতে অবাক লাগে। খুব সম্ভব আপনার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় আপনার স্ত্রী। সেটা দোষের কিছুই নয়। কিন্তু আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন, কি অবস্থায় কেমন আছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা কিছুই না জেনে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দিয়ে যাওয়াটা অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। এতটা দুর্বল হলে মানুষ সুযোগ নেবেই, তাদের দোষ দেয়া যায় না। এখন আপনি জড়িয়ে গেছেন নিজের জালে নিজেই। না পারছেন হেরোইনের কথা বলতে, না পারছেন ব্ল্যাকমেইলিঙের কথা বলতে, না পারছেন স্ত্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা পুলিসকে জানাতে।'

কঠোর চেহারার বিরাট লোকটার মাথা নুয়ে পড়ল সামনের দিকে। টপ টপ কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল কোলের উপর। দুই মিনিট নীরবতার পর মাথা তুলল সে। সোজা চাইল রানার চোখে।

'ঠিকই বলেছ তুমি, মরিস। অন্যায় করেছি আমি। অন্যায়কে জেনেশুনে প্রশ্রয় দেয়াও আইনের চোখে অন্যায়। সবই জানো তুমি। অন্যায় ঢেকে রাখা যায় না। ঠিক আছে, পুলিসের কাছেই যাব আমি।'

খুক-খুক করে কাশল কার্টারেট। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে? এলিনাকে মেরে ফেলবে তাহলে ওরা।'

'যদি মেরে ফেলে আমারও বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরোবে। ওকে মেরে ফেললে আমি...'

'আত্মহত্যা করবে, এই তো?' মাথাটা নাড়ল কার্টারেট এপাশ ওপাশ। কাঁধের উপর হাত রাখল। 'সেটা ঠিক হবে না, মাইক। তার চেয়ে দু'জনেই একসাথে কি করে বাঁচা যায় সেকথা ভাব। এখন পুলিসের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের চেষ্টা যদি বিফল হয়, তখন যেয়ো।'

'তোমাদের চেষ্টা? তোমরা আমার জন্যে চেষ্টা করতে যাবে কেন?'

'আমি করব বন্ধুত্বের খাতিরে। তোমাকে যখন বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছি, আজীবন থাকব আমি তোমার পাশে, বন্ধু হিসেবে। আর এই সিংহ-হৃদয় যুবক কেন করবে তা ও-ই জানে। ওর মতি-গতি বোঝার চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছি! তবে ওর সাহায্য যে পাবে তুমি তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আপাতত আমিই সাহায্যপ্রার্থী,' কাজের কথায় এল রানা। 'আছে কোন চাকরি?'

'একটা চাকরি আছে, কিন্তু সেটা তোমার উপযুক্ত নয়। ট্র্যান্সপোর্টারের

ড্রাইভারটা আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে পালিয়েছে। নাহ, অসম্ভব!' মাথা নাড়ল হ্যামার। 'সবাই হাসাহাসি করবে পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারকে লরীর ড্রাইভার হতে দেখলে।'

'হাসুক,' বলল রানা। 'কারও হাসাহাসিতে কিছুই এসে যায় না। ওই চাকরিটা হলেই চলবে আমার। সবাইকে জানিয়ে দিন আমার ডাবলভিশনের কথা। বলুন অ্যাডভাইজার হিসেবে রেখে দেয়া হচ্ছে আমাকে। ঠিক আছে? কবে যোগ দিচ্ছি আমি আমার নতুন চাকরিতে?'

'আজই। সন্ধ্যায়। আজই ট্র্যান্সপোর্টারটা মার্সেই পাঠাবার কথা। ভাবছিলাম কি করে পাঠাই। ব্রনসন রওনা হয়ে যাবে খানিক পরেই। মেকানিক ছোকরা দু'জনের একজনও গাড়ি চালাতে পারে না।'

'বাহ্, চমৎকার সমাধান হয়ে গেল তোমার সমস্যাটা,' বলল কার্টারেট।

'কিন্তু খাটনিটা পড়বে খুব,' বলল হ্যামার। 'ব্রনসন যাচ্ছে কাল সকালের লোডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে। কাল দুপুরের মধ্যে ভিগনোলেস টেস্ট ট্র্যাকে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের চার-নম্বর গাড়িটা। নতুন এক্স-গাড়ি। সেই সাথে স্পেয়ার এঞ্জিনটাও। মাত্র দু'দিনের জন্যে ট্র্যাকটা পাচ্ছি আমরা।'

'ঠিক আছে, সব হবে সময় মত। আজ সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি আমি মার্সেই-এর পথে। কিন্তু আমার ল্যান্সিয়ার কি হবে?'

'ওটার চাবি দিয়ে যেয়ো জুলিয়াকে। ও নিয়ে যাবে ওটা ভিগনোলেসে।'

'ভাল কথা বলছেন।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি যাই প্রস্তুত হয়ে নিই গিয়ে। আর একটা কথা—আমাদের প্রত্যেকের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে নিরাপদ থাকা। যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে আমাদের যে-কোন জনের উপর। জুলিয়াকেও জানিয়ে দেবেন কথাটা।'

'এতটা বিপদের ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হচ্ছে, রানা?' বিদায়ের মুহূর্তে কেমন একটা দ্বিধা এসে হাজির হলো ফিলিপ কার্টারেটের মনে। 'নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে তোমাকে এতবড় বিপদের মুখে পাঠাতে...'

'এখন আর এটা আপনার স্বার্থ নয়, মিস্টার কার্টারেট,' হাসল রানা। 'আমিও জড়িয়ে পড়েছি এর মধ্যে। যা করতে যাচ্ছি সেটা না করে আমার আর উপায় নেই। অনেক জেনে ফেলেছি আমি, এখন সরে দাঁড়াতে চাইলেও রক্ষা পাব না। এখন শুধু দুটো পথ খোলা রয়েছে আমার সামনে: হয় ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়া, নয়তো নিজেই শেষ হয়ে যাওয়া। প্রথম পথটাই আমার পছন্দ।'

'সুন্দর যুক্তি দেখাচ্ছ তুমি, ইয়ংম্যান। ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ, কাদের অনুরোধে তুমি এসবের মধ্যে জড়িয়েছ নিজেকে? যাকগে, ঠিকই বলেছ। এখন আর ফেরার পথ নেই। আমার আর কিছু করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বারে বসে একটা স্কচ খেতে হবে আপনার এখন। লক্ষ্য রাখতে হবে রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা ফেরত নেয়ার সময় কেউ

আমাকে দেখছে কিনা।'

'কেন দেখতে যাবে? ফিল্ম তো পেয়েই গেছে ওরা।'

'হয়তো দিয়ে শুরু করতে চাই না আমি, নিশ্চিত হতে চাই। ওদের যে ধোঁকা দেয়া হয়েছে সেটা ওরা বুঝে ফেলেছে কিনা কে জানে! তাছাড়া হোটেল সেফ থেকে একটা খাম বের করে আমাকে দিতে দেখলেই কৌতূহলী হয়ে উঠবে ওরা, সহজেই বুঝে নেবে একবার নয়, দুইবার বোকা বনেছে ওরা।'

নিচে নেমে গেল ফিলিপ কার্টারেট। গাঢ় ছাই-রঙা পুলওভার এবং তার উপর কালো লেদার জ্যাকেট পরে নিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। জুলিয়ার ঘরে টোকা দিয়ে কোন সাড়া শব্দ পেল না। সহজ ভঙ্গিতে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রিসেপশনিস্টের কাছে চাইল খামটা। ওখানেই দাঁড়িয়ে খাম খুলল রানা, ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ঢুকিয়ে দিল জ্যাকেটের একটা ভিতরের পকেটে। বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। ধীর পায়ে এগোল রানা দরজার দিকে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে রানার পাশে চলে এল কার্টারেট। চাপা গলায় বলল, 'কাপলান। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল ওর। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছে ওই ফোন বুদে।'

কোন কথা বলল না রানা, সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল সামনে।

সুইংডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়েই থেমে গেল রানা। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া। শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

'তুমি এখানে কি করছ, জুলিয়া? কি ব্যাপার! শীতে তো একেবারে জমে গেছ। কি করছ?'

'বিদায় জানাবার জন্যে,' বলল জুলিয়া। 'তাছাড়া চারপাশে নজরও রাখছিলাম।' রানার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল সে। সন্ধের আগেই বিশাল ট্র্যান্সপোর্টারটা করোন্যাডো হোটেলের সামনে এনে রাখা হয়েছে। সেইদিকে এগোল দু'জন। কাছাকাছি এসে রানার হাত ধরল জুলিয়া।

'না গেলেই নয়?'

থেমে দাঁড়িয়ে জুলিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'তার মানে?'

'বাবার কাছে সব শুনেছি আমি, রানা। এই বিপদের মধ্যে না গেলেই কি নয়? আমার অনুরোধ যদি ফিরিয়ে নিই? তোমাকে আমিই এনেছি এর মধ্যে, আমি এখন বারণ করলে শুনবে না?'

'তুমি অনর্থক বেশি-বেশি ভয় পাচ্ছ, জুলিয়া।' হাসল রানা। কাছে টেনে নিল ওকে। 'তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের শাস্তি চাও না তুমি?'

'চাই। কিন্তু আরেকটা ভাইকে হারাতে চাই না। আমি বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছ তুমি। থাক না, রানা। তোমার একটা কিছু ঘটে গেলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব না আমি

কোনকিছু দিয়েই। নিজেকে দোষী করব। আমিই দায়ী...'

'একটা কথা তোমার জানা নেই, জুলিয়া, তাই অতটা ভয় পাচ্ছ। তুমি হয়তো মনে করছ অনভিজ্ঞ এক বিদেশী ভাই তোমার জন্যে অনর্থক প্রাণ দিতে যাচ্ছে বেঘোরে। আসলে আমি অনভিজ্ঞও নই, অনর্থক কোন ঝুঁকিও নিচ্ছি না। যে কাজে যাচ্ছি, সে কাজের জন্যে অনেক টাকা ব্যয় করে, অনেক যত্নে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে অনেক বছর। আমি ব্যবসায়ী নই। মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম তোমাদের কাছে—আমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন সুপার এজেন্ট।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা কয়েক সেকেন্ড।

আরও কাছে টেনে নিল ওকে রানা। দুটো চাপড় দিল ওর পিঠে।

'কথাটা কাউকে বোলো না।'

কয়েক পা এগিয়ে উঠে পড়ল রানা ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভিং সীটে।

আট

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে বিশাল ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টার। গোঁ-গোঁ একটানা ডাক ছাড়ছে শক্তিশালী এঞ্জিন। চারটে হেড লাইটের তীব্র আলোয় দিনের মত আলোকিত সামনের পঞ্চাশ গজ। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মেকানিক হ্যারি আর জ্যাকিউস রাস্তার দিকে। এত স্পীডে ট্র্যান্সপোর্টারকে চলতে দেখেনি ওরা জীবনে। প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছে দু'জন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, মরিস রেনারকে কিছু বলবার সাহস তাদের নেই। যদিও পদস্খলন হয়েছে লোকটার, সম্মানিত রেস ড্রাইভার থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভারের চাকরিতে, তবু। যাকে এতদিন নায়কের সম্মান দিয়েছে, গুণমুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছে, তাকে চট করে নিজেদের পর্যায়ে টেনে আনা যায় না।

অটোস্ট্রাডা ধরে তুফান বেগে ছুটেছে লরিটা টিউরিনের দিকে, সেখান থেকে চলল দক্ষিণে কুনিয়োর দিকে। কোল ডে টেন্ডের গিরিপথের কাছে এসে রীতিমত হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল হ্যারি আর জ্যাকিউসের। ইটালী ও ফ্রান্সের সীমান্তের এই গিরিপথটা দিনের বেলায় সাধারণ গাড়ি নিয়ে পার হওয়াও বিপজ্জনক। কেবল অস্বাভাবিক খাড়াই উৎরাই নয়, অসংখ্য বিপজ্জনক বাঁক রয়েছে পথে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই পড়বে গিয়ে অতল খাদে। এই রাস্তায় ফুলস্পীডে গাড়ি চালানো আত্মহত্যার সামিল, কিন্তু তাই চলেছে ওরা। একেকটা বাঁক নেয়ার সময় ওদের দু'জনের মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবে হৃৎপিণ্ডটা পিঞ্জর ছেড়ে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওরা, মার্সেই পৌঁছেই ইস্তফা দেবে চাকরিতে।

ওদের মানসিক অবস্থাটা টের পাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না রানার মুখ

দেখে। এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে সে। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সামনের দিকে। ক্রমে উঠে যাচ্ছে ওরা পাহাড়ের মাথায়, রানার মাথায় ক্রমেই বাড়ছে চিন্তার ঝড়।

কাপ্লানের মাধ্যমে জেনে গেছে শত্রুপক্ষ যে, রানার কাছে রয়েছে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ। ওদের বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণ। ওদের পক্ষে এটা সুখবর নয়। যেমন করে হোক চেষ্টা করবে ওরা ফিল্মটা কেড়ে নেয়ার। এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অ্যামবুশের জন্যে ঠিক কোন্ জায়গাটা বেছে নেবে ওরা? বাঁকগুলোই অ্যামবুশের জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা। যে কোন একটা বাঁক ঘুরেই সম্মুখীন হতে পারে আক্রমণের। কিন্তু এতক্ষণেও কোন সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের?

শত্রুপক্ষ যে-ই হোক, তাদের ঘাঁটি যে মার্সেই তাতে রানার কোন সন্দেহ নেই। মন্নযা থেকে কেউ অনুসরণ করেনি ওকে, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত ও। তাহলে কি ইটালীর মাটিতে গোলমাল করতে চায় না ওরা? ট্র্যান্সপোর্টার যে মার্সেই যাচ্ছে সেটা জানা আছে ওদের ভাল করেই, কিন্তু কোন পথে চলছে রানা সেটা না জানারই কথা—রানা নিজেও জানত না রওয়ানা হওয়ার সময়। কোন রুটে আসছে ট্র্যান্সপোর্টার জানা নেই যখন, ওরা হয়তো অপেক্ষা করবে মার্সেইর কাছাকাছি না পৌঁছানো পর্যন্ত। এমন হতে পারে পৌঁছবার পরে আসবে আক্রমণ। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদের জন্যে একটা ভয় থেকে যাচ্ছে—মার্সেই পৌঁছবার আগেই পথে কোথাও ফিল্মটা রানা পাচার করে দিতে পারে; এই সম্ভাবনাটাও নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে ওরা? চিন্তাগুলোর কোনটাকেই সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারছে না রানা। কাজেই ধুত্তোর বলে সব চিন্তা দূর করে দিল সে মাথা থেকে। যখন যা ঘটে তখন দেখা যাবে। যে কোন বিপদের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি রেখে ড্রাইভিঙে মন দিল সে।

কোল-এর চুড়োয় পৌঁছল ট্র্যান্সপোর্টার। ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ কাস্টমস পেরিয়ে নামতে শুরু করল আঁকাবাঁকা ঢালু পথ ধরে। লা গিয়ানডোলায় পৌঁছে একটু ইতস্তত করল রানা। কোন্দিক দিয়ে যাবে? ভেন্টিমিগলিয়া হয়ে গেলে পশ্চিমের নতুন অটোরুটটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ঘোরা হয় অনেক। কিন্তু নিসে যাওয়ার সোজা পথ ধরলে শত্রুপক্ষ অনেকগুলো সুযোগ পাবে অ্যামবুশের। কোন্টা করবে? ঘুরপথে গেলে দুই দুইবার কাস্টমসের বেড়া পার হতে হবে ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে সোজা রাস্তাতেই যাবে।

নিস পর্যন্ত বিনা বাধায় চলে এল ওরা, ক্যানেস ছাড়িয়ে অটোরুট ধরে পৌঁছল টউলনে, তারপর চলল মার্সেইর দিকে এন-এইট রাস্তা ধরে। টউলন ছাড়িয়ে মাইল দশেক গিয়েই বাধার সম্মুখীন হলো ওরা।

একটা বাঁক নিয়েই দেখতে পেল রানা সিকি মাইল দূরে রাস্তার উপর চারটে আলো। দুটো আলো স্থির হয়ে আছে, দুটো নড়ছে। যে দুটো নড়ছে সে দুটো লাল। পুলিসের পরিচিত থামবার সিগন্যাল দিচ্ছে লাল বাতি দুটো, গোল হয়ে ঘুরছে, বৃত্তের সিকি ভাগ, ফিরে যাচ্ছে, আবার।

থার্ড গিয়ারে দিল রানা। ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়ল এঞ্জিন। বসে বসে ঝিমোচ্ছিল মেকানিক দু'জন, খাড়া হয়ে চোখ মেলল। জনা পাঁচেক লোক দেখতে পেল ওরা। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা সামনের দিকে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ছিল, হঠাৎ সোজা হলো। থেমে আসছিল ট্র্যান্সপোর্টার, গিয়ার নামিয়ে সেকেন্ডে দিল রানা। সামনের লাল বাতি দুটো ঘোরা বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে সিগন্যাল পেয়ে থামছে ট্র্যান্সপোর্টার।

ঠিক পঞ্চাশ গজ থাকতে হঠাৎ চেপে ধরল রানা অ্যাক্সিলেরেটারটা ফ্লোরবোর্ডের সাথে। সেকেন্ড গিয়ারে পুরো গ্যাস পেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে এগোল বিশাল ট্রাক, দ্রুত বাড়ছে স্পীড। হঠাৎ সগর্জনে ট্রাকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে দু'পাশে লাফ দিল রাস্তার উপর দাঁড়ানো লোক দু'জন বাতি ফেলে দিয়ে।

চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল হ্যারি আর জ্যাকিউসের। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। নির্বিকার চিত্তে থার্ড গিয়ার দিল রানা। পিছন থেকে ট্র্যান্সপোর্টারের দরজায় মনে হলো ঢিল পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে গেল শব্দগুলো। আরও একশো গজ এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল ট্রাক। টপ গিয়ার দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা।

'মাথা খারাপ আপনার, মিস্টার রেনার!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকিউস। 'জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বেন আপনি আমাদের। পুলিস! পুলিসের রোড ব্লক ছিল ওটা!'

'মাথাটা তোমার খারাপ,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'পুলিস ব্লক যদি হবে, পুলিসের গাড়ি কোথায়? কিংবা মোটর সাইকেল? পুলিসের ইউনিফরম দেখতে পেয়েছ একটাও? চোখজোড়া কি বাড়িতে রেখে এসেছ?'

'কিন্তু পুলিসের সিগন্যাল দেখাচ্ছিল···থামতে বলছিল···'

'হয়েছে, হয়েছে! আর মাথা গরম কোরো না।' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ পুলিসকে কোনদিন মুখোশ পরতে দেখেছ? পিস্তলে সাইলেন্সার লাগাতে দেখেছ? নিশ্চিন্ত থাকো, এরা পুলিস নয়, ফুলিস।'

'সাইলেন্সার?' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল হ্যারির।

'তাছাড়া আর কি? গুলির আওয়াজ নেই, অথচ ধুপধাপ কি এসে লাগল ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকে? ঢিল?'

'কিন্তু কেন···'

'হাইজ্যাকার,' মেকানিকদের কৌতূহল ঠাণ্ডা করে দিল রানা। 'ডাকাতি করতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু জানল কি করে যে আমরা আসছি?'

'জানত না,' বলল রানা। 'ওদের ওয়াচার থাকে মাইল খানেক সামনে পিছনে। আমাদের দেখে আধ মিনিটের মধ্যেই খবর দিয়েছিল মাল বোঝাই ট্রাক আসছে একটা। বাতি ফিট করতে এক মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। খবর পেয়েই তৈরি হয়ে গেছে ওরা শিকার ধরবার জন্যে।'

যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো ওদের কাছে। আবার সীটে হেলান দিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করল। সজাগ সতর্ক রইল রানা। মিনিট দশেকের মধ্যেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পেল সে দুটো হেডলাইট দ্রুত এগিয়ে আসছে। খুব কাছে চলে এল পিছনের গাড়িটা। সাইড দেবে কি দেবে না ভাবল রানা। দেয়াই স্থির করল। কারণ গাড়িটা শত্রুপক্ষের না হলে সাইড না দেয়ার জন্যে গোলমালে পড়তে পারে। আর শত্রুপক্ষের হয়ে থাকলে এভাবে আটকানো যাবে না। তেমন অসুবিধে বোধ করলে ট্র্যান্সপোর্টারের চাকা ফুটো করে দিয়ে থামতে বাধ্য করবে। সাইড দিলে যদি মানে মানে কেটে পড়ে সেটাই ভাল।

কোন রকম শত্রুতার আভাস পাওয়া গেল না গাড়ির আরোহীদের মধ্যে। কিন্তু ওভারটেক করবার সময় সব কটা বাতি নিভে গেল। গাড়িটার সামনে বা পিছনে কোন বাতি জ্বলল না ট্রাক ছাড়িয়ে শতখানেক গজ এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। যখন জ্বলল তখন আর নাম্বার প্লেট পড়বার উপায় নেই, অনেক দূরে চলে গেছে। তীর বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

কিন্তু মোড় ঘুরেই হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। পিছন থেকে আরও জোরে এগিয়ে আসছে আর একটা গাড়ি। সাঁ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। মাথার উপর নীল ফ্ল্যাশিং লাইট জ্বলছে, সাইরেনটা ডাক ছাড়ছে প্রাণ খুলে। পুলিসের গাড়ি।

মাইল খানেক গিয়ে ট্র্যান্সপোর্টারের স্পীড কমাল রানা। সামনে দেখা যাচ্ছে নীল ফ্ল্যাশিং লাইট। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো গাড়ি। একজন ইউনিফরম পরা পুলিস সামনের গাড়িটার খোলা জানালা দিয়ে কথা বলছে ড্রাইভারের সাথে, হাতে প্যাড আর পেন্সিল। স্পীড লিমিট ব্রেক করায় ধরা হয়েছে ওটাকে। ধীরে সুস্থে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রানা। এবার আর নাম্বার প্লেট পড়ে নিতে অসুবিধে হলো না রানার। কালোর উপর সাদা কালিতে লেখা—MF213K.

মার্সেইর উত্তর পশ্চিম অংশটা এক কালে হয়তো আবাসিক এলাকা ছিল, এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে চেহারা। ঢাকার চক বাজার, ইসলামপুরের মত অবস্থা না হলেও রিউ গেরার্ড এখন বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাস্তাটা প্রশস্ত, কিন্তু রাস্তার দু'ধারে হোলসেল দোকান, অসংখ্য ছোটখাট মিল, ফ্যাক্টরি আর গ্যারেজ। এই রাস্তারই মাঝামাঝি জায়গায় হাতের বাম ধারে সরকারী খাদ্য গুদামের মত দেখতে বিশাল এক দালান—দেয়ালগুলো সিমেন্টে গাঁথা, ছাতে কোরাগেটেড টিন। প্রকাণ্ড গেটের উপরে নীল নিয়ন সাইন—ব্লু অ্যাঞ্জেল।

ট্র্যান্সপোর্টারটা কাছাকাছি আসতেই খুলে গেল কোলাপসিবল গেট, বাতি জ্বলে উঠল গ্যারেজের ভিতরে। পঞ্চাশ ফুট চওড়া আশি ফুট লম্বা গ্যারেজটা টিপটপ, ঝকঝকে। ডান দিকে দেয়ালের পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে

তিনটে ব্লু অ্যাঞ্জেল ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি। তার পাশে সাজানো আছে তিনটে পেডেস্টাল মাউন্টের উপর তিনটে ফোর্ড-কসওয়ার্থ ভি-এইট এঞ্জিন। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের সিট্রন ডি এস টোয়েন্টিওয়ান। গ্যারেজের বাম দিকটায় গোটা কয়েক সুসজ্জিত ওঅর্কবেঞ্চ আর টুল-বক্স। পিছনের দিকটায় থরে থরে সাজানো রয়েছে নানান আকৃতির স্পেয়ার পার্টস ঠাসা ডজন দশেক কাঠের বাক্স আর গোটা বিশেক টায়ার। মাথার উপরে ট্র্যান্সপোর্টার লোডিং-এর জন্যে এবং এঞ্জিন নাড়াচাড়ার সুবিধের জন্যে গোটা কয়েক বীম রয়েছে লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি ভাবে।

মাঝের বীমের নিচে থামাল রানা ট্র্যান্সপোর্টার। ইগনিশন সুইচ অফ করে দিয়ে কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল ঘুমন্ত মেকানিকদের। ওরা নড়ে উঠতেই নেমে এল নিচে। দাঁড়িয়ে আছে হুগো ব্রনসন। রানাকে দেখে বিরক্তি বা খুশি কিছুই প্রকাশ পেল না ওর চেহারায়। মনের ভাব গোপন রাখতে অভ্যস্ত লোকটা। সব সময় গম্ভীর। ঘড়ি দেখল ব্রনসন। বলল, 'দুটো। হেনরী হলে পৌঁছত চারটের সময়। খুব জোরে চালিয়ে এসেছেন।'

'রাস্তা ফাঁকা ছিল। এবার কি, ব্রনসন?'

'ব্রনসন নয়,' ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে গেল ব্রনসনের। 'মিস্টার ব্রনসন। মিস্টার ব্রনসনের অধীনে চাকরি করছেন এখন আপনি। যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

'কোথায়?'

'ওহ্-হো, আমাদের ভিলা চেনেন না? ঠিক আছে, ওদের একজন পৌঁছে দেবে। কাছেই একটা ভিলা আছে আমাদের। অপূর্ব কিছুই না, কিন্তু কাজ চলে যাবে। ওখানেই বিশ্রাম নেয়ার নিয়ম কাজের ফাঁকে। ভোর ছ'টায় কাজ শুরু করব আমরা। প্রথমে আনলোড করতে হবে, তারপর লোডিং।'

'জেথ্রু আর হসারকে দেখছি না?'

'ছুটিতে গেছে। যখনই কাজের চাপ বেশি পড়ে তখনি ছুটির দরকার হয়ে পড়ে ওদের। দু'জন নতুন লোক অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। ভোর ছ'টায় পৌঁছে যাবে তারা।' হঠাৎ ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকটা দেখে চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল ব্রনসনের। 'ওখানে ফুটোগুলো কিসের?'

'বুলেটের। টউলনের কাছাকাছি ট্রাকটা হাইজ্যাকের চেষ্টা করেছিল কারা যেন। আমি থামাইনি গাড়ি।'

'হাইজ্যাক! গোটা দুই ব্লু অ্যাঞ্জেল রেসিং কার হাইজ্যাক করে কি লাভ?'

'সেটা জিজ্ঞেস করিনি ওদের। আসলে থামাইনি। আমার ধারণা, ভুল খবর পেয়েছিল ওরা। এই ধরনের ট্র্যান্সপোর্টারে করেই সিগারেট বা হুইস্কির কারগো যায়। হয়তো আশা করেছিল দশ বিশ লাখ ফ্র্যাঙ্ক রোজগার হয়ে যাবে আজ। যাই হোক, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। আধঘণ্টার কাজ, তারপর খানিক স্প্রে গানের ফুশ মারলেই আবার নতুন হয়ে যাবে।'

'পুলিসে রিপোর্ট করতে হবে আমার কাল সকালে। যদিও কাজ কিছুই হবে না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ আইন অনুযায়ী রিপোর্ট না করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

ওরা চারজন এগোল গ্যারেজের দরজার দিকে। বেরিয়ে যাবার সময় সহজ ভঙ্গিতে চাইল রানা কালো সিট্রনটার দিকে। নাম্বার প্লেটের উপর লেখা—MF213K.

ঠিকই বলেছিল ব্রনসন—ভিলাটা বা তার ব্যবস্থাপনা আহামরি কিছু নয়। মোটামুটি কাজ [illegible] ার মতই অবস্থা। ছোট্ট ঘর। আসবাবের বালাই নেই বললেই চলে। সরু একটা সিঙ্গেল-বেড খাট, আর একটা কাঠের চেয়ার। চেয়ারটা শুধু বসবারই নয়, বেড সাইড টেবিলের কাজও দিয়ে থাকে। রাস্তার দিকের জানালায় পর্দার বালাই নেই, ফিনফিনে সরু জাল লাগানো রয়েছে পাল্লা দুটোয়। রাস্তা থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, ঘরের বাতি নেভানো। জানালার ধারে চুপচাপ বসে রয়েছে রানা, সামান্য ফাঁক করে বাইরে চোখ রেখে। জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই, একেবারে ফাঁকা রাস্তা।

আড়াইটা বাজছে রানার ঘড়িতে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। এখনও সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের? রাস্তায় বিফল হয়ে কি দমে গেল? অসম্ভব। আসবেই ওরা, জানে রানা। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর হঠাৎ কান খাড়া হয়ে গেল ওর। আবছা একটা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না? নাকি কল্পনা করছে সে? পাঁচ সেকেন্ড কান খাড়া রেখেই নিশ্চিত হলো রানা—আসছে। আবছা অন্ধকারে বিছানায় ফিরে এল সে, শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। ডান হাতটা ঢুকে গেছে বালিশের নিচে, আঁকড়ে ধরেছে দেড়ফুট লম্বা বালি-ঠাসা চামড়ার মোটাসোটা হান্টারের হাতল।

ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল দরজাটা। আধ-বোজা চোখে চেয়ে রয়েছে রানা, শ্বাস টানছে ঘুমন্ত মানুষের মত, গভীর। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। চেনা গেল না। যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল রানা, যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! কয়েক সেকেন্ড ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে এক পা পিছিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। আস্তে ভিড়িয়ে দিল দরজা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। উঠে বসল রানা, গাল ঘষল হাতের তালু দিয়ে, তারপর বিছানা ছেড়ে আবার গিয়ে বসল জানালার ধারে।

ভিলার সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল একজন লোক। লাইটপোস্টের ম্লান আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারল রানা লোকটাকে। ব্রনসন। রাস্তা পেরোল ব্রনসন। ঠিক তখুনি বাঁক নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল একটা ছোট্ট কালো গাড়ি। হেডলাইট নেভানো—সাইড লাইট জ্বলছে কেবল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ার নিউট্রাল করে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার গাড়ির। রাস্তার উপর দিয়ে টায়ারের মৃদু চড়চড় শব্দ তুলে এগিয়ে এল কালো পিচঢালা একটা রেনোয়া গাড়ি, থামল ব্রনসনের পাশে। নিচু হয়ে ঝুঁকে

কি যেন বলল ব্রনসন ড্রাইভারকে, গাড়ি থেকে নেমে এল বিশাল চেহারার এক লোক। ওভারকোট খুলে ভাঁজ করে পিছনের সীটে রেখে দিল লোকটা, পকেট থাবড়ে দেখল কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। ব্রনসনের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল, তারপর আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল ভিলার দরজার দিকে। ব্রনসন হেঁটে চলে গেল গ্যারেজের দিকে।

বিছানায় ফিরে এল রানা, জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল, চোখ দুটো আধ-খোলা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাইরে থেকে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল লম্বা-চওড়া লোকটা। পিছন থেকে আলো আসছে বলে চেহারাটা চেনা গেল না। তারের জাল ভেদ করে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। খড়-খড় শব্দে নাক ডাকাল রানা। শব্দটা শুনে মনে হলো খুশি হয়েছে, ডান হাতটা উপরে তুলে একটা ধাতব বস্তু পরীক্ষা করল লোকটা। এই বস্তুটি চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। বড়সড় একটা বিকটদর্শন পিস্তল। নলের দৈর্ঘ্য দেখে বোঝা গেল সাইলেন্সার ফিট করা আছে ওতে। ক্লিক করে সেফটি ক্যাচ অফ করবার শব্দ পাওয়া গেল। আর একবার ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করেই অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ামূর্তি জানালার সামনে থেকে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা বিছানা ছেড়ে। সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তলের তুলনায় বালি ভরা হান্টার অস্ত্র হিসেবে কিছুই না। কাজেই দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল সে, দরজার কজাগুলো যেদিকে তার থেকে ঠিক দুই ফুট দূরে।

বিশ সেকেন্ড কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে। পেটের মধ্যে কেমন যেন সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি বোধ করল রানা। অসহ্য লেগে উঠল শেষ কয়েক সেকেন্ডের প্রতীক্ষা। হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা এবার। দরজার হ্যানডেলটা নিচু হয়ে গেল খুব ধীরে ধীরে। তেমনি ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে আগের অবস্থায়, সেই সাথে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। একফুট আন্দাজ খুলেই থেমে গেল দরজা। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এল একটা মাথা।

বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ডান পা-টা উপরে তুলল রানা। পরমুহূর্তে দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি লাগাল দরজায় গায়ে, ঠিক কী-হোলের উপর। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল লোকটা। ঝট করে দরজাটা খুলল রানা। টলতে টলতে দুপা এগিয়ে এল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা ঘরের মধ্যে। দুই হাতে চেপে ধরেছে সে থ্যাঁতলানো নাক-মুখ। পিস্তলটা ধরাই আছে ডান হাতে। নাকটা তো গেছেই, দাঁত যে ঠিক কয়টা অবশিষ্ট আছে বোঝা গেল না আবছা আলোয়। বোঝার চেষ্টাও করল না রানা। ধাঁই করে চালাল হান্টার লোকটার কান সই করে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল, তারপরেই হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা মেঝের উপর। পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে আছে এখনও। ডান হাতের কব্জিটা পা দিয়ে চেপে ধরে খসিয়ে নিল রানা পিস্তলটা ওর হাত থেকে। দ্রুত হাতে সার্চ করল ওর সারা শরীর। বেল্টের নিচে পাওয়া গেল একটা ছুরির খাপ। ছুরিটা টান দিয়ে বের করে আনল রানা।

ছ'ইঞ্চি লম্বা ব্লেড, দু'দিকে তীক্ষ্ণ ধার, আগাটা সূচের মত চোখা।

পিস্তল পকেটে ফেলে ছুরিটা নিল রানা বাম হাতে। ডান হাতে ধরল লোকটার চুলের মুঠি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল ওকে।

দাঁড় করাবার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা—পটপট করে চুল ছিঁড়ে যায়, কিন্তু পাহাড় নড়ে না। বসা অবস্থাতেই মাজার উপর একটা মাঝারি লাথি কষাল সে। মুখে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।'

দুইহাতে মুখ ঢেকে যন্ত্রণায় ফোঁপাচ্ছে লোকটা, রানার কথা ঢুকছে না ওর কানে। ছুরিটা ঠেসে ধরল রানা ওর পিঠে। কোট, শার্ট ভেদ করে ছুরির ডগা চামড়ার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। এইবার পরিষ্কার শুনতে পেল রানার কথা। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুরিটা তেমনি ঠেসে ধরে আছে রানা। বলল, 'চলো, বেরোও ঘর থেকে।'

নিজের অবস্থাটা বুঝে নিয়েছে বিফল হত্যাকারী। ছুরিটা পিছন দিক থেকে হৃৎপিণ্ড বরাবর ঠেসে ধরা অবস্থায় কিছুই করবার নেই আদেশ মান্য করা ছাড়া। ভিলা থেকে বেরিয়ে শূন্য রাস্তা পার হলো দু'জন, দাঁড়াল এসে কালো রেনোয়ার পাশে। ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে বলল রানা ওকে, নিজে উঠল পিছনের সীটে। 'চালাও। সোজা পুলিস স্টেশন।'

গন্তব্যস্থল জানতে পেরে একেবারে মুষড়ে পড়ল লোকটা। ভাঙা গলায় বলল, 'চালাতে পারি না।'

পকেট থেকে হান্টার বের করল রানা। ঠিক একই জায়গায়, কানের উপর মারল আবার—এবার আগের চেয়ে একটু আস্তে। ককিয়ে উঠল লোকটা, ড্রাইভিং হুইল ধরে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'চালাও। সোজা পুলিস স্টেশন।' একই কথা একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল রানা। অর্থাৎ কথা না শুনলে একই ব্যাপার ঘটবে আবার—কানের উপর বাড়ি পড়বে হান্টারের।

রওনা হয়ে গেল ওরা। এক হাতে চালাচ্ছে লোকটা, অপর হাতে একটা রুমাল চেপে ধরে আছে রক্তাক্ত মুখে। পেট দিয়ে হুইলটা চেপে রেখে বদলাচ্ছে গিয়ার। ফাঁকা রাস্তা ধরে মিনিট দশেক চলবার পর পৌঁছল থানায়। অ্যাটনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সেন্ট্রির সামনে দিয়ে লোকটাকে প্রায় হেঁচড়ে টেনে নিয়ে অফিস-রুমে ঢুকল রানা। ধাক্কা দিয়ে একটা বেঞ্চের দিকে ওকে পাঠিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ডেস্কের কাছে। দু'জন ইউনিফরম পরা লোক বসে আছে ডেস্কের ওপাশে। একজন ইন্সপেক্টার, একজন সার্জেন্ট। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার দেখছে রানার মুখের দিকে, আবার দেখছে প্রকাণ্ড লোকটার রক্ত চটচটে থ্যাতলানো মুখের দিকে। থুক করে দুটো ভাঙা দাঁত ফেলল লোকটা, চকচকে মেঝের উপর রক্তাক্ত থুথু ফেলল।

রানা বলল, 'এই লোকটা সম্পর্কে কিছু নালিশ আছে আমার।'

নরম গলায় বলল ইন্সপেক্টার, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ওরই কিছু নালিশ আছে আপনার বিরুদ্ধে।'

'আগে আমার পরিচয় জানা দরকার আপনাদের,' পকেট থেকে পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করল রানা। কিন্তু সেদিকে না চেয়েই হাতের ইশারায় মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল ইন্সপেক্টার।

'পুলিসে কাজ করি ঠিকই, কিন্তু রেসের খবর রাখতে কেউ বারণ করেনি আমাদের। পরিচয়পত্র দেখাতে হবে না, আপনাকে ভাল করেই চিনি আমরা। কিন্তু মিস্টার রেনার, আমরা জানতাম আপনি রেস ড্রাইভিঙের সুপার স্টার, বক্সিং-এর কথা তো জানা ছিল না। ওদিকেও রেকর্ড করবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সার্জেন্ট মেঝের উপর বসা লোকটাকে, হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'মাই গড! বস্, এই তো ফ্রিজ হারম্যান।'

চমকে উঠল ইন্সপেক্টার। ঝট করে ফিরল লোকটার দিকে। এক সেকেন্ড পরীক্ষা করেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। 'বাঁধো! বাঁধো আগে, তারপর কথা! সেন্ট্রি···' দশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত কড়া লাগানো হয়ে গেল। একজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে গেল ওর পিছনে। রানার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টার। 'এর সাথে পরিচয় হলো কোথায়?'

'আমার ঘরে ঢুকেছিল। কিছুটা আহত করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত!' অবাক হয়ে চাইল ইন্সপেক্টার রানার মুখের দিকে। 'ওকে খতম করে তারপর নিয়ে এলেও কমিশনারের এক হাত লম্বা বাহবার চিঠি পেতেন আপনি। ভয়ঙ্কর ডাকাত! চারটে নরহত্যার অভিযোগ ঝুলছে ওর বিরুদ্ধে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে গত দুই বছর। আশ্চর্য! আপনার ঘরে ঢুকেছিল কি করতে?'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে পকেট থেকে ছুরি আর পিস্তলটা বের করে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল রানা। চোখ দুটো কপালে তুলে সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টার। চেয়ারে বসেই খাতা খুলল।

'এজাহারটা লিখে ফেলা যাক।'

'প্লীজ, আমার হয়ে আপনিই কাজটা করে দিন। জরুরী কাজ রয়েছে আমার। পরে এক সময় আসব আমি আবার। মুখে বলে দিয়ে যাচ্ছি। চলবে তাতে?'

'চলবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল রানা। টেপ করে নেয়া হলো কথাগুলো। বক্তব্য শেষ করল রানা এই বলে 'আমার ধারণা হারম্যান ডাকাতির উদ্দেশ্যে ঢোকেনি আমার ঘরে, ও এসেছিল আমাকে খুন করতে। কে ওকে পাঠিয়েছিল জানতে পারলে আমি সুখী হব।'

'সে ব্যাপারে ভাববেন না, মিস্টার রেনার। বিরাট এক উপকার করলেন আজ আপনি আমাদের।'

পারস্পরিক ধন্যবাদের পর বেরিয়ে এল রানা থানা থেকে। সোজা এসে উঠল রেনোয়াতে। আহত ফ্রিজ হারম্যানের থানায় পৌঁছতে লেগেছিল দশ মিনিট, ফিরতে রানার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। ঘরে ফিরল না সে। ব্লু অ্যাঞ্জেল গ্যারেজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পার্ক করল গাড়িটা রাস্তার পাশে। শুধু কোলাপসিবল গেটটাই নয়, বিশাল রোলার দরজাটাও এখন বন্ধ। কিন্তু আলো জ্বলছে ভিতরে, দরজার দু'পাশে লম্বা রেখা দেখা যাচ্ছে আলোর।

সীটে হেলান দিয়ে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বসে আছে রানা। এক মিনিট দুই মিনিট করে পেরিয়ে গেল বিশ মিনিট। তারপর বিশাল দরজার পাশের একটা সাইড ডোর খুলে গেল। তিনজন লোক বেরিয়ে এল বাইরে, নিভে গেল ভিতরের আলো। চতুর্থজন বেরিয়ে এসে তালা লাগাল দরজায়। রিউ গেরার্ডের ম্লান রাস্তার বাতিতেও পরিষ্কার চিনতে পারল রানা তিনজনকে। ব্রনসন, কাপলান আর হ্যানসিঙ্গার। চতুর্থ জনকে চেনা গেল না। কোন দিন দেখেনি রানা ওকে। কথাবার্তা যা হওয়ার ভিতরে থাকতেই হয়ে গেছে বোঝা গেল। বাইরে বেরিয়ে সোজা ভিলার দিকে এগোল ব্রনসন দ্রুতপায়ে। বাকি তিনজন একটা সিট্রনে উঠে ছেড়ে দিল গাড়ি। আলগোছে ব্যাক করল রানা রেনোয়াটা। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল সিট্রনকে একটি বাতিও না জ্বেলে। নানান রাস্তা ঘুরে নতুন শহরের দিকে চলল ওরা। সামনের গাড়ির ড্রাইভারের মধ্যে তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ নেই, তাই সহজ ভঙ্গিতে রানাও চলল পিছন পিছন। উচ্চবিত্তের আবাসিক এলাকা রিউ জর্জেস স্যান্ড-এ এসে পৌঁছল গাড়ি দুটো। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ, তারপরেই দু'পাশের বাড়িগুলোর বিশাল প্রাঙ্গণ ঘেরা উঁচু দেয়াল। বাঁক নিল সামনের সিট্রন, আধ মিনিট পর রানাও বাঁক নিল সেইদিকে, এবং চট করে জ্বেলে দিল হেডলাইট।

দেড়শো গজ সামনে থেমে দাঁড়িয়েছে সিট্রন। হ্যানসিঙ্গার নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে, খুলছে গেটের তালা। অপেক্ষমাণ গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা। গেটটা খুলে যাচ্ছে। গাড়ির আরোহীদের কেউ রেনোয়ার দিকে চাইল না পর্যন্ত।

সামনে বাঁক পেয়ে মোড় নিল রানা। ঘুরেই থেমে দাঁড়াল। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পিছনের সীট থেকে ফ্রিজ হারম্যানের ওভারকোটটা নিয়ে গায়ে চড়াল, কলার উঁচু করে দিল উল্টে। উঁকি দিয়ে দেখল রাস্তার উপর দেখা যাচ্ছে না সিট্রনটাকে, ঢুকে গেছে ভিতরে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার সামনে চলে এল সে। গেটের গায়ে লেখা আছে বাড়িটার নাম—লাভ লজ। নামটা বেখাপ্পা ঠেকল রানার কাছে। গেটের দু'পাশে দেয়ালগুলো এগারো ফুট উঁচু, মাথায় সিমেন্টের সাথে ভাঙা কাঁচ গাঁথা। গেটটাও সেই একই সমান উঁচু, উপরে অত্যন্ত চোখা শিক। গেট থেকে গজ বিশেক দূরে দোতলা বাড়ি, প্রচুর ব্যালকনিযুক্ত পুরানো ধরনের। উপর নিচ দুই তলাতেই ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ঠেলা দিয়ে দেখল রানা, গেটে তালা মারা। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে

পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করল সে। পছন্দসই একটা বেছে নিয়ে ঢুকিয়ে প্যাঁচ দিতেই খুলে গেল তালা প্রথম চেষ্টাতেই। কিন্তু সাথে সাথেই আবার চাবি মেরে দিয়ে পকেটে ফেলল রানা চাবির গোছাটা, সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে এল ওদিকের রাস্তার পার্ক করা রেনোয়ার দিকে।

ঠিক পনেরো মিনিট পর শহরের মাঝামাঝি এলাকার সরু একটা গলিতে ঢুকল কালো রেনোয়া। গাড়িটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটা জায়গা দেখে পার্ক করে রেখে হেঁটে এগোল রানা সামনে। কয়েক পা এগিয়েই ডান দিকের একটা ছ'তলা বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। চারতলায় উঠে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে, চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে। প্রায় সাথে সাথেই খুলে গেল দরজাটা। জাপানী ড্রেসিং গাউন পরা, সাড়ে পাঁচফুট লম্বা, রোগা-পাতলা এক পক্ককেশ বৃদ্ধ দেখল রানাকে আপাদমস্তক, হাসল, তারপর ইঙ্গিত করল ভিতরে ঢোকার জন্যে। সারা ঘরে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি, অনেকটা ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরির মত, আবার কিছুটা ফটোগ্রাফীর ডার্করুমের মতও লাগে। একপাশে পাতা রয়েছে দুটো আর্মচেয়ার। সেইদিকেই ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ রানাকে।

'ফিলিপ আমাকে আগেই সাবধান করেছিল, মিস্টার মরিস রেনার। বলে দিয়েছিল, দিনে বা রাতে যে কোন সময় হামলা আসতে পারে আপনার তরফ থেকে। কিন্তু এই ভোর রাতে যে এসে হাজির হবেন, কল্পনাও করতে পারিনি। বসুন।'

'বসবার সময় নেই, মিস্টার লুইগী। অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।' পকেট থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে বুড়োর হাতে দিল রানা। 'প্রত্যেকটা ছবির একটা করে এনলার্জড প্রিন্ট বের করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আছে কতগুলো?'

'গোটা ষাটেক মত হবে।'

'দুপুর নাগাদ হয়ে যাবে আশা করা যায়। চলবে?'

'চলবে,' বলল রানা। 'জাঁ কার্লো কি মার্সেইতে আছেন?'

'তার মানে কোড!' মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'জাঁ কার্লোর খোঁজ করা মানেই কোড ব্রেক করার প্রয়োজন। বাহ্, বেশ জমিয়ে তুলেছেন দেখছি! হ্যাঁ। আছে কার্লো। ওর রিপোর্টও পেয়ে যাবেন সন্ধের দিকে আশা করা যায়।'

'ভেরি গুড। অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

বেরিয়ে এল রানা। স্থির করল, এখুনি দেখা করা দরকার ব্রনসনের সাথে। গ্যারেজ থেকে ফিরেই ব্যাটা নিশ্চয়ই রানার কামরাটা পরীক্ষা করে দেখেছে। রানাকে না দেখে নিশ্চিত হয়েছে—ধরে নিয়েছে, খুন করে লাশটা নিয়ে চলে গেছে ফ্রিজ হারম্যান, ফেলে দেবে উপযুক্ত জায়গায়, কিংবা ডুবিয়ে দেবে পাথর বেঁধে পানিতে। ভোর ছয়টায় রানা যদি কাজে গিয়ে যোগ দেয় তাহলে আঁৎকে তো উঠবেই, সারা রাত রানা কোথায় ছিল, কি করেছে, ইত্যাদি

নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে শুরু করে দেবে, তার চেয়ে এখনই দেখা করে ওকে চমকে দেয়া ভাল।

কাছেই একটা গলিতে গাড়িটা রেখে ভিলায় এসে ঢুকল রানা। ঢুকেই দেখতে পেল একগোছা চাবি হাতে করিডর ধরে দরজার দিকে এগোচ্ছে ব্রনসন। খুব সম্ভব ব্যক্তিগত কিছু সুবিধের জন্যে কোন কারসাজির উদ্দেশ্যে চলেছে গ্যারেজের দিকে। রানার উপর চোখ পড়তেই মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল ওর মুখ, চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত। দৃষ্টিতে নির্জলা আতঙ্ক। রেনারের ভূত দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুত সামলে নিল ব্রনসন। অস্বাভাবিক উত্তেজিত চড়া গলায় বলল, 'ভোর চারটে বাজে! কোথায় গিয়েছিলে, রেনার?'

'তুমি আমার মনিব নও, ব্রনসন,' হাসিমুখে বলল রানা।

'মনিব না হতে পারি, কিন্তু ইমিডিয়েট বস্।' পুরোপুরি সামলে নিয়েছে ব্রনসন। 'আর দ্বিতীয়বারের মত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ব্রনসন নয়, মিস্টার ব্রনসন। কোথায় ছিলে? একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে। থানায় খবর দিতে চলেছিলাম।'

'তাই নাকি?' হাসল রানা। 'মজার ব্যাপার কি জানো, থানা থেকেই ফিরছি আমি।'

'থানা থেকে!' বিস্মিত ব্রনসনের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'থানা থেকে ফিরছ মানে?'

'মানে থানা থেকে ফিরছি। অন্ধকার ঘরে চুপিচুপি ঢুকেছিল এক ব্যাটা ছুরি-পিস্তল নিয়ে। আচ্ছা মত পিট্টি লাগিয়ে থানায় দিয়ে এসেছি ব্যাটাকে। সাতদিনের আগে উঠতে পারবে না হাসপাতালের বিছানা ছেড়ে।'

'চোর?'

'কিংবা ডাকাত।'

'ঘরে চলো। ব্যাপারটা ভাল করে শুনতে হয়।'

ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে রেখে ঢেকে ব্রনসনকে যতটা বলা যায় বলল রানা। তারপর জানিয়ে দিল ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে ঘুম আসছে ওর, দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে এবার।

ব্রনসন বেরিয়ে যেতেই আবার কাপড় পরল রানা। জানালার ধারে বসে রইল চুপচাপ। মিনিট পাঁচেক পর রাস্তায় বেরিয়ে এল ব্রনসন, হাতে চাবির গোছা। দ্রুতপায়ে চলে গেল সে গ্যারেজের দিকে। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল রানাও। এবার ঘরের দরজায় চাবি লাগাতে ভুলল না। ব্রনসন যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে চলে গেল রানা রেনোয়া নিয়ে, আধমাইল গিয়ে আবোল তাবোল কয়েকটা বাঁক ঘুরল, তারপর একটা রাস্তায় আরও কয়েকটা গাড়ির পাশে রেনোয়া পার্ক করল। টাইয়ের গিট ঢিল করে, রিস্টওয়াচে পৌনে ছয়টার অ্যালার্ম দিয়ে, ছোটখাট একটা ঘুমের প্রস্তুতি নিল সে এতক্ষণে। ঘুমের আগে জানালাগুলোর কাঁচ তুলে দিয়ে ভিতর থেকে

দরজায় লক করতে ভুলল না।

নয়

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ট্র্যান্সপোর্টার। খুশিমনে রানার পাশে উঠে বসল হ্যারি আর জ্যাকিউস। এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

'ঠিক আছে, রওনা হয়ে যাও তোমরা,' বলল ব্রনসন। 'তোমাদের ঘণ্টা দুয়েক পরে পৌঁছব আমি ভিগনোলেসে। কয়েকটা কাজ সেরে আসতে একটু দেরি হবে।'

কেন দেরি হবে, কি কাজ, সে কথা জিজ্ঞেস করল না রানা। কারণ জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে উত্তর শুনতে হবে। তাছাড়া রানার জানাই আছে জরুরী কাজটা কি। রিউ জর্জেস স্যান্ডের লাভ লজে যেতে হবে ওকে, সহকর্মীদের জানাতে হবে হারম্যানের বিফল মিশনের কথা, পরিণতির কথা। কাজেই কোন প্রশ্ন না করে মাথাটা সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

আজকে রানা আর রেসিং-মুডে নেই দেখে নিরতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল হ্যারি আর জ্যাকিউস। মাঝারি স্পীডেই ভিগনোলেসে পৌঁছে গেল ওরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে তিনজনেরই।

রেসট্র্যাকের পাশে চারকোনা মার্কা দালান। শেষ প্রান্তে রেস্তোরাঁ। ট্র্যাকের পাশে ট্র্যান্সপোর্টারটা ছেড়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ওরা রেস্তোরাঁয়। বেশ জমজমাট হয়ে রয়েছে রেস্তোরাঁটা। বেশির ভাগ লোকই রেসট্র্যাকের অফিসার বা কর্মচারী। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমেরও রয়েছে কয়েকজন। চিনল রানাকে, কিন্তু একজনও কোন রকম আভাস দেখাল না যে চেনে। রানার পদাবনতির খবর জেনে গেছে সবাই। এমনিতেই কেউ পছন্দ করত না ওকে, কারও সাথে মিশত না বলে দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক মনে করত। গার্বারের মৃত্যুর পর সবার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ওর উপর, কিন্তু ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার বলে কেউ কোন ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিল—এইবার সুযোগ পাওয়া গেছে, সবাই চেষ্টা করছে অবহেলা দেখিয়ে কিছুটা উশুল করে নিতে। কারও তোয়াক্কা না রেখে কোণের একটা টেবিল দখল করল রানা। চুপচাপ খেয়ে উঠল। বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ঢুকল জুলিয়া। সবার অবহেলা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিল জুলিয়া এক নিমেষে। ঝিক করে হেসে উঠল, আশে পাশের সবার কথা ভুলে ছুটে এসে ধরল রানার হাত, টেনে নিয়ে গেল বাইরে।

'নোংরা ভূত কোথাকার! সারা মুখে দাড়ি গিজগিজ করছে, গন্ধ ছুটে গেছে গা থেকে! ইল্লত! মানুষ না জন্তু তুমি একটা!'

'আসলে কোনটাই না,' বলল রানা। 'দুটোর মাঝামাঝি অবস্থায় আছি

আমি এখন। আজ রাত নাগাদ পুরোপুরি জন্তু হয়ে যাব।'

'বাবা ডাকছে। পাঁচ নম্বর কামরায় তোমার জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখেছি। শেভটেভ করে চলে এসো।'

এগোতে যাচ্ছিল, টেনে দাঁড় করাল জুলিয়া রানাকে। বলল, 'দারুণ ভয় লেগেছিল কাল রাতে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি দুশ্চিন্তায়। তেমন কোন বিপদ আপদ হয়নি তো, মাসুদ ভাই?'

'না, তেমন কিছু হয়নি।'

বিশ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে, শেভ করে, ভাল জামা-কাপড় পরে ফিলিপ কার্টারেটের ঘরে গিয়ে ঢুকল রানা। গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে দুই বুড়ো।

সংক্ষেপে জানাল রানা গতরাতের সব ঘটনা। রানার কার্যকলাপের বিবরণ শুনে অবাক হলো কার্টারেট, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলল না।

'এইবার? এখন কি করবে?'

'ল্যান্সিয়া নিয়ে ফিরে যাব মার্সেই। লুইগীর ওখানে খোঁজ নেব ছবিগুলোর কতদূর কি হলো। তারপর যাব ফ্রিজ হারম্যানকে খানিক সহানুভূতি জানাতে।'

'তোমার মনে হয় কথা বের করা যাবে ওর মুখ থেকে?'

'পুলিস তো কথা দিয়েছে, চেষ্টার ত্রুটি করবে না। দেখা যাক।'

'ওখানেই থেকে যাবে, না ফিরে আসবে?'

'ঠিক নেই। খুব সম্ভব ফিরে আসব। আমি চাই ওরা মনে করুক আমি ভিগনোলেসে রাত কাটাচ্ছি। কিন্তু যদি ফিরে আসবার সুযোগ না পাই, সেজন্যে কয়েকটা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ডেলিভারি নেব আমি এখনি। আজ রাতে ঢুকব আমি লাভ লজে। আমার প্রথম দরকার একটা পিস্তল।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল হ্যামার। চোখজোড়া ছোট হয়ে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। রানা বুঝল, দ্রুত চিন্তা চলছে বৃদ্ধের মাথায়। রানার বিচার-বুদ্ধির উপর ঠিক কতটা নির্ভর করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল কার্টারেট কয়েক সেকেন্ডে। তারপর কোনকথা না বলে উঠে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টেবল টাইপ রাইটারের সামনে। বিছানার উপর ওটা উপুড় করে শুইয়ে পিছনের প্লেটটা খুলে ফেলল। পাশাপাশি সাজানো রয়েছে দুটো পিস্তল, দুটো সাইলেন্সার, আর দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

'বেছে নাও, যেটা খুশি।'

ল্যুগারটাই পছন্দ হলো রানার। রিলিজ বাটন টিপে বের করে আনল ম্যাগাজিনটা। স্লাইড টেনে বের করল চেম্বারের গুলিটা। অভ্যস্ত দক্ষতার সাথে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখল, হাঁ করে ওর হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে ফিলিপ কার্টারেট। চট করে পিস্তলটা পকেটে ফেলে সাইলেন্সার আর স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা তুলে নিল রানা।

'পিস্তলের ব্যবহারও শখ করে শিখেছিলে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল

কার্টারেট।

'না। দায়ে পড়ে।' বলল রানা। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সব বাঙালীকেই শিখতে হয়েছে এসবের ব্যবহার।'

'কিন্তু...' হঠাৎ ছটফট করে উঠল মাইকেল হ্যামার। ছেলেটাকে এইভাবে বিপদের মুখে কি করে পাঠাচ্ছ তুমি, জেমস? থুড়ি, ফিলিপ? তুমি না হয় ইন্টেলিজেন্সের লোক, তোমার এসবের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে এসবের মধ্যে...'

'ডিকটেশন আমি দিচ্ছি, না ও দিচ্ছে, মাইক? তুমি তো সামনেই রয়েছ, এসব ব্যাপারে আমি ওকে কোন পরামর্শ দিয়েছি?'

'কিন্তু সাহায্য করছ। তোমার দায়িত্ব কিন্তু এড়াতে পারবে না এই কথা বলে। ওর কোন বিপদ ঘটলে তুমি হবে তার জন্যে দায়ী। আমি বলি কি, এসবের কোন দরকার নেই, সোজা পুলিসে খবর দাও।'

'লাভ লজ কার বাড়ি, জানা নেই তোমার?'

'জানি। রুডলফ গুন্থারের। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ওই বাড়িতে যদি কোন বেআইনী কাজ...'

'কোন প্রমাণ আছে তোমার হাতে?' বলল কার্টারেট। 'প্রমাণ ছাড়া ওই বাড়িতে ঢোকাতে পারবে পুলিস? অথচ ওই বাড়িতেই রয়েছে তোমার স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার চাবিকাঠি। বেআইনীভাবে ঢুকতে হবে আমাদের, পুলিসের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'সেক্ষেত্রে আমি যাব ওর সাথে,' ঘোষণা করল বৃদ্ধ। 'ওকে একলা এইভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'আপনি গেলে আমার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি, মিস্টার হ্যামার। আপনাকে নিয়ে ওই বাড়িতে আমি ঢুকব না। আমি যতক্ষণ না মুখ খুলছি ততক্ষণ ওরা জানতে পারছে না, ঠিক কি উদ্দেশ্যে ঢুকেছি আমি ওখানে। কিন্তু আপনি যদি ধরা পড়েন, কারও মনে কোন সন্দেহ থাকবে না কি উদ্দেশ্যে আপনি গেছেন। আপনার স্ত্রীর মৃত্যুও ঘটতে পারে এর ফলে।'

কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারল না মাইকেল হ্যামার। তবু আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু তাই বলে...তুমি কেন...ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে...' থেমে গেল সে। পরিষ্কার বুঝতে পারল বাজে বকছে সে। পুলিস যদি না যায়, রানাও যদি না যায়, তাহলে কে যাবে? প্রায় অথর্ব বৃদ্ধ ফিলিপ কার্টারেট? মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কপাল কুঁচকে আছে চার ভাঁজ হয়ে।

'আর কি লাগবে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কার্টারেট।

'ছালা বা তেরপল জাতীয় কিছু জিনিস লাগবে। আর লাগবে একটা মাথায় হুক লাগানো বারো ফুট আন্দাজ রশি। এক্ষুণি লাগবে না, কিন্তু তৈরি রাখবেন। যদি বিকেলে ফিরতে পারি তাহলে লাগবে ওসব।' উঠে দাঁড়াল

রানা। 'এবার চলি তাহলে।' বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জুলিয়াকে খুঁজে বের করতে হলো ল্যান্সিয়ার চাবির জন্যে। বিদায় জানাতে গিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেল জুলিয়া, এবং টের পেল পিস্তলের অস্তিত্ব। চট করে রানার পকেট থেকে বের করল সে পিস্তলটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'আমিও যাব।'

'সবাই দেখি আজ আমার সঙ্গী হতে চাইছে। আমি যে কাজে যাচ্ছি সে কাজ তোমার জন্যে নয়, জুলিয়া। প্লেযার ট্রিপ হলে খুশি হয়েই নিতাম তোমাকে।'

'আবার বিপদের মধ্যে যাচ্ছ তুমি, রানা। আমি সাথে থাকলে তোমার অনেক সুবিধে হবে। হয়তো সাহায্য করতে পারব দরকারের সময়।'

'এখানে এই ভিগনোলেসে বসেই তুমি বেশি সাহায্য করতে পারবে আমাকে। টেস্ট ট্র্যাকে গাড়ি চালাতে আসবে হ্যানসিঙ্গার। দূর থেকে নজর রাখবে ওর উপর।'

'হ্যানসিঙ্গার?' ভুরু কুঁচকে বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করল জুলিয়া। 'হ্যানসিঙ্গারের ওপর নজর রাখব? ঠাট্টা করছ? যা-তা একটা কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছ।'

'আর লক্ষ রাখবে কাপলান আসে কিনা এখানে। ওরা কে কি করে তার রিপোর্ট দেবে আমি বিকেলে ফিরে এলে। ভাল কথা, ব্রনসনের ওপর নজর রাখতেও ভুলো না। খেয়াল রেখো, দূর থেকে। আই রিপিট—দূর থেকে। ভুলেও কাছে যাবে না ওদের।' পিস্তলটা জুলিয়ার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরল রানা।

'কিন্তু তুমি কেন, রানা?' রানার হাত ধরল জুলিয়া এবার। 'পুলিসে খবর দেয়া হচ্ছে না কেন? বাবা ইচ্ছে করলেই ডুক্সেম ব্যুরোর সাহায্য পেতে পারে, তা না করে তোমাকে পাঠাচ্ছে কেন, বিপদের মধ্যে?'

'তোমার বাবা পাঠাচ্ছে না আমাকে,' বলল রানা। 'আমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি। তবে তিনি জানেন কেন আমি এই ঝুঁকি নিচ্ছি নিজের ঘাড়ে।' কণ্ঠস্বর খানিকটা নিচু করল রানা। 'প্রথমত, আইনের আওতার মধ্যে কাজ করতে হয় পুলিসকে, আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেটা ওদের দ্বারা কোনদিনই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী সাহায্য নিলে বাঁচানো যাবে না মাইকেল হ্যামারকে। তার স্ত্রী তো মারা যাবেই, তাকে নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে কোর্ট-কাচারীতে। তুমি চাও বুড়ো লোকটা বিপদে পড়ুক? এমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে বেচারা ব্যাকমেইলিঙের শিকার হয়ে, তুমি চাও একেবারে শেষ হয়ে যাক মানুষটা, ভেঙে চুরে মিশে যাক মাটির সাথে?'

'তা কেন চাইব? কোনদিনই চাইব না সেটা।'

'কাজেই সরে দাঁড়াও। মাইকেল হ্যামারের মত একজন মহৎ লোক বিপদে পড়ুক সেটা তোমার বাবাও চান না, তুমিও চাও না, আমিও না। অতএব, আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সো লঙ,

হয়তো নতুন কোন খবর দিতে পারব বিকেলে। চলি।'

লুইগীর ল্যাবরেটরিতে মুখোমুখি দুটো আর্ম-চেয়ারে বসে আছে রানা আর লুইগী। রানার হাতে কোয়ার্টার সাইজের একরাশ গ্লসি ফটোগ্রাফ। একের পর এক দেখছে রানা দ্রুত। বলল, 'নিজের প্রশংসা নিজের করা ঠিক না, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, দারুণ কিছু ছবি তুলেছি। আপনি কি বলেন?'

'হ্যাঁ,' বলল লুইগী। 'যোগ বিয়োগের অঙ্ক, গাড়ির পার্টস, আর কোডেড ঠিকানাগুলো যদি মহিলা হত দারুণ খুশি হত আপনার উপর। যাই হোক, ওসব থেকে কিছু মজার তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। বিশেষ করে মাইকেল হ্যামার আর ব্রনসনের কাগজগুলো। গত দুই মাসে প্রায় দশ লাখ ডলার খরচ করেছে মাইক হ্যামার। মজার খবর নয়?'

'কার নামে জমা হলো জানা গেছে?'

'কারও নামে নয়। জুরিখের একটা নামহীন নাম্বারড অ্যাকাউন্ট। অবশ্য ক্রিমিনাল অ্যাক্ট, বিশেষ করে খুনের প্রমাণ সংগ্রহ করা গেলে মালিকের নাম জানাতে বাধ্য হবে ওরা।'

'প্রমাণ দেয়া খুব কঠিন হবে না,' বলল রানা।

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল লুইগী। বলল, 'দ্যাটস গুড। আপনাদের ব্রনসন বাবাজীও কম মজার চরিত্র নয়। ভদ্রলোক পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মেকানিক। তারিখ হিসেব করে দেখা গেছে, বিরাট বিরাট অঙ্কের টাকা পেমেন্ট পেয়েছে সে প্রায় প্রত্যেকটা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের দু'তিনদিন পর।'

'বাহ্! রোজগারের ভাল রাস্তা বের করেছে আমাদের চীফ মেকানিক। কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের কি খবর?'

'মোটামুটি একই খবর। তবে কোডগুলো এখনও ব্রেক করা যায়নি। মাথা ঘামাচ্ছে জাঁ কার্লো। আশা করি সন্ধে নাগাদ বেরিয়ে যাবে। রানাকে ছবিগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে হাত বাড়াতে দেখে বলল, 'আপনি নিতে পারেন ওগুলো। আমার কাছে ডুপ্লিকেট আছে।'

'পকেটে ডিনামাইট নিয়ে ঘুরতে পারব না আমি। থাক ওগুলো আপনার কাছেই। আজই আর একবার দেখা করব আপনার সাথে। এখন চলি।' গুড বাই।'

লুইগীর চারতলা ফ্ল্যাট থেকে নেমে সোজা থানায় গিয়ে হাজির হলো রানা। ভোর রাতের সেই একই ইন্সপেক্টারকে পাওয়া গেল ডেস্কে। কিন্তু হাসি খুশি ভাবটা বেমালুম উবে গিয়েছে ওর চেহারা থেকে।

'কি খবর? গান গাইল আপনার ময়না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাহ্।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টার। রানাকে ইঙ্গিত করল বসবার। 'একেবারে চুপ হয়ে গেছে ময়না। গান তো দূরে থাকুক...'

'তার মানে?' চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল রানার। চেয়ার টেনে

নিয়ে বসল।

'ওষুধই কাল হয়েছে ব্যাটার। এমনই দুরমুজ দিয়েছিলেন যে ঘন্টায় ঘণ্টায় ব্যথা দূর করার ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হয়েছিল ডাক্তারকে। কেবিনের ভেতর-বাইরে দুই দু'গুণে চারজন পুলিস ছিল পাহারায়। দুপুর বারোটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে সোনালী চুলওয়ালী অপূর্ব সুন্দরী এক নার্স এসে গর্দভগুলোকে...'

'গর্দভগুলোকে?'

'হ্যাঁ। আমার সার্জেন্ট, আর তিনজন সেপাই। গর্দভ। একগ্লাস পানি আর দুটো ট্যাবলেট রেখে গিয়েছিল নার্স বেডসাইড টেবিলে, সার্জেন্টকে বলে গিয়েছিল যেন ঠিক বারোটার সময় ওগুলো খাওয়ানো হয় ওকে ঘুম থেকে তুলে। ঠিক সময়মত হারম্যানকে ঘুম থেকে তুলে নিজ হাতে খাইয়েছিল সার্জেন্ট ওষুধগুলো।'

'কি ওষুধ?'

'সায়ানাইড।'

মার্সেইর হোটেল স্প্লেনডিডে অত্যন্ত দামী আসবাব পত্রে সুসজ্জিত একখানা তিন কামরার স্যুইটে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে বসে আছে রুডলফ গুস্থার। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। প্রবল বেগে নাচাচ্ছে এক পা আরেক পায়ের উপর তুলে, বাঘের চামড়ার স্যান্ডেলটা খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে তার ফলে।

খানিক শুনবার পর বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গুস্থার। বলল, 'কিন্তু হারম্যানকে শেষ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে না। ফিল্মটা উদ্ধার করা যায়নি এখনও। তোমরা খামোকা সময় নষ্ট করছ। জানো তুমি, রেনার লোকটা আসলে কে?'

'যে-ই হোক, স্যার,' ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল। 'আজ সন্ধের মধ্যে...'

'রাখো তোমার সন্ধে। অনেক সন্ধে দেখেছি। শোনো, ওভাবে হবে না ও হচ্ছে পৃথিবীর সেরা দশজন এজেন্টের একজন। ওর আসল নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক। ইটালিয়ানও নয়, রেস ড্রাইভারও নয়। ইমিডিয়েটলি যদি ওকে শেষ করে দিতে না পারো, শেষ হয়ে যাবে তোমরাই। কাজেই যেমন ভাবে পারো, রিপিট, যেমন ভাবে পারো খতম করো ওকে, যত শীঘ্র সম্ভব।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর একটা কথা, নিজেদের ক্ষমতাকে ওভার-এস্টিমেট করবে না।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আমি অপেক্ষা করছি। যখন যেখানে যা ঘটবে, সবচেয়ে আগে জানাবে আমাকে।'

শেষের 'ইয়েস, স্যার'টা না শুনেই নামিয়ে রাখল গুস্থার টেলিফোনের

রিসিভার। পুরু কার্পেটের উপর ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল অস্থির পদে। প্রথমে জেমস মিচেলের পরিচয়, পরে মরিস রেনারের পরিচয় জানতে পেরে ভিতর ভিতর দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সে।

সন্ধের আগেই পৌঁছল রানা ভিগনোলেসে।

পথে একটা ফেরারীকে পিছু ধাওয়া করতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। যা করবার করতে হবে আজ রাতেই। হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। খোলাখুলি এইভাবে পিছু ধাওয়া করবে, এতটা কল্পনা করেনি রানা। ফেরারীর চালককে না দেখেও ওর গাড়ি চালাবার ভঙ্গি দেখেই টের পেয়েছে রানা, মার্কাস কাপলান। সাথে আরও চারজন লোক ছিল। রানার সাথে রাজপথের উপর রেস দেয়ার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই ধাওয়া করেনি ওরা। সালেহীনের বোতাম বাঁচিয়ে দিয়েছে রানাকে এ যাত্রা। কাপলানকে তাজ্জব করে দিয়ে চোখের সামনে ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেছে ল্যান্সিয়াটা।

জুলিয়ার কাছে জানা গেল, রানা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার ঘন্টা দেড়েক পরে পৌঁছেছিল ব্রনসন আর হ্যানসিঙ্গার। এসেই কাজে লেগে গিয়েছিল ব্রনসন দুই সহকারী নিয়ে। আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিল হ্যানসিঙ্গার। বেলা চারটে নাগাদ, সবাই যখন রেসট্র্যাকে ব্যস্ত, এসেছিল মার্কাস কাপলান ওর লাল ফেরারীতে করে।

'গাড়িটা পার্ক করেছিল ট্র্যান্সপোর্টারের খুব কাছাকাছি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'আন্দাজে। কাপলান গেল কখন?'

'ছ'টা নাগাদ। হ্যানসিঙ্গারও চলে গেছে ওর সাথে।'

হলরুমে এসে ঢুকল মাইকেল হ্যামার। হন্তদন্ত ভাব।

'হ্যারি আর জ্যাকিউসকে পাওয়া যাচ্ছে না।' বলল হ্যামার রানাকে দেখেই।

কিছুমাত্র বিচলিত ভাব প্রকাশ পেল না রানার মধ্যে। বলল, 'বিকেল পাঁচটার পর আর কেউ দেখেনি ওদের।'

'ঠিক। তুমি জানলে কি করে?'

'সেই সময়ে নিশ্চয়ই কাজ করছিল ওরা ট্র্যান্সপোর্টারে? ব্রনসনের সাথে?'

'অন্তর্যামী নাকি লোকটা! তুমি জানলে কি করে?'

'আন্দাজে। এটাও জানি, ওদেরকে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না আর।'

'তার মানে?' চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের।

'মানের ব্যাখ্যা পরে দেয়া যাবে। আগে শোনা যাক, ব্রনসনের বক্তব্য কি?'

'চা খেতে গিয়েছিল ওরা। এক ঘণ্টা পার হয়ে যায় তবু যখন ফেরে না তখন খোঁজ খবর শুরু করে ও।'

'রেস্তোরাঁর লোকেরা কি বলে? চা খেতে গিয়েছিল ওরা?' হ্যামারকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তাহলে যদি পাওয়া যায়, দুটো লাশ পাবেন। খুব সম্ভব একটা লাল ফেরারীতে চড়ে নিরুদ্দেশের পানে পাড়ি দিয়েছে ওরা।

'লাল ফেরারী? কাপলানের?'

'যাই হোক, যা দেখা উচিত ছিল না তাই দেখে ফেলেছিল বেচারারা। শুধু ওরাই নয়, মার্সেই গ্যারেজের মেকানিক জেথু আর হসারও গেছে ওই একই কারণে একই গন্তব্যস্থলের দিকে। ব্রনসনের বক্তব্য অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে ওরা। আসলে চিরদিনের জন্য ছুটি দেয়া হয়েছে ওদের।'

'তুমি বলতে চাও, আমাদের ব্রনসন...'

'হ্যাঁ। আপনার প্রিয় চীফ মেকানিক হুগো ব্রনসন।' রানার বক্তব্য শুনে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল জুলিয়া, ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ব্যাপারটা, আপত্তিকর মন্তব্য মনে হতে পারে আমার কথাটা, কিন্তু যা বলছি তা সত্য। ফটোগ্রাফিক প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীও আর কেউ নয়, এই ব্রনসন। ক্লারমন্টফেরান্ড রেসট্র্যাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল ও আমাকেও। আমার দোষে মৃত্যু হয়নি গার্বারের, মারা গেছে ব্রনসনের কারসাজিতে। আজ দুপুর ঠিক বারোটার সময় ওরই ইঙ্গিতে খুন হয়েছে ফ্রিজ হারম্যান বলে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত।'

কথাটা কানে গেল ফিলিপ কার্টারেটের ঘরে ঢুকেই। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল তার। বলল, 'তাই নাকি! কিভাবে মারা গেল? পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলে না তুমি তাকে?'

'দিয়েছিলাম। হাসপাতালে ব্যথা দূর করবার ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ওকে। চিরতরে দূর হয়ে গেছে ওর সব ব্যথা। সায়ানাইড। হারম্যানকে ধরে থানায় দিয়ে এসেছি, এমন ভাবে পিটিয়েছি, যে কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হবে ওকে হাসপাতালে—এ খবর ব্রনসন ছাড়া আর কেউ জানত না। পুলিসের কাছে কোন কিছু স্বীকার করবার আগেই মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো ওর।'

'আশ্চর্য! দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে আমার কাছে!' একটা সোফায় বসে পড়ল মাইকেল হ্যামার। 'ব্রনসন? আমাদের ব্রনসন! বিশ্বাস করি কি করে?'

'সত্যিই, হুগো ব্রনসনের ব্যাপারে একথা ভাবাই যায় না,' বলল জুলিয়া।

'ভাবা যাক আর না যাক, দয়া করে ওর থেকে দূরে থেকো। ওর একশো গজের মধ্যে যাওয়া তোমার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করি না আমি। যাই হোক, ও কোথায় এখন?'

'পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে হ্যারি আর জ্যাকিউসকে। ওর সিট্রনে করে।'

'সুসংবাদ। আমি এবার তৈরি হয়ে রওনা হয়ে যেতে চাই। হুক বাঁধা রশি আর ত্রিপল জোগাড় হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমার গাড়িতে সেগুলো তোলার ব্যবস্থা করুন দয়া করে। আধ-ঘন্টার মধ্যে রওনা হয়ে যাব আমি।'

দশ

ভিগনোলেসের দক্ষিণে একটা মোড়ের কাছাকাছি ব্রেক চেপে ল্যান্সিয়াকে সাইড দিল একটা কালো সিট্রন ডি. এস.। সাঁ করে বেরিয়ে গেল ল্যান্সিয়া। সিট্রনের ড্রাইভিং সীটে বসা ব্রনসন হাতের তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল চিন্তিত ভঙ্গিতে, আবার ভিগনোলেসের দিকে ঘোরাল গাড়িটা। রাস্তার ধারে প্রথম যে টেলিফোন বুদটা পাওয়া গেল তার পাশে দাঁড় করাল গাড়ি।

নির্দেশ পেয়ে ফিরে এল ব্রনসন চৌকোনা-মার্কা বাড়িটায়। মাইকেল হ্যামারকে কোথাও না পেয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল, এমনি সময় নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ফিলিপ কার্টারেট। ওকে দেখেই ভুরু নাচাল বৃদ্ধ।

'কি হে, কি খবর? খোঁজ পাওয়া গেল কিছু?'

'নাহ্,' বলল ব্রনসন। 'তবে লা বিউসেট থেকে পুলিস জানাচ্ছে যে হ্যারি আর জ্যাকিউসের মত দেখতে দু'জন লোককে দেখা গেছে সেখানে। আমি যাচ্ছি সেখানে। মিস্টার হ্যামার কোথায়?'

'আশেপাশে কোথাও যদি না থাকে তাহলে ঘুমাচ্ছে নিজের ঘরে। গাড়িটা তো রয়েছে বাইরে পার্ক করা।'

'হ্যাঁ। সেটা দেখেই তো খোঁজ করছি। আমার গাড়ির ব্রেক ফেল করেছে, একটা গাড়ি বিশেষ দরকার। ঘুমিয়ে পড়েছে…' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের মনে বলল ব্রনসন, 'এখন জাগিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। অ্যাস্টনের স্পেয়ার কী রয়েছে আমার কাছে, ভাবছি না বলেই নেয়া ঠিক হবে কিনা…'

'আমার মনে হয় তুমি নিলে কিছুই মনে করবে না মাইক। তাছাড়া যে কাজে যাচ্ছ, সেটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। বরং খুশিই হবে। শুধু তোমার নয়, ওরা দু'জন মাইকেরও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।'

'ঠিক বলেছেন।' খুশি হয়ে উঠল ব্রনসন। 'ঘুম থেকে উঠে যদি খোঁজ করেন, তাহলে বলবেন, আমি নিয়েছি।'

দ্রুতপায়ে চলল ব্রনসন গাড়িটার দিকে।

ফরাসী পুলিসের তোয়াক্কা না রেখে প্রথমে একশো দশ কিলোমিটারের গতি-সীমা লংঘন করল রানা, তারপর ভাবল, আইন যখন ভেঙেছি, ধরা পড়লে শাস্তি হবে—কম করে ভাঙলে যে কম শাস্তি হবে তা যখন নয়, ভালমত ভাঙাই দরকার। উড়ে চলল ল্যান্সিয়া। স্পীড মিটারের কাঁটা গিয়ে ঠেকেছে দুশো দশে।

পিছনে মৃদু খশ খশ শব্দ শুনে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে পিছনে। মনের ভুল। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই আছে। হুক বাঁধা রশি, একটা

ফার্স্ট এইড বক্স, গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি ভরা একখানা ক্যানভাসব্যাগ, একটা সতরঞ্চির মত পুরু ত্রিপল—যেটা যেমন ছিল তেমনি আছে। হয়তো অযত্নে রাখা ত্রিপলটার এক কোনা বাতাস লেগে বাড়ি খাচ্ছে কোথাও—ভেবে মন দিল রানা গাড়ি চালনায়।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ধীরে ধীরে স্পীড কমিয়ে আনল রানা। এসে গেছে মার্সেই। প্রায়। আরও মাইল খানেক গিয়ে লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে থেমে দাঁড়াল ল্যান্সিয়া। অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নেই রানার চেহারায়; কোন লক্ষণ নেই অসিহষ্ণুতার—আঙুল দিয়ে গাড়ির ছাতে টপাটপ তবলা বাজানো নেই, অনর্থক অ্যাক্সিলারেটার টিপে আওয়াজ করা নেই, একেবারে স্থির শান্ত হয়ে গেছে সে কাজে নামার পূর্ব মুহূর্তে। কিন্তু এত শান্তশিষ্ট মানুষটাও আঁৎকে উঠল হঠাৎ। ঝট করে ফিরল পিছন দিকে, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। এইবার শুধু খশ খশ আওয়াজ নয়, পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠস্বর।

'তুমি বোকা বানিয়েছ এতদিন আমাদের, রানা।' ত্রিপলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মাইকেল হ্যামার। 'মদ খাওয়া, নার্ভাস ব্রেক ডাউন, ডাবল-ভিশন, সব বাজে কথা! সব ঠিক আছে তোমার তাই না?'

মৃদু হেসে পিস্তলটা পকেটে ভরল রানা। বলল, 'আছে। কিন্তু আপনি কি করেছেন এখানে, মিস্টার হ্যামার?'

'তুমি যা করছ, আমিও তাই করছি!' পিছনের সীটে উঠে বসল বৃদ্ধ।

'তার মানে?'

'আজ দুপুরে জুলিয়ার সাথে তোমার কথাবার্তা সব শুনেছি আমি। আমার জন্যে পুলিসের সাহায্য না নিয়ে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ তুমি, রানা। অনুরোধ করলে কথা রাখবে না, তাই লুকিয়ে আসতে হলো আমার।'

হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল রানা।

'এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার সদিচ্ছার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইবার কেটে পড়ুন। নেমে যান গাড়ি থেকে।'

'প্লীজ, রানা!' রানার হাত ধরল হ্যামার। 'ভাগিয়ে দিয়ো না। আমার সাহায্য দরকার হতে পারে তোমার। আমাকেও একটু শরিক হতে দাও এ ব্যাপারে।'

'ভয়ঙ্কর যায়গায় যাচ্ছি আমি। আপনার কিছু একটা ঘটে গেলে?'

'তোমার কিছু একটা ঘটে গেলে?'

'আপনার স্ত্রী আছেন। আমার কেউ নেই যে চোখের জল ফেলবে। আমার থাকা না থাকা সমান কথা। একা একটা লোক যা খুশি বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে। আপনি পারেন না।'

কটমট করে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তোমার কিছু একটা ঘটে গেলে জীবনে আর কোন দিন আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারব ভেবেছ? ওসব ধানাই পানাই ছাড়ো, রানা। আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

বাতিটা সবুজ হতেই আবার চলতে শুরু করল ল্যান্সিয়া। কয়েক সেকেন্ড, চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল হ্যামার। তোমার ধারণা, কেউ তোমাকে ভালবাসে না? কারও কিছু এসে যায় না তুমি মারা গেলে? জানো তুমি, দরকার হলে তোমার জন্যে নিজের একটা চোখ উপড়ে দেবে, এমন লোক আছে দুনিয়ায়?'

'কে?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মুহূর্তে তিন জনের নাম বলতে পারি আমি। কিন্তু তার দরকার নেই। তবে ভুলেও ভেবো না এই দুনিয়ায় তুমি একা।'

'আজকের রাতটার জন্যে একা হতে পারলে ভাল হত,' বলল রানা। 'যাই হোক, আপনাকে সাথে নিতে পারি, কিন্তু কথা দিতে হবে, যা বলব তাই করবেন।'

'ঠিক আছে। রাজি আমি। তোমার আদেশ লংঘন করব না।'

রিউ জর্জেস স্যান্ডের তিনশো গজ দূরে গাড়ি পার্ক করল রানা। জিনিসপত্র সব ভরল ক্যানভাস ব্যাগে, তারপর ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলো পায়ে হেঁটে। আকাশের দিকে এক নজর চেয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। অপূর্ব চাঁদ উঠেছে একটা, মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই সারা আকাশে কোথাও।

ত্রিপলটা কাঁধে ফেলে রানার পিছু পিছু লাভ লজের উঁচু দেয়ালের ছায়ায় চলে এল হ্যামার। বেশ কিছুদূর হেঁটে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ব্যাগের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখল।

'এতসব জিনিস কিসের জন্যে?' জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'রশি আর ত্রিপল দেয়াল টপকাবার জন্যে। প্লায়ার্স নিয়েছি, প্রয়োজন হলে ইলেকট্রিক অ্যালার্মের তার কাটবার জন্যে। বাটালী নিয়েছি কিছু খোলার দরকার হতে পারে ভেবে। ফার্স্ট এইড বাক্সটা কি কাজে লাগবে বলা যায় না—কিন্তু লাগতে পারে।' হুক বাঁধা রশিটা বের করে গাছের একটা ডাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা উপর দিকে। প্রথম চেষ্টাতেই আটকে গেল ওটা জায়গা মত। হ্যামারের দিকে ফিরল। 'এবার আপনার কাজ বুঝে নিন। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনি আধঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম তো ভাল, নইলে ওই রাস্তার মোড়ে গিয়ে ফোন করবেন আপনি থানায়। ওদের এই ঠিকানায় ছুটে আসতে বলে আপনিও ল্যান্সিয়া নিয়ে ছুটবেন ভিগনোলেসের দিকে। মিস্টার কার্টারেটকে জানাবেন সব কিছু, কি করতে হবে সে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেবেন ওঁর ওপর। অলরাইট?'

'অলরাইট।'

ত্রিপলটা কাঁধে ফেলে রশি বেয়ে উপরে উঠে গেল রানা অনায়াসে। ত্রিপল বিছাল দেয়ালের মাথায় গাঁথা কাঁচের টুকরোগুলোর উপর। তারপর চড়ে বসল দেয়ালের উপর। চট করে দেখে নিল, যে ডালে হুক বাধিয়ে উপরে উঠেছে তার নিচে আর কোন ডাল আছে কিনা নামার সুবিধের জন্যে। আছে। রানার সুবিধের জন্যে ফুট পাঁচেক নিচে আর একটা ডাল তৈরি হয়ে

আছে আগে থেকেই।

'ব্যাগটা দিন,' নিচের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল রানা।

উড়ে এল ব্যাগটা। খপ করে ধরল রানা ওটা, যতদূর সম্ভব ঝুঁকে ফেলে দিল নিচে, ভিতর দিকে।

'রশিটা বাইরের দিকেই থাক,' বলল রানা। 'আমি যখন ডাক দেব, ওটা ছুঁড়ে এপাশে ফেলবেন।'

কথাটা বলেই ডাল ধরে ঝুলে পড়ল রানা, পা রাখল নিচের ডালে, বসে পড়ল। নিচের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল আবার, তারপর হালকা ভাবে নেমে গেল নিচে।

গোটা কয়েক চেরি গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল রানা। দোতলায় আলো নেই আজ। একতলার জানালায় পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোর চিলতে। ওক কাঠের এক বিশাল সদর দরজা দেখা যাচ্ছে। বন্ধ। এদিক দিয়ে ঢোকার ইচ্ছে নেই রানার, তাই কালক্ষেপ না করে যতদূর সম্ভব ছায়ায় থেকে রওনা হলো সে বাড়িটার ডানপাশ ঘেঁষে। পিছনের দরজাতেও তালা মারা। একতলার জানালা দিয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না, মোটা শিকের গরাদ।

ঘুরতে ঘুরতে বাড়িটার বামপাশে চলে এল রানা। সমস্ত মনোযোগ দোতলার জানালাগুলোর দিকে। দোতলার জানালায় নিশ্চয়ই গরাদ দেয়া নেই। গরাদ হয়তো নেই, কিন্তু একটা জানালাও খোলা পেল না সে। আবার ফিরে পিছন দিকে চলে এল। একটা জানালার সামান্য এক চিলতে ফাঁক দেখা গিয়েছিল, সেটাই ভালমত পরীক্ষা করল সে। এবার। ফাঁকটা এক ইঞ্চির বেশি না। বাটালীর সাহায্যে খোলা অসম্ভব নাও হতে পারে মনে করে পিছনের দেয়ালটা পরীক্ষা করল সে। একটা পাইপ বা কার্নিস নেই যার সাহায্যে ওপরে ওঠা যায়। গজ বিশেক দূরে গাছের নিচে একটা টিনের শেড দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব গুদাম ঘর, কিংবা বাগানের মালীর স্টোররুম। দ্রুতপায়ে সেইদিকেই এগোল রানা।

এদিকে দেয়ালের বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করেছে মাইকেল হ্যামার। দৃষ্টিটা বার বার গিয়ে পড়ছে রশিটার উপর। কি করছে রানা? কোনও বিপদে পড়ল? একবার রশি বেয়ে উপরে উঠে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, কিছুই দেখা যায়নি। নানান ধরনের উৎকট দুশ্চিন্তা এসে ভর করতে চাইছে তার মনে। অনিশ্চয়তার অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। হাওয়ায় উড়ে গেল রানার নির্দেশ। রশি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল বৃদ্ধ।

ততক্ষণে লম্বা একটা মই লাগিয়ে জানালার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। জানালাটা ভাল করে পরীক্ষা করল সে কাছে থেকে টর্চ জেলে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছে জানালাটা। জানালার ফ্রেমের সাথে লাগানো রয়েছে ইলেকট্রিক

তার। দুটো তার দু'দিকে। ব্যাগ থেকে প্লায়ার্সটা বের করে তার দুটো কেটে দিল রানা। জানালাটা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে পুরো দোতলাটা ঘুরে দেখল রানা। দুই মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিত হলো, কেউ নেই দোতলায়। বাম হাতে নেভানো টর্চ আর ডান হাতে সাইলেন্সার ফিট করা ল্যুগার নিয়ে হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে নিচের হলরুমে। একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে এ ঘরে। সামনেই একটা ঘরের প্রায়-বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। নারী কণ্ঠে হাসির শব্দ এল। নিচতলার অন্যান্য ঘরগুলো আগে দেখে নেয়া স্থির করল রানা, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়। সবকটা ঘরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো সে, ওই একটি ঘর ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। রান্নাঘরে পাওয়া গেল বেসমেন্টে যাওয়ার সিঁড়ি। টর্চ জ্বেলে নেমে এল রানা নিচে। তলকুঠুরির চার দেয়ালে চারটে দরজা। তিনটে দরজা দেখতে সাধারণ দরজার মতই, কিন্তু চতুর্থটায় মোটা দুটো বল্টু দেখে সেদিকেই এগোল সে। বড়সড় একটা চাবি লাগানো রয়েছে কী-হোলে। বল্টু খুলে চাবি ঘুরাল রানা, ভিতরে ঢুকে টিপে দিল বাতির সুইচ।

প্রথম দর্শনেই রানার মনে হলো ঘরটা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত একটা ল্যাবরেটরি। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা অনেকগুলো অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র দেখে এগিয়ে গেল সে সেইদিকে। একটা পাত্রের ঢাকনি সরিয়ে দেখা গেল সাদা পাউডারের মত কি যেন রয়েছে তাতে। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল সে জিনিসটা, চট করে নামিয়ে রেখে ঢেকে দিল আবার ঢাকনি দিয়ে। নাক-মুখ কুঞ্চিত হয়ে গেছে ওর।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রানার চোখ গেল একটা টেলিফোনের দিকে। ডায়ালের দিকে এক নজর চেয়েই টের পেল, এক্সটার্নাল এক্সচেঞ্জ। রিসিভারটা কানে খুলে ডায়াল টোন শুনল, ডায়াল করবে কি করবে না সে ব্যাপারে দ্বিধা করল তিন সেকেন্ড, তারপর রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রানা যখন তলকুঠুরির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, মাইকেল হ্যামার তখন হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে একটা ঝোপের ঘন ছায়ায়। যেখানটায় বসে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে বাড়ির একটা পাশ আর পিছন দিকটা। হঠাৎ দেখা গেল একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক এগিয়ে আসছে সামনের দিক থেকে এই দিকে। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারল না হ্যামার কয়েক সেকেন্ড। লোকটা আর কিছুদূর এগোলেই দেখতে পাবে দেয়ালের গায়ে ঠেকানো মইটা। খুব সম্ভব ওই মই বেয়েই বাড়ির ভিতর ঢুকেছে রানা জানালা গলে। মইটা নামিয়ে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু এখন সে চেষ্টা করা বৃথা। ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরোলেই ধরা পড়ে যাবে সে লোকটার চোখে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে লোকটার দিকে।

সিঁড়িটার উপর চোখ পড়তেই মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল

লোকটা। তিন সেকেন্ড। তারপর দৌড় দিল সদর দরজার দিকে। যেন যাদুমন্ত্রের বলে দুই হাতে দুটো জিনিস বেরিয়ে এসেছে ওর—বাম হাতে বড় আকৃতির একটা চাবি, ডান হাতে একহাত লম্বা এক ভোজালি।

হলরুমে এসে দাঁড়াল রানা ভিড়ানো দরজাটার সামনে। টর্চটা পকেটে পুরে প্রস্তুত হলো। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে ঘরে, মেয়েলোক রয়েছে অন্তত একজন। প্রথমেই যদি ভড়কে না দেয়া যায় তাহলে মুশকিল হবে ওদের আয়ত্তে আনা। দ্রুত দু'পা এগিয়ে দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে দরজার গায়ে। এতই জোরে মারল যে, নিচের দুটো কজ্বা থেকে খসে বেরিয়ে গেল দরজাটা, লটকে রইল শুধু উপরের কজ্বায় আটকে। ঘরে ঢুকল রানা।

ঘরের মধ্যে মোট পাঁচজন। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সবাই একসাথে। দু'জন একই চেহারার লোক—যতদূর সম্ভব যমজ ভাই, শক্ত সমর্থ চেহারা, খয়েরী চোখ, কালো চুল, পরনে দামী স্যুট, চকচকে পালিশ করা জুতো, একনজরেই বোঝা যায় অত্যন্ত বড়লোক দুই ভাই। এদের পাশের চেয়ারে বসে ছিল স্বর্ণকেশী অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। তার পাশে মার্কাস কাপলান। রানা আশা করেছিল রুডলফ গুন্থারকে দেখবে এখানে, কিন্তু সে নেই, পাওয়া গেল তার চ্যালা টমাস মুলারকে।

'হাত তোলো সবাই!' গর্জে উঠল রানা।

পাঁচজনই হাত তুলল মাথার উপর। পিস্তল দিয়ে আরও উপরে হাত তুলবার জন্যে ইঙ্গিত করল রানা। আরও উপরে তুলল সবাই।

'এসবের কি মানে, রেনার?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করতে চেয়েছিল কাপলান, কিন্তু ভয়ে বুজে এল ওর গলা। 'আমি বেড়াতে এসেছি এখানে···বন্ধুদের সাথে···'

'চোপরাও!' ধমক মারল রানা। 'কোর্টে দাঁড়িয়ে ওসব শুনিয়ো, কাপলান। আর একটা কথা···'

'সাবধান!' দূর থেকে ভেসে এল মাইকেল হ্যামারের কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তে পাঁই করে ঘুরল রানা, এবং গুলি করল। এত দ্রুত যে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল পিছনের লোকটা। ভোজালিটা তরবারির মত করে ধরে সাঁই করে নামিয়ে আনতে যাচ্ছিল রানার ঘাড় লক্ষ্য করে, চেঁচিয়ে উঠল তীব্র যন্ত্রণায়, চুর হয়ে যাওয়া কব্জির দিকে চেয়ে রয়েছে সে অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ঝট করে ফিরল রানা আবার পাঁচজনের দিকে। ভোজালিটা হাত থেকে খসে কোথায় পড়ল সেটা দেখবারও প্রয়োজন বোধ করল না। এদিক ফিরেই দেখতে পেল রানা যমজ দুই ভাই এবং টমাস—তিনজনেরই হাত চলে গেছে শোলডার হোলস্টারের কাছে।

'বের করো,' বলল রানা। 'যার সাহস আছে, বের করো পিস্তল।'

কোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেরই খালি হাত। আবার

মাথার উপর চলে গেল হাতগুলো। কয়েক পা সরে গেল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে আহত লোকটাকে ইঙ্গিত করল আর সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে লোকটা। বাম হাতে ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে আদেশ পালন করল সে। এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল মাইকেল হ্যামার।

'থ্যাংকিউ, মিস্টার হ্যামার,' বলল রানা। 'কথা না শোনার অপরাধ মাফ করে দিলাম। আমার ব্যাগ থেকে ফার্স্ট-এইড বক্সটা বের করুন।' স্বর্ণকেশীর দিকে চাইল রানা। 'এদিকে এসো তুমি। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।' পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটা। 'নার্সের অভিনয় জানা আছে তোমার, কিন্তু নার্সিংটা জানা আছে কিনা দেখা যাক এবার। অভিনয়ের ঠেলাতেই বেরিয়ে গেছে হারম্যানের প্রাণ, আসল নার্সিং-এ এই ব্যাটার কি হয় দেখা যাক। এই যে ফার্স্ট-এইড বক্স। ওর হাত বেঁধে দাও।'

থুথু ছিটাল মেয়েটা রানার দিকে। বলল, 'নিজে বেঁধে নাও, হারামজাদা…'

সতর্ক হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না রানা। ঝট করে এগিয়ে এল সে এক পা, পিস্তল দিয়ে ধাঁই করে মারল মেয়েটার নাক-মুখের উপর। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, পিছিয়ে গেল এক পা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে, ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে।

'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। 'কি করছ তুমি, রানা!'

'ঠিকই করছি, মিস্টার হ্যামার। করুণা জিনিসটা সবার প্রাপ্য নয়। খুনী একটা মেয়েলোককে এর বেশি দয়া দেখাতে পারব না আমি।' মেয়েটার পাঁজর লক্ষ্য করে লাথি তুলল। 'উঠে দাঁড়াও। নইলে দিলাম। উঠে ওর হাত বেঁধে দাও।' মেয়েটা এক লাফে উঠে দাঁড়াতেই বাকি পাঁজনের দিকে ফিরল রানা। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো সবাই। হাত মাথার পিছনে। মিস্টার হ্যামার, এক এক করে প্রত্যেকের অস্ত্র বের করে নিন। সাবধান, এক চুল যে নড়বে সেই গুলি খাবে মাথার পিছনে। টেরও পাবে না কখন মারা গেছ।'

চারটে পিস্তল বের করা হলো ওদের কাছ থেকে। দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে মাইকেল হ্যামারের।

'সর্বনাশ! প্রত্যেকের কাছেই পিস্তল! কাপলানের কাছেও!'

'অবাক হবেন পরে,' বলল রানা, 'এখন দড়ি বের করুন ক্যানভাস ব্যাগ থেকে। সব ক'টার হাত বেঁধে ফেলুন শক্ত করে। রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার ভয় পাবেন না, কষে বাঁধুন! গিঠ দিন যত খুশি।'

একে একে সব ক'জনের হাত বেঁধে ফেলা হলো পিছমোড়া করে। কব্জিতে গুলি খাওয়া লোকটার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে যেতেই তারও হাত বাঁধবার হুকুম দিল রানা। তারপর মেয়েটিরও।

কাপলানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'গেটের চাবি কোথায়?'

বিষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাপলান রানার চোখের দিকে, জবাব দিল না। নিষ্ঠুর হাসি হাসল রানা। পিস্তলটা পকেটে ফেলে তুলে নিল ভোজালিটা।

তীক্ষ্ণ ডগাটা ঠেকাল কাপলানের গলায়, আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে শুধু চামড়াটা ভেদ করে ধরে রাখল সেই জায়গায়।

'তিন পর্যন্ত গুনব আমি, তারপর ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব এটা এফোঁড়-ওফোঁড়। এক…দুই…'

'হল ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে।' ছাই বর্ণ ধারণ করেছে কাপলানের মুখ।

'উঠে দাঁড়াও এবার,' হুকুম করল রানা। 'সবাই। সেলারে চলো।'

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে সিঁড়ি বেয়ে তলকুঠুরিতে নামছে সবাই। সার বেঁধে। ভয় পেয়েছে প্রত্যেকে। এতই ভয় পেয়েছে যে ছয়জনের মধ্যে শেষের জন, যমজ ভাইয়ের একটা, দিশে হারিয়ে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রানাকে। উদ্দেশ্যটা ছিল রানা পড়ে গেলেই পা দিয়ে মাড়িয়ে দম বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু হলরুমে রানার আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা দেখবার পরেও কাজটা উচিত হয়নি বেচারার। বিদ্যুৎবেগে সরে গিয়ে দড়াম করে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারল রানা লোকটার নাকের উপর। সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত হুড়মুড় করে নেমে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে গড়াতে গড়াতে, বাকি অর্ধেক নামিয়ে আনল ওকে রানা একটা পা ধরে টেনে। প্রত্যেকটা ধাপে ঠাস্ ঠাস্ করে বাড়ি খাচ্ছে মাথাটা।

চেঁচিয়ে উঠল জ্ঞানহীন লোকটার ভাই। 'মারা যাবে তো! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, মাসুদ রানা!'

কটমট করে ওর চোখের দিকে চাইল রানা, কোন কথা বলল না। একই ভাবে পা ধরে ছেঁচড়ে টেনে নামিয়ে আনল লোকটাকে নিচে, টেনে ঘরের মাঝ বরাবর এনে ছেড়ে দিল পা। আবার চাইল দ্বিতীয় ভাইয়ের দিকে।

'মরে গেলে খুব বেশি ক্ষতি হবে দুনিয়ার? তাছাড়া যা মনে হচ্ছে, আমার হাতে তোদের সব ক'টারই মরণ আছে আজ। কিন্তু আগের কাজ আগে।' ফিরল টমাস মুলারের দিকে। 'মনে পড়ে, অস্ট্রিয়ায় তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছিলে? বেশি কিছু না, পাঁজরের উপর কনুইয়ের একটা গুঁতো, আর মাজার উপর একটা লাথি। সেই পাওনাটা চুকিয়ে দেয়া যাক আগে।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল রানা টমাসের পাঁজরে। কড়াৎ শব্দ তুলে ভেঙে গেল পাঁজরের দুটো হাড়। পরমুহূর্তে কোমরের উপর প্রবল এক লাথি খেয়ে আছড়ে গিয়ে পড়ল লোকটা ওপাশের দেয়ালে। কয়েক সেকেন্ড মনে হলো আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে দেয়ালের সাথে, তারপর ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল টমাস দেয়াল ঘেঁষে। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

রানার এই ভয়ঙ্কর নির্দয় রূপ দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ঘরের সব ক'জন। বিশেষ করে মাইকেল হ্যামারের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে কোটর ছেড়ে। কটমট করে সব ক'জনের মুখের দিকে চাইল রানা।

'শুয়ে পড়ো সবাই উপুড় হয়ে।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুয়ে পড়ল চারজন। ঘাবড়ে গিয়ে হ্যামারও শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানার ধমক খেয়ে সোজা হয়ে গেল।

'আপনি শুচ্ছেন কেন? বাঁধবে কে তাহলে? ওদের পাগুলো একসাথে করে বেঁধে ফেলুন ঝটপট। খুব শক্ত করে, প্লীজ।'

জ্ঞানহীন দেহ দুটো টেনে চারজনের পাশে শুইয়ে দিল রানা। হঠাৎ নম্র ভদ্র, বিনয়ী ছেলেটার আশ্চর্য উগ্র মূর্তি দেখে একেবারে ভড়কে গেছে মাইকেল হ্যামার। হাঁটু গেড়ে বসে পা বাঁধায় মন দিল সে। বাঁধা শেষ হতেই আবার হুকুম এল, 'ওদের সব কটার পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করুন। কাপলানেরটা দরকার নেই, ওকে ভাল করেই চিনি আমরা।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা। একবস্তা কাগজপত্র বের করে এনে রানার হাতে দিল হ্যামার। বলল, 'কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা? ওর কাছে কোন কাগজপত্র নেই।'

'ভদ্রমহিলা? ও, এর কথা বলছেন? এখনও আপনার ঘোর কাটেনি দেখছি! জানেন, কাল দুপুরে একজন দাগী আসামীকে বিষ খাইয়ে খুন করার দায়ে পুলিস খুঁজছে ওকে?' মেয়েটার দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হ্যান্ডব্যাগটা কোথায়?'

'আমার হ্যান্ডব্যাগ নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটার পাশে চলে এল রানা। হাঁটু মুড়ে বসল পাশে। ভোজালিটা বের করে নাড়াচাড়া করল ওর চোখের সামনে। 'মুখটাই মেয়েদের আসল। আর সব জায়গা সব মেয়ের কমবেশি একই রকম। কাজেই মুখটাই খতম করে দেয়া যাক। শোনো সুন্দরী, এক মিনিট পর তোমার চেহারাটা আর দর্শনযোগ্য থাকবে না, চিরে ফালা ফালা করে দেব। জীবনে আর কোন পুরুষ মানুষ ফিরেও চাইবে না তোমার দিকে। অবশ্য এমনিতেও পুরুষ মানুষের দেখা পেতে কয়েক বছর দেরি আছে তোমার। গ্লাসের গায়ে তোমার আঙুলের ছাপ আছে, তার ওপর চারজন পুলিস সাক্ষ্য দেবে যে, তুমিই সায়ানাইড পিল রেখে এসেছিলে হারম্যানের মাথার পাশে টেবিলে—তুমি শেষ হয়ে গেছ এমনিতেই।' ভোজালিটা তুলল রানা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। 'কোথায় হ্যান্ডব্যাগ?'

'আমার ঘরে!' কাঁপা গলায় বলল মেয়েটা। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে ওর মুখ।

'কোন ঘরে? কোথায়?'

'দোতলায়, করিডরের শেষ মাথার ঘর। ড্রেসিংটেবিলের ওপর।'

উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল রানা আবার। চাইল মাইকেল হ্যামারের দিকে। 'দয়া করে নিয়ে আসবেন ওটা? আমি ততক্ষণে এগুলো দেখে ফেলি। হলরুমের টেবিলে রাখা পিস্তলগুলোও নিয়ে আসবেন সাথে করে।'

'ঠিক আছে। আনছি।' সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল হ্যামার।

মিনিট খানেক চুপচাপ দেখল রানা কাগজগুলো। পাসপোর্টের এন্ট্রিগুলো

পরীক্ষা করল। তারপর হাসল।

'বাহ্! যিমার অ্যান্ড যিমার! মনে হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন আইন বিশেষজ্ঞের কোম্পানী। আসলে কর্সিকার বেআইন বিশেষজ্ঞ। তোমাদের নাম শুনেছি আমি। পুলিসও নিশ্চয়ই শুনেছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাবে ওরা আজ। তোমাদের মত পাজির-পা-ঝাড়া যে এই বাড়িতে এমন বেকায়দা মত ধরা পড়ে যাবে সেটা শুধু তোমরা কেন, আমিও কল্পনা করতে পারিনি। অবশ্য সাদা পাউডার দেখে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার যে, এর মধ্যে তোমরা দুই শ্রীমান রয়েছ।' কথা বলতে বলতে ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ইলাস্টোপ্লাস্ট বের করে টেনে হাত খানেক টেপ বের করল ওর থেকে, ক্ষুরধার ভোজালি দিয়ে কেটে টুকরোটা সাঁটাল হালকা করে চেয়ারের হাতলে। 'এটা কি কাজে ব্যবহার হবে টের পেলে এখুনি হার্টফেল করবে সবাই, তাই এখন বলব না।'

ফিরে এল মাইকেল হ্যামার। বেশ বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ ঝুলছে কনুই থেকে, দুই হাতে দুটো করে চারটে পিস্তল। ব্যাগ ঘেঁটে পাসপোর্টটা বের করে আনল রানা, তারপর একটা সাইড পকেটের যিপ খুলে বের করে আনল ছোট্ট একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ এ্যাস্ট্রা পিস্তল।

'এই দেখুন, আপনার ভদ্রমহিলা অ্যানি লরেলির আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে কিছুটা?'

সবক'টা পিস্তল পুরল রানা ক্যানভাস ব্যাগে, কাগজপত্রগুলোও ঢুকিয়ে দিল একটা সাইড পকেটে। তারপর ফার্স্ট-এইড বক্স থেকে একটা ছোট্ট নীল শিশি বের করল। মুখ খুলে হাতের তালুতে ঢালল গোটা কয়েক সাদা ট্যাবলেট।

'বাহ্!' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে হিসেব। ঠিক ছয়টা আছে। ছয়জনের জন্যে ছয়টা।' নিজের মনে কথাগুলো বলে বন্দীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আমি জানতে চাই কোথায় আটকে রাখা হয়েছে মিসেস এলিনা হ্যামারকে। আমার হাতে সময় নেই। দুই মিনিটের মধ্যে কথা আদায় করব আমি। মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন আমার হাতের জিনিসগুলো কি?'

অ্যানি লরেলির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর বয়স বেড়ে গেছে কয়েক বছর। কোন কথা না বলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। নীল হয়ে গেছে আতঙ্কে।

'কি ওগুলো, রানা!' অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাইকেল হ্যামার।

সবাই যাতে শুনতে পায় এমনি স্বরে, কিন্তু নিচু গলায় রানা বলল, 'সুগার কোটেড সায়ানাইড। দেখবেন, আসলে কোন কষ্টই হবে না। মিনিট তিনেক লাগবে গলতে।'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানার কথা শুনে। 'এ কাজ করতে পারো না তুমি রানা! অসম্ভব! এটা

তো খুন!'

'খুন করবার অধিকার কি শুধু ওদেরই রয়েছে? ওরা যা খুশি করবে সেটা সহ্য করতে হবে সাধারণ মানুষকে? কি অধিকার আছে ওদের আপনার স্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রাখার? তাছাড়া এটাকে খুন বলি না আমি। মশা, মাছি যেভাবে মেরে ফেলা হয়, পাগলা কুকুরকে যেভাবে মারা হয়, সেই রকম। এরা মানুষ হলে মশা, মাছি আর পাগলা কুকুরের সাথে তুলনা করতাম না। জানোয়ারেরও অধম এরা। বিশ্বাস না হয় পাশের ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখে আসুন। কি তৈরি হচ্ছে ওখানে? জানেন? হেরোইন। ভেবে দেখুন কত হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ওরা ওই বিষ দিয়ে, সর্বনাশ করছে কত হাজার পরিবারের। নরকের কীটকে পা দিয়ে মাড়িয়ে শেষ করে দিলে পাপ হয় না।'

রানার বক্তৃতায় হতভম্ব হয়ে গেল মাইকেল হ্যামার। কোন কথা খুজে না পেয়ে ঢোক গিলল বার কয়েক, মাথা নাড়ল, কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না সে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

টমাস জ্ঞান ফিরে পায়নি এখনও, কিন্তু যমজ যিমার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা। ঘেমে উঠেছে সবাই। ঠোঁট চাটল কাপলান। সবাই বুঝে গেছে যা বলছে তাই করবে রানা। রানা যে কি পরিমাণ নির্মম দুর্ধর্ষ লোক সেটা টের পেয়ে গেছে ওরা ইতোমধ্যেই। টমাসের পাঁজর ভেঙে দেয়া দেখেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা এসে গিয়েছিল ওদের মধ্যে, এইবার একেবারে হাল ছেড়ে দিল। বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে ওরা। হিম হয়ে গেছে বুকের ভিতরটা।

এক হাতে ট্যাবলেট, অপর হাতে পিস্তল নিয়ে কাপলানের পাশে বসে পড়ল রানা হাঁটু গেড়ে। পাঁজরের উপর একটা গুঁতো খেয়ে হাঁ হয়ে গেল কাপলানের মুখটা। চট করে পিস্তলের সাইলেন্সারটা ঢুকিয়ে দিল রানা ওর মুখের মধ্যে। দাঁত চেপে মুখ বন্ধ করবার আর উপায় থাকল না। বাম হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ট্যাবলেটটা ধরে নিয়ে এল মুখের কাছে।

'মিসেস এলিনা হ্যামার কোথায়?' পিস্তলটা বের করে আনল রানা প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই।

আতঙ্কে ফোঁপাচ্ছে কাপলান। তোতলাতে শুরু করল, 'ব্যা-ব্যা-ব্যান্ডল, ব্যান্ডল। ই-ই-ইয়টে।'

'কি রকম ইয়ট? কোথায়?'

'ঘাটের কাছেই। পাঁচশো গজ। মোটর ইয়ট। পঞ্চাশ ফুট লম্বা। নী-নীল, ওপরটা সাদা। নাম: দি এইস।'

মাইকেল হ্যামারের দিকে চাইল রানা। 'ওই টেপটা নিয়ে আসুন এখানে। জলদি।' কথাটা বলেই আবার একটা গুঁতো মারল সে কাপলানের পাঁজরে। মুখটা হাঁ হতেই আবার ঢুকে গেল সাইলেন্সারটা ওর দাঁতের ফাঁকে। ট্যাবলেটটা টপ করে ছেড়ে দিল রানা ওর মুখের মধ্যে। 'তোমার

একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি!' টেপ দিয়ে ঠোঁট দুটো আটকে দিল সে কাপলানের। নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'থুক করে যে সায়ানাইড ট্যাবলেট ফেলে দেবে সে উপায় রইল না।'

আরেকটা ট্যাবলেট হাতে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল রানা অক্ষত যমজ ভাইয়ের পাশে। কাপলানকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছিল ঠিক সেই একই সুরে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস এলিনা হ্যামার কোথায়?'

হাউমাউ করে উঠল লোকটা। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'মাথা খারাপ তোমার! খোদার কসম, সত্যি কথাই বলেছিল মার্কাস। দি এইস। ব্যান্ডল! নীল আর সাদা। আপন গড! পাঁচশো না, চারশো গজ দূরে নোঙর ফেলা। সত্যি বলছি।'

ভ্রূ কুঁচকে দশ সেকেন্ড চাইল রানা লোকটার আতঙ্কিত রক্তশূন্য মুখের দিকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করল পুলিস-ইমার্জেন্সির নাম্বারে। একবার রিং হতেই রিসিভার তুলল ডিউটি অফিসার।

'রিউ জর্জেস স্যান্ডের লাভ লজ থেকে বলছি,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এ বাড়ির তলকুঠুরিতে কয়েক কোটি টাকার হেরোইন পাবেন। হেরোইন তৈরি করবার যন্ত্রপাতিও পাবেন। পাশের ঘরে পাবেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছয়জন লোককে। এরা হেরোইন তৈরি এবং পাচার করবার ব্যাপারে জড়িত। এদের মধ্যে দু'জন হচ্ছে যিমার যমজ ভাই। এদের নাম বহুবার শুনেছেন, কিন্তু ধরতে পারেননি। আর একজন হচ্ছে অ্যানি লরেলি—একে আপনারা খুঁজছেন ফ্রিজ হারম্যানকে খুন করবার দায়ে। এদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র নিয়ে যাচ্ছি আমি, আজ রাতেই পৌঁছে দেব আপনাদের হাতে।' ওপাশ থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একরাশ কথা বলতে শুরু করছে ডিউটি অফিসার। হেসে উঠল রানা। 'আমাকে দেরি করাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, অফিসার। আমার বক্তব্য রিপিট করবারও কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি, প্রত্যেকটা ইমার্জেন্সী কল টেপ রেকর্ড করা হয়। আবোল-তাবোল বকে আপনাদের লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত দেরি করতে পারবেন না আমাকে। আমার অন্য কাজ আছে, চললাম।'

এপাশের ঘরে ফিরে এসেই মুখোমুখি হলো রানা হ্যামারের। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাপলানের দিকে চেয়ে চট করে রানার হাত ধরল। 'কথা তো আদায় করা হয়ে গেছে। তিন মিনিট পার হয়নি এখনও। কাপলানের মুখ থেকে ট্যাবলেটটা বের করে ফেলতে পারো। পুলিস যখন আসছে...'

'ও, এই কথা?' নীল শিশিটার মধ্যে একে একে চারটে ট্যাবলেট ভরল রানা। একটা দু'আঙুলে ধরে হ্যামারের চোখের সামনে ধরল। 'এর মধ্যে আছে পাঁচ গ্রেন বিশুদ্ধ এসেটিল স্যালিসিলিক অ্যাসিড। অর্থাৎ অ্যাসপিরিন। সেজন্যেই ওর মুখটা টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম, যাতে বন্ধুদের বলে না দিতে পারে যে আসলে অ্যাসপিরিন খাওয়ানো হয়েছে ওকে। অ্যাসপিরিনের

স্বাদ চেনে না এমন সাদা চামড়ার লোক খুব কমই আছে। চেয়ে দেখুন, রাগ প্রকাশ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আতঙ্ক কি রয়েছে ওর চেহারায়? সব ক'টা হারামীর চেহারায় দেখুন আতঙ্কের পরিবর্তে রাগের আভাস দেখা যাচ্ছে। ঠকে গিয়ে রেগে গেছে। ক্যানভাস ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। 'চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। দেরি করলে আবার পুলিসের খপ্পরে পড়তে হবে।'

বেরিয়ে এল ওরা। দরজা লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে। হলঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে গেটের চাবি নিয়ে ছুটল গেটের দিকে। গেট দিয়ে বেরিয়ে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা গাছের নিচে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের?' জানতে চাইল হ্যামার।

'যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি ঠিক লোকই প্রথমে এসে পৌঁছুচ্ছে।

আধমিনিটের মধ্যেই সাইরেন শোনা গেল পুলিসের গাড়ির। আর আধমিনিট পর পুলিসের দুটো গাড়ি আর ভ্যান ছুটে গেল লাভ লজের দিকে, এত জোরে বাঁক নিল যে, কাঁকর ছিটকে গেল এদিক ওদিক। সাঁ করে ঢুকে গেল ওরা ভিতরে।

পনেরো মিনিট পর লুইগীর ল্যাবরেটরির আর্মচেয়ারে বসে এক কাপ গরম কফি খাচ্ছে রানা, নিচে গাড়িতে বসে রানার অপেক্ষায় ছটফট করছে মাইকেল হ্যামার। কাগজপত্র থেকে চোখ তুলল লুইগী। বুড়োর ভাঁজ খাওয়া মুখে হাসি ফুটল। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'আশ্চর্য জীবন আপনার, মিস্টার মরিস রেনার। যেমন রেসট্র্যাকে, তেমনি এই ধরনের কাজে। আপনার সমকক্ষ পাওয়া মুশকিল। বিরাট উপকার করেছেন আপনি আমাদের। এই দু'জন সত্যিই দুর্ধর্ষ যিমার অ্যান্ড যিমার। অনেক চেষ্টা করেও আমরা এদের টিকিরও নাগাল পাইনি এতদিন। ঠিকই ধরেছেন আপনি, লোকে এদের সিসিলির লোক মনে করে, মাফিয়া বলে ভুল করে, আসলে এরা কর্সিকান। মাফিয়োসার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এবার বাগে পেয়েছি আমরা ওদের। হ্যানসিঙ্গার আর কাপলানের সেই কোড শেষ পর্যন্ত ব্রেক করেছে জাঁ কার্লো। এই সব ঠিকানাতেই হেরোইন পৌঁছে দেয়ার বন্দোবস্ত ছিল। আপনার ইঙ্গিত পেলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে সব ক'জন।'

'ভেরি গুড। মিস্টার কার্টারেটের সাথে আমার কিছু কথা বলা দরকার। যোগাযোগ করা সম্ভব হবে এখন?'

'একশোবার। দিচ্ছি কানেকশন। এক মিনিট।'

ডজন খানেক সশস্ত্র পুলিস দিয়ে ঘেরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কাপলান ও তার পাঁচ সঙ্গী থানায়, টেবিলের ওপাশে বসা সার্জেন্টের সামনে। খবর পেয়ে বড় বড় অফিসার আসছে থানায়, তারা এসে পৌঁছলে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে বন্দীদের। মোটামুটি একটা খসড়া চার্জশীট তৈরি করছে সার্জেন্ট ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে ঘষে। সামনে ঝুঁকে সার্জেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কাপলান।

'আমার বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি আমার

উকিলের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। আপনাদের কাছে কোন কথা বলবার আগে উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করবার অধিকার আছে আমার।'

'কারও কোন পরামর্শে খুব একটা কাজ হবে কি?' বাঁকা চোখে চাইল সার্জেন্ট কাপলানের দিকে। ডেস্কের উপর রাখা ফোনের দিকে ইশারা করল, 'ঠিক আছে, করুন পরামর্শ।'

পাশের একটা ফোন বুদের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারা করল কাপলান। 'ওটা রাখা হয়েছে যাতে আসামীরা উকিলের সাথে কি কথা বলছে সেটা গোপন থাকে। আমার আলাপটা ব্যক্তিগত। ওটা ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন।' বলল সার্জেন্ট। দু'জন সেপাইয়ের দিকে চাইল। 'তোমরা দু'জন থাকো দরজার বাইরে।'

ফোন বুদের দিকে এগিয়ে গেল কাপলান।

থানা থেকে সিকি মাইল দূরের একটা দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত বিলাসী ফ্ল্যাটে বেজে উঠল টেলিফোন। কাপলানের ঘর। আজ রাত্রির জন্যে ধার নিয়েছে হ্যানসিঙ্গার। অর্ধ-উলঙ্গ সঙ্গিনীকে বুকের উপর টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে যাচ্ছিল, টেলিফোনের কর্কশ শব্দে মুখ বিকৃত করল সে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিসিভারটা কানে। কে ফোন করেছে জেনেই রেগে গেল।

'দেখো কাপলান, কাজের সময় যদি এভাবে বিরক্ত করো তাহলে তো মহা মুশকিলের কথা। তোমার ফ্ল্যাটটা ধার নিয়েছি বলে যে যখন তখন কাজের ব্যাঘাত...'

চাবুকের মত ভেসে এল কাপলানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'তুমি একা?'

'না। একা থাকার তো কথা ছিল না।'

'তাহলে একা হও। জরুরী কথা আছে।'

কাপলানের কণ্ঠস্বর শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গারের। ড্রেসিং রুমের দিকে ইঙ্গিত করল।

'ডার্লিং, প্লীজ যাও তো, পাশের ঘর থেকে আর একটু পাউডার মেখে এসো।'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুন্দরী, মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল আলস্য ভরে, তারপর পিছন দিকে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ তুলে চলে গেল পাশের ঘরে। মেয়েটা চলে যেতেই চাপা গলায় বলল হ্যানসিঙ্গার, 'বলো।'

'ভাগ্যিস আজ ব্যস্ত ছিলে কাজে। মেয়েটাকে হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে কেটে পড়ো ওখান থেকে। থানা থেকে বলছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হবে আমাদের জেল হাজতে। মন দিয়ে শোনো।' হ্যানসিঙ্গারের মন থেকে উড়ে গেছে সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য, সমস্ত মন এখন স্থির হয়েছে ওর কানে এসে। কাপলানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল ওর মুখটা। ভয় ও রাগের সংমিশ্রণ। ঘটনার বিবরণের পর এল মার্কাস কাপলানের নির্দেশ। 'আমার ওয়ারড্রোবে ওভারকোটের পেছনে পাবে একটা

টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো লি এনফিল্ড রাইফেল। ওটা নিয়ে চলে যাও ব্যান্ডলে। ও যদি আগেই ইয়টে পৌঁছে যায়, আর মরিয়েলোর হাত থেকে বেঁচে তীরে ফিরে আসার চেষ্টা করে, ড্রামগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে খতম করে দাও। আর তুমি যদি আগে পৌঁছাও, ইয়টে গিয়ে অপেক্ষা করো ওর জন্যে। কাজ হয়ে গেলেই পানিতে ফেলে দেবে রাইফেলটা। দি এইস-এ এখন কে কে আছে?'

'মরিয়েলো। একা। আর শোনো, মার্কাস, বেশি ঘাবড়িয়ো না। এখনই যোগাযোগ করছি আমি বসের সাথে। কাল নাগাদ জামিন পেয়ে যাবে। ক্রিমিনালের সাথে বন্ধুত্ব বা যোগাযোগ থাকা অপরাধ হতে পারে না। তোমার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রমাণও নেই ওদের হাতে।'

'সেটা কি বলা যায়, দোস্ত? কি করে নিশ্চিত হচ্ছ যে তুমি নিজে বিপদমুক্ত? হারামী রেনার যখন লাভ লজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, বসই বা কতটা বিপদমুক্ত কে জানে? ওই বেজন্মার অসাধ্য কিছুই নেই—কতটা কি তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে সেটা কোর্টে না গেলে বোঝা যাবে না। যাই হোক, আমার যা হবার হবে, এটা এখন আর ঠেকাবার রাস্তা নেই। তুমি আমার হয়ে এই একটা কাজ করো—শেষ করে দাও হারামীকে।'

'এজন্যে অনুরোধের প্রয়োজন নেই, মার্কাস। মহানন্দে করব আমি কাজটা।'

লুইগীর ল্যাবে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। বলল, 'কাল ভোর পাঁচটায়।...হ্যাঁ। সবক'টাকে একসাথে ধরতে হবে। আগে পরে হলে বানচাল হয়ে যাবে আমাদের সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, আমার একটু তাড়া আছে। মিস্টার লুইগীকে রিসিভারটা দিয়ে আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি এখুনি। ওঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন। আশা করি আজ রাতেই দেখা করতে পারব আপনার সাথে।'

এগারো

'তোমার কাজটা আসলে কি, রানা? সিক্রেট সার্ভিস বা স্পেশাল এজেন্ট বা ওই জাতীয় কিছু?'

ব্যান্ডেলের পথে ছুটে চলছে ল্যান্সিয়া। পাশ ফিরে হ্যামারের মুখের দিকে চাইল রানা। হাসল। চোখ দুটো সরে গেল রাস্তার দিকে। বলল, 'অনেকটা। কেন বলুন তো?'

'তোমার কাজকর্ম দেখে তাই মনে হচ্ছে। ফিলিপের পরিচয় জানবার পর আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যাপারটা আমার কাছে।'

'অথচ ফিলিপ কার্টারেটের কাছে ব্যাপারটা এখনও ঘোলাটে রয়ে গেছে।

আমার পরিচয় জানা নেই ওঁর। ওঁর ধারণা, আমি একজন বাঙালী ব্যবসায়ী, গাড়ি চালনায় দারুণ হাত, অথচ নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক লোক। ওঁর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে রাজি হয়েছি সাহায্য করতে।'

'কিন্তু আসলে?'

'আসল ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল, এখন নাই বা শুনলেন।'

'কিন্তু তুমি যে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে সেটা তো সত্যি?'

'তা সত্যি। আমি জানতাম না কতটা ভাল গাড়ি চালাই। এজন্যে আমি জুলিয়া আর আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

খানিক চুপ করে থেকে হ্যামার বলল, 'পলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করতে পারেনি জুলিয়া, আমাকেও আভাস দিয়েছিল যে এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। তোমাকে ঠিক কি ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে অনুরোধ করেছিল ফিলিপ?'

'রেস-ড্রাইভিং-এর ভেতরে ঢুকে চোখ কান খোলা রাখার অনুরোধ করেছিলেন উনি আমাকে। সবার ওপর নজর রাখবার নির্দেশ ছিল—অন্যান্য গ্র্যাভপ্রিক্স ড্রাইভার, মেকানিক, হেলপার, মোটামুটি রেসের সাথে জড়িত সবার ওপর। বিভিন্ন টীমের ম্যানেজার ও মালিকের ওপরও। বেশ কিছুদিন যাবৎ নানান ধরনের ঘাপলা চলছিল গ্র্যাভপ্রিক্স রেসিং-এ। যে গাড়ি জিতবার কথা সেটা হেরে বসে থাকছে, যেটা হারবার কথা সেটা জিতছে। অদ্ভুত ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে, ট্র্যাক ছেড়ে অন্যদিকে দৌড় দিচ্ছে গাড়ি, কিন্তু কোন কারণ আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। পেট্রল ফুরিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ মাঝপথে। এঞ্জিন ওভার হিটেড হয়ে ফেঁসে যাচ্ছে মাঝপথে। উদ্ভট, বেকায়দা সময়ে অসুখে পড়ছে কোন কোন ড্রাইভার...'

'ঠিক বলেছ,' উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। 'এক্কেবারে ঠিক কথা বলেছ। আমিও লক্ষ করেছি এসব। তুমি বলতে চাও এসব কোন চক্রান্তের ফল?'

'তাই। আমার আগে কথাটা বলেছিল পল কার্টারেট। সেজন্যে মরতে হয়েছে ওকে। আমাকেও যখন বাগে আনা যাচ্ছিল না, পর পর জিতে চলেছিলাম একের পর এক গ্র্যাভপ্রিক্স, ক্লারমন্টফেরান্ড রেসট্র্যাকে আক্রমণ চালিয়েছিল ওরা আমার ওপরেও। নেহায়েত কপাল গুণে বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা।'

'কি করে? মানে, চলন্ত অবস্থায় কি করে হামলা করল তোমার ওপর?'

'দুই ভাবে,' বলল রানা। 'সাসপেনশন স্ট্রাটের সাথে বাঁধা ছিল রেডিও-কনট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ, আর হাইড্রোলিক ব্রেক লাইনের সাথে ব্যবস্থা ছিল কেমিক্যাল-অপারেটেড বম্ব। ব্রেক চাপার সাথে সাথেই ফেটেছে সেটা। সাথে সাথেই রেডিওর সাহায্যে ফাটানো হয়েছে সাসপেনশনের সাথে বাঁধা বোমাটাও। এমন ভাবে সেট করছিল বোমাগুলো, যাতে কোন প্রমাণ না

থাকে। কিন্তু আমি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি অন্যভাবে। ব্রনসনের প্রতিটা কাজের ছবি তুলে নিয়েছি আমি মুভি ক্যামেরায়। সেই সন্ধ্যায় সাসপেনশন স্ট্রাট আর ব্রেক লাইনিং বদলি করেছিল ব্রনসন। তারপর গ্যারেজে পৌছলেন আপনি আর মিস্টার কার্টারেট। ও জানাল গাড়ির কোনই দোষ ছিল না, দোষ ড্রাইভারের। গার্বারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমি।'

'আচ্ছা!' বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলল হ্যামার। 'এই জন্যেই দুর্ঘটনার পর গাড়ি চেকিঙের সময় একা থাকত ব্রনসন!' হঠাৎ রানার দিকে পাশ ফিরল হ্যামার। 'কিন্তু···কিন্তু তুমি তো সেদিন বেহেড মাতাল! তুমি ছবি তুললে কি করে? আমি আর জেমস, থুড়ি, ফিলিপ···'

'সেদিন আমার কামরায় ঢুকেছিলেন লাথি দিয়ে দরজার ছিটকিনি ভেঙে. আমাকে পাওয়া গিয়েছিল বিছানায়, মদ টেনে বেঘোরে ঘুমাচ্ছি, হাতে তখনও ধরা আছে বোতলটা।'

'অর্থাৎ?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল হ্যামারের। 'অভিনয় করেছিলে তুমি? মদ খাওনি আসলে?'

'এক ফোঁটাও না। নার্ভাস ব্রেকডাউনও হয়নি সেদিন আমার। হাতের কাঁপুনিটাও অভিনয়। সেদিন আপনারা ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে ফিরে এসেছিলাম গ্যারেজ থেকে ব্রনসনের ছবি তুলে।'

'তার মানে ইচ্ছে করে হেরেছ তুমি পর পর কয়েকটি গ্র্যান্ডপ্রিক্স?'

'কারণ ছিল। সেরা ড্রাইভার হিসেবে আমার চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাই লাইম লাইট থেকে সরে যেতে হয়েছিল আমাকে ভেঙে পড়ার অভিনয় করে। সবার অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দরকার ছিল '

'তাহলে আবার ফিরে আসছ তুমি, রানা, আমাদের মধ্যে?' খুশিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল হ্যামারের মুখ।

'দুঃখিত,' বলল রানা 'ফেরার উপায় নেই আমার। আজকের কাজটা চুকে গেলেই ফিরে যাচ্ছি আমি আমার আগের কাজে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

'বলো কি! ছেড়ে দেবে চ্যাম্পিয়ানশিপটা? বিশ্বজোড়া খ্যাতি পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে তুমি?'

'আমি যে কাজে আছি সেটার সঙ্গে খ্যাতির মস্ত বিরোধ আছে। আমার কাজটাই আমার বেশি পছন্দ।' ব্যান্ডল লেখা একটা সাইন পোস্ট দেখে গতি খানিকটা কমাল রানা।

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ; ইতিমধ্যেই তুমি একজন বিখ্যাত লোক। পৃথিবীর যে কোনায় যাও না কেন চিনবে লোকে তোমাকে মরিস রেনার হিসেবে। তোমার আগের কাজে ফিরে গেলেও লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে। এসপিওনাজ ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে তোমার। তার চেয়ে···'

'ইটালিয়ান রেস ড্রাইভার মরিস রেনার লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পরিচিত, স্বীকার করি, কিন্তু মাসুদ রানাকে কে চেনে? ছদ্মবেশটা খুলে

ফেললেই আবার হারিয়ে যাব আমি জনতার ভিড়ে। কেউ চিনবে না আমাকে। আপনিও না। হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে মরিস রেন্যার। কোন চিহ্ন থাকবে না আর তার।'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে রইল হ্যামার আধ মিনিট। তারপর বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাকে হাজার অনুরোধ করে কোন লাভ হবে না, জানি। তোমাকে হারাতে খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু মেনে নিতে হবে সেটা। কিন্তু একটা কথা বলবে? আমার স্ত্রীকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য না নিয়ে নিজে ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? আমার জন্যে?'

সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে যেতে পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখতে পেল ওরা দি এইস দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে। নীল-সাদা পেইন্ট করা সুন্দর একটা মোটর ইয়ট। দূরে দূরে আরও অনেকগুলো ছোট বড় ইয়ট আর ক্রুজার দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। ঝকঝক করছে নিস্তরঙ্গ উপসাগর আয়নার মত। চোখ সরিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'ঠিকই বলেছেন। আপনার জন্যেই। আপনার স্ত্রীর হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ পুলিসে জানাতে পারেননি, ব্যাপারটা ওদের অজানাই থাকুক। নইলে অনেক কিছু নিয়ে টান পড়বে। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন করছি কাজটা, এক কথায় কোন উত্তর দিতে পারব না। প্রায় তিনটে মাস ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি আমি আপনার সাথে, অনেক কাছে থেকে দেখেছি, জানবার সুযোগ পেয়েছি। নিজের অজান্তে আপনি এমন কিছু দিয়েছেন আমাকে, হয়তো সবাইকে দিচ্ছেন এই একই জিনিস, হয়তো নির্লিপ্ত ভাবে বিলিয়ে যাচ্ছেন জিনিসটা আপনি সবার মধ্যে, কিন্তু আমি বাঁধা পড়ে গেছি। যা পেয়েছি জীবন দিয়েও তার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, না বুঝলেও কিছু এসে যায় না, তবে, বাপ-মা হারা মানুষ যে জিনিসটার জন্যে কাঙাল হয়ে থাকে, যে জিনিসটার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারে পানির দামে, আপনার কাছে অঢেল পেয়েছি আমি সেই জিনিস। আপনাকে আমি মনের মধ্যে যে আসন দিয়েছি, আমি চাই না বিনা দোষে সেখান থেকে নেমে কোর্টে গিয়ে সেই আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হোক। মিস্টার কার্টারেটও চান না সেটা। তাই আমরা যুক্তি করে স্থির করেছি, এই ব্যাপারে পুলিস ডাকা চলবে না।'

ছোট্ট শহরটায় ঢুকে কিছুদূর গিয়েই গাড়িটা রাখার জন্যে মনের মত জায়গা পেয়ে গেল রানা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুই একর আন্দাজ জমির উপর বিশাল একটা বাড়ি উঠছে। এক তলার অর্ধেক পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, দরজা-জানালা-গেট কিছু বসানো হয়নি। ভিতরে ঢুকে রাস্তা থেকে যেন দেখা না যায় সে রকম জায়গায় অন্ধকার ছায়ায় রেখে দিল রানা গাড়ি। নেমে হেঁটে রওনা হলো জেটির দিকে।

'ইয়টে পৌঁছবে কি করে?'

'সেই কথাই ভাবছি,' বলল রানা। 'ইয়টে পাহারা তো থাকবেই, আমাদের ধরে নেয়া উচিত যে ডাঙাতেও ব্যবস্থা থাকবে পাহারার। যদিও

যিমার ব্রাদার্সের কপালে কি ঘটেছে ইয়টের কারও জানবার কথা নয়, তবু সাবধান থাকা দরকার আমাদের। প্রথমে আবহাওয়াটা বুঝতে হবে আমাদের, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। চলুন, সামনের ওই রেস্তোরাঁয় বসে খেয়ে নেয়া যাক যাহোক কিছু।' আকাশের দিকে চাইল রানা। 'ততক্ষণে আশা করা যায় ওই মেঘটা দয়া করে হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে যাবে চাঁদের কাছে।'

বাইরে থেকে কাফেটা পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে পা বাড়াল রানা সামনে, দ্বিতীয় কাফেও পছন্দ হলো না ওর। তিনভাগের দুইভাগ শূন্য একটা কাফেতে ঢুকল সে, পিছু পিছু হ্যামার। জানালার পাশে বসল রানা, টেবিলের ওপাশে রানার মুখোমুখি বসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল হ্যামার, 'অন্যগুলোর চেয়ে কোন দিক থেকে ভাল হলো এই কাফেটা?'

মৃদু হেসে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল রানা। বলল, 'জ্যোছনা ধোয়া সাগরের দৃশ্য পাচ্ছেন এখান থেকে।'

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল হ্যামার দি এইস। চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানাকে, 'কি খাবে? আমার কিন্তু খিদে নেই মোটেই।'

'যা হয় আনান। আমরও খাবার রুচি নেই।'

খেতে খেতে হঠাৎ চোখ দুটো একটু বড় হয়ে গেল হ্যামারের। চাপা গলায় ডাকল, 'রানা।'

'উত্তেজিত হবেন না,' বলল রানা। 'খাওয়া চালু রাখুন। আপনার পরিচিত কেউ ঢুকেছে কাফেতে। কে?'

'নামটা ভুলে গেছি। বছর দুয়েক আগে আমার গ্যারেজে কাজ নিয়েছিল। হ্যানসিঙ্গারের সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল ওর। হ্যানসিঙ্গারই ঢুকিয়েছিল ওকে আমার গ্যারেজে। চুরির দায়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি ওকে। আমাকে এখানে দেখেই চমকে উঠল লোকটা। এখন বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'কোনদিকে গেল? ডানদিকে, না বামদিকে?'

'ডান দিকে। ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে।'

পর্দাটা সরিয়ে দি এইসের দিকে চাইল রানা। একটা আউট-বোর্ড এঞ্জিন লাগানো ডিঙি এগিয়ে আসছে দি এইসের দিক থেকে ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে। বলল, 'তার মানে খবর পৌঁছে গেছে। আপনি এক কাজ করুন, গাড়ি থেকে রশি আর ইলাস্টোপ্লাস্টের টেপটা নিয়ে আসুন। আমার সাথে দেখা হবে ল্যান্ডিং স্টেপের পাশে রাখা ড্রামগুলোর কাছে। উঠে পড়ুন। জলদি।'

হাতের ইশারায় বিল আনতে বলল রানা ওয়েটারকে। খাওয়া ছেড়ে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল মাইকেল হ্যামার। কিছুদূর হেঁটে এগিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। তিন মিনিটে ল্যান্সিয়ার কাছে পৌঁছে গেল। বুট থেকে এক গাছা রশি বের করল, ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ত্রস্ত হাতে বের করল ইলাস্টোপ্লাস্ট। রওনা হতে যাচ্ছিল, কি ভেবে সীটের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল

লুকিয়ে রাখা চারটে পিস্তল। অপরাধীর মত চারদিকে চাইল একবার, তারপর সবচেয়ে ছোট পিস্তলটা পকেটে পুরল। ঢোকাবার আগে সেফটি ক্যাচটা অফ করে নিতে ভুলল না। বাকি তিনটে যথাস্থানে রেখে ছায়ায় ছায়ায় দ্রুতপায়ে এগোল সে ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে।

গজ পঁচিশেক থাকতে রানাকে পাওয়া গেল। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করল সে হ্যামারকে। একটার উপর আরেকটা করে রাখা মাথা সমান উঁচু ড্রামগুলোর আড়ালে আড়ালে ল্যান্ডিং স্টেপের অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ল্যান্ডিং স্টেপের উপর দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে রয়েছে একজন লোক। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ডিঙিটার উপর। অনেক কাছে চলে এসেছে ওটা। এঞ্জিনের শব্দ কমল কিছুটা, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। পরিষ্কার ভেসে এল হ্যানসিঙ্গারের গলা।

'এখনও পৌঁছেনি এসে শুয়োরের বাচ্চা। এখানেই ড্রামের আড়ালে অপেক্ষা করব আমরা। তাহলে কাজ সেরে ভাগতে সুবিধে হবে।' গলার স্বর একটু পরিবর্তন হলো। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে? খবর আছে কিছু?'

'ওরা বসে আছে ওই কাফেতে।'

'ওরা মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গারের গলা।

'তোমাদের মাইক হ্যামারও রয়েছে ওর সাথে।'

'আচ্ছা!' ঘ্যাস করে ঘাটে এসে ভিড়ল ডিঙিটা। 'পিপীলিকার পাখা গজে মরিবার তরে।'

'ঠিক বলেছ!' বলল রানা। রাইফেল হাতে ডাঙায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল হ্যানিসঙ্গার মূর্তির মত। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'রাইফেলটা ছেড়ে দাও হাত থেকে, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও। দু'জনই।' খটাশ করে পড়ল রাইফেলটা সিঁড়ির উপর। 'পানিতে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে থাকলে দিতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে লাশটা পড়বে পানিতে। চারফুট দূর থেকে মিস হবে না আমার গুলি। ফুটো হয়ে যাওয়া খুলি নিয়ে পড়বে পানিতে। পরিষ্কার?' কারও মধ্যে ঝাঁপ দেয়ার লক্ষণ না দেখে আরও এক পা এগিয়ে এল রানা। 'মিস্টার হ্যামার, যদি কিছু মনে না করেন, সার্চ করে দেখুন আর কোন অস্ত্র আছে কিনা ওদের কাছে।'

দুটো পিস্তল পাওয়া গেল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে আসতে যাচ্ছিল হ্যামার, কথা বলে উঠল রানা।

'ওগুলো ফেলে দিন পানিতে। ফেলে এই চোরটাকে আচ্ছা করে বাঁধুন রশি দিয়ে। এই যে, তোমরা দু'জন এদিকে ফেরো একবার। এপাশে সরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো দু'জনেই। হাত দুটো পিঠের ওপর! একচুল নড়াচড়া করলেই গুলি খাবে কলজে বরাবর।'

দুই মিনিটে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে হ্যানসিঙ্গারের পিঠের উপর উঠে বসতে যাচ্ছিল হ্যামার, হাঁ-হাঁ করে উঠল রানা। 'আরে, আরে! করেন কী। একে বাঁধার দরকার নেই। একে সাথে করে নিয়ে যাব আমরা ইয়টে।

আপনি ওটার মুখ বন্ধ করুন।'

ইলাস্টোপ্লাস্ট সেঁটে লোকটার মুখ বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যামার। মাঝারি একটা লাথি চালাল রানা হ্যানসিঙ্গারের পাঁজর লক্ষ্য করে।

'উঠে পড়ো, দোস্ত। তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে আর কেউ নেই ইয়টে। কিন্তু তাই বলে আমরা তো আর ঝুঁকি নিতে পারি না। তুমি সামনে থাকবে আমাদের, যেন প্রথম গুলিটা তোমার উপর দিয়েই যায়।'

চন্দ্রালোকিত সাগরের বুকে ভেসে পড়ল ডিঙিটা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দি এইসের দিকে ছুটল ওরা। সজাগ, সতর্ক।

ডিঙিটা শত খানেক গজ দূরে থাকতেই ইয়টের হুইলহাউসে বিনকিউলার চোখে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক প্রায় চমকে উঠল। হ্যানসিঙ্গার আর মাইকেল হ্যামারকে চিনতে পেরেছে সে, তৃতীয়জন কে হতে পারে তাও বুঝে নিয়েছে সে অনায়াসে। চট করে বিনকিউলারটা নামিয়ে রেখে ড্রয়ার থেকে বের করল একটা রিভলভার। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে একটা মই বেয়ে উঠে গেল সে কেবিনের ছাতে। শুয়ে পড়ল ছাতের উপর ডিঙিটার দিকে মুখ করে।

ইয়টের পিছন দিকে ওয়াটার-স্কির জন্যে তৈরি সিঁড়ির কাছে এসে থামল ডিঙি। রানার নির্দেশে বেঁধে ফেলল হ্যামার ডিঙিটা। পিস্তল দিয়ে হ্যানসিঙ্গারকে এগোবার ইঙ্গিত করল রানা। ধীর পায়ে ধাপ ডিঙিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল হ্যানসিঙ্গার, তার পিছনে পিস্তল হাতে রানা, তার পিছনে মাইকেল হ্যামার। সিঁড়ির মাথায় হ্যামারকে দাঁড় করিয়ে রেখে পিস্তলটা হ্যানসিঙ্গারের পিঠে ঠেসে ধরে সারাটা ইয়ট ঘুরে এল রানা। কেউ কোথাও নেই। উজ্জ্বল আলোকিত স্যালুনে ঢুকল এবার ওরা।

'ইয়টে আর কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে,' বলল রানা। খুব সম্ভব নিচের ওই তালামারা ঘরটায় রয়েছেন মিসেস এলিনা হ্যামার। চাবিটা কোথায়, হ্যানসিঙ্গার?'

'আমি জানি না…উফ্।' হাঁটুর উপর লাথি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গার। 'সত্যিই…'

গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠল, 'ড্রপ দ্যাট গান! খবরদার, কেউ নড়বে না!'

নড়ল না রানা, হাত থেকে ছেড়ে দিল পিস্তলটা।

হাসি ফুটে উঠল হ্যানসিঙ্গারের মুখে। বড় বাঁচা বেঁচে যাওয়া হাসি। বলল, 'ওয়েল ডান, মরিয়েলো। ঠিক সময় মতই হাজির হয়েছ। থ্যাংকিউ!'

'নো মেনশন, মিস্টার হ্যানসিঙ্গার।' কথাটা বলে এগোল মরিয়েলো। বাম হাতের কনুই দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল মাইকেল হ্যামারের পাঁজরে। ছিটকে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হ্যামার একটা ডিভানের উপর। ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখটা। লম্বা পা ফেলে রানার পিস্তলটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল মরিয়েলো, এমনি সময় চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার।

'এবার তোমার পিস্তল ফেলে দাও! খবরদার, পিছন ফিরবে না!'

পাঁই করে পিছনে ফিরল মরিয়েলো, দেখল হ্যামারের কাঁপা হাতে খেলনার মত ছোট্ট একটা পিস্তল। হাসল সে। বলল, 'এই শালা আবার কবে থেকে পিস্তল ছুঁড়তে শিখল?'

কথাটা বলতে বলতে রিভলভারটা তুলছিল সে উপরে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে টিপে দিল হ্যামার ট্রিগার। গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে বিকট আর্তনাদ ছাড়ল মরিয়েলো। রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে। বাম হাতে চেপে ধরেছে সে ডান কাঁধটা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রক্তের ধারার দিকে। হ্যানসিঙ্গারের হাসি মুখটাও মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল নাভির উপর রানার হাতের তীব্র একটা লেফটে হুক খেয়ে। শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। ঘাড়ের পিছনে প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রানার পিস্তলের উপর। কিন্তু বিড়ালের চেয়েও শক্ত জান তার। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল স্যালুনের খোলা দরজার দিকে, হ্যামারের ল্যাং খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল চৌকাঠের কাছে। আবার উঠে ছুটল ডেকের দিকে। পিছন পিছন ছুটছে রানা। লাফ দিয়ে পড়ল সে হ্যানসিঙ্গারের ঘাড়ে।

জীবনের প্রথম গুলি ছুঁড়ে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল মাইকেল হ্যামারের, কিন্তু চোখ খুলে যখন দেখল মরেনি লোকটা তখন খুব দ্রুত সামলে নিল। লোকটার পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তল আর রিভলভারের দিকে চেয়ে হুকুম করল, 'ওই চেয়ারে গিয়ে বসো!'

যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল মরিয়েলো, কিন্তু দ্বিতীয় গুলির ভয়ে আদেশ পাওয়া মাত্র বিদ্যুৎবেগে চলে গেল ঘরের কোণে, বসে পড়ল নির্দিষ্ট চেয়ারে। বাইরে থেকে 'হুঁক, হাঁক' শব্দ আসছে মারপিটের, ধুপুড়ধাপ আছাড় খাওয়ার শব্দ আসছে। মেঝে থেকে রানার পিস্তল আর মরিয়েলোর রিভলভারটা তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল হ্যামার বাইরে।

রানার চেয়ে অন্তত আধফুট বেশি লম্বা, দেড়গুণ বেশি চওড়া হ্যানসিঙ্গার। কিন্তু মারের চোটে জিভ বেরিয়ে এসেছে তার। রেলিঙের ধারে ঠেসে ধরেছে রানা ওকে এক হাতে গলা টিপে। পিছন দিকে বাঁকা হয়ে আছে হ্যানসিঙ্গার। হাত-পা ছুঁড়ছে এলোপাতাড়ি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সাঁতার জানি না! পড়ে যাচ্ছি?'

নিজের দোষেই, রানার বুকে একটা পা ঠেকিয়ে লাথি দিতে গিয়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেল সে সাগরে। ছিটকে একরাশ পানি উঠে এল ডেকের উপর ঠিক সেই সময় একটা ঘন মেঘের তলায় চাপা পড়ল চাঁদের আলো। ইয়টের চারিটা পাশ ঘুরে এল রানা পানির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে। মৃদু হাসল হ্যামারের দিকে চেয়ে। 'হয়তো সত্যিই জানে না সাঁতার। যাকগে, মরুক। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। পুলিস এসে পৌঁছনোর আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের।'

'আমি জানি সাঁতার,' কোট খোলার উপক্রম করল মাইকেল হ্যামার।

'ভাল সাঁতার জানি। তুলে আনছি ওকে।'

'খেপেছেন নাকি আপনি?' কোটের আস্তিন ধরে স্যালুনের দিকে টানল ওকে রানা।

মরিয়েলোর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ডান কাঁধটা বাম হাতে চেপে ধরে ফোঁপাচ্ছে মরিয়েলো চোখ বুজে। রানার পিস্তলের গুঁতো খেয়ে চোখ মেলল।

'মিসেস হ্যামারের কেবিনের চাবি কোথায়?'

একটা ক্যাবিনেট ড্রয়ারের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল মরিয়েলো। একটা মাত্র চাবি পাওয়া গেল ড্রয়ারে। ওটা বের করে নিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আর সব কেবিনের চাবি কোথায়? নাকি এক চাবিতেই সব দরজা খোলে?' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মরিয়েলো, পরমুহূর্তে ককিয়ে উঠল চুলে টান পড়তেই। টেনে দাঁড় করাল ওঁকে রানা। 'চলো, নিচে চলো।'

নিচে নেমে প্রথম খোলা কেবিনটার মধ্যে ঠেলে মরিয়েলোকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিল রানা। তারপর আর একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। চাবিটা মাইকেল হ্যামারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। 'আপনি খুলুন।'

খুলে গেল দরজাটা।

দরজার দিকে মুখ করে বিছানার ধারে বসে আছে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলা। অপূর্ব সুন্দরী। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে খোলা দরজার দিকে। মুখে কোন ভাবান্তর নেই। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মহিলা, হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে খুঁজল কিছু, এগিয়ে এল কয়েক পা।

'মাইক। তোমার গন্ধ পাচ্ছি আমি। মাইক। তুমি এসেছ।' হাত দুটো খুঁজছে সামনে। 'মাইক। ওরা আমাকে...'

উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার বৃদ্ধার উপর। 'হ্যাঁ। আমি এসে গেছি। আর কোন ভয় নেই, এলিনা।' শূন্যে তুলে নিল বৃদ্ধাকে। পাগলের মত চুমো খাচ্ছে। দুই হাতে হ্যামারের মুখ ছুঁয়ে দেখল বৃদ্ধা। ওর বুকে মুখ ঘষল। মুখে অপরূপ সুন্দর হাসি। পলকহীন চোখ থেকে টপ টপ লোনা পানি নেমে আসছে গাল বেয়ে। রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে হ্যামার। 'কাঁদে না, পাগলী। এই তো এসে গেছি আমি। আর কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না তোমাকে।'

হঠাৎ রানার কথা স্মরণ হলো হ্যামারের। চট করে নামিয়ে দিল স্ত্রীকে।

'হায়, হায়! আসল মানুষের সাথে পরিচয় করে দিতেই ভুলে গেছি। এদিকে এসো রানা। এলিনা, আমি না, এই ছেলেটা নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছে তোমাকে। ওর সাহায্য ছাড়া সম্ভবই হত না এখানে পৌঁছনো।'

হ্যান্ডশেকের জন্যে বৃদ্ধার হাত ধরেছিল রানা, টেনে কাছে নিয়ে গেল ওকে এলিনা হ্যামার। দুই হাতে স্পর্শ করে চিনে নিল রানার মুখটা। কপাল

ছুঁয়ে বলল, 'মস্ত বড় মন তোমার। আমার মাইকের মতই। আমি চোখে দেখি না, বাবা। কিন্তু মনটা অনুভব করতে পারি! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বিস্ময়াভিভূত রানা আমতা আমতা করে দু'একটা কথা বলল, তারপর সচেতন হয়ে ফিরল হ্যামারের দিকে।

'এক্ষুণি রওনা হয়ে যাওয়া দরকার আমাদের পুলিস এসে পৌঁছবার আগেই!'

'হ্যাঁ। চলো।' এক হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোল মাইকেল হ্যামার।

এদিকে টর্পেডোর বেগে ছুটছে সাঁতার না জানা হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। ল্যান্ডিং স্টেপে পৌঁছে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, ছুটে গিয়ে ঢুকল রাস্তার ওপাশের একটা ফোন বুদে। মিনিট তিনেক অপেক্ষার পর ভিগনোলেস পাওয়া গেল, আরও দুই মিনিট অধীর প্রতীক্ষার পর ব্রনসনকে ধরা গেল ওর বেডরুমে। সংক্ষেপে লাভ লজ এবং ইয়টের সব ঘটনা জানাল হ্যানসিঙ্গার ওকে। সব শেষে বলল, 'শেষ হয়ে গেছি আমরা, হুগো। শেষ করে দিয়েছে ওই শুয়োরের বাচ্চা।'

খাটের ধারে বসে আছে ব্রনসন। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা। কিন্তু কথা যখন বলল তখন গলার স্বর শান্ত।

'সব শেষ হতে দেরি আছে, হুবার্ট। অত ঘাবড়িয়ো না। এখনও একটা টেক্কা রয়েছে আমাদের হাতে। বুঝতে পেরেছ? সেই টেক্কা নিয়ে ব্যান্ডল আসছি আমি। একঘণ্টার মধ্যে। তুমি জায়গা মত অপেক্ষা করো।'

'পাসপোর্ট আনছ?'

'হ্যাঁ। লাগবে ওটা।'

'আমারটা বেড-সাইড টেবিলের ড্রয়ারে আছে। আর দয়া করে কিছু শুকনো কাপড় এনো, নইলে ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব। ও, কে?'

'ও, কে। দেখা হবে এক ঘণ্টার মধ্যে।'

রিসিভার ছেড়ে দিয়ে খুশি মনে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার ফোন বুদ থেকে। ড্রামগুলোর পাশে লুকিয়ে থাকবার জন্যে একটা ভাল জায়গা খুঁজতে গিয়ে চোরের গায়ে পা বেঁধে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে বলল, 'হায়, হায়, উইলি! তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে!' হাত-পা-মুখ বাঁধা উইলিকে কাতর দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল, 'এখন খোলা যাবে না, উইলি। দুঃখিত। মরিয়েলোকে জখম করে মিসেস হ্যামারকে নিয়ে ফিরে আসছে ওরা। আমি কোনমতে পানিতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালিয়ে এসেছি। এক্ষুণি এসে যাবে হারামীরা, এসেই তোমার কি অবস্থা সেটা খোঁজ করবে। যদি দেখে তুমি নেই তাহলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তোমাকে জায়গামত পেলে আরও কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে এখানে ফেলে রাখলে অসুবিধে নেই মনে করে আগের কাজ আগে সারবে। আমি থাকব

আশেপাশেই। যেই ওরা চোখের আড়াল হবে ওমনি তোমার বাঁধন খুলে দেব আমি। তুমি ডিঙি নিয়ে সোজা চলে যাবে ইয়টে। চার্ট টেবিলের ওপরের দুটো ড্রয়ারে যত কাগজপত্র আছে সব একটা ব্যাগে পুরে আমার গাড়ি নিয়ে মার্সেইতে তোমার বাড়িতে চলে যাবে তুমি, ওখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। এই কাগজগুলোর ওপর তোমার নিজের নিরাপত্তাও নির্ভর করছে। পুলিসের হাতে ওগুলো পড়লে সব একেবারে শেষ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? যেমন করে হোক কাগজপত্র সরাতেই হবে ইয়ট থেকে।'

বিমর্ষ বদনে মাথা ঝাঁকাল উইলি, তারপর কান খাড়া করল আউটবোর্ড মোটরের এঞ্জিনের শব্দ শুনে। ইয়টের দিকে চাইল হ্যানসিঙ্গার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। সোজা এইদিকে ছুটে আসছে ডিঙিটা। উইলির পিঠে দুটো সান্ত্বনার চাপড় দিয়ে দ্রুতপায়ে ড্রামের আড়ালে গজ ত্রিশেক সরে গেল হ্যানসিঙ্গার। ল্যান্ডিংস্টেপের উপর প্রথম নামল রানা, পিস্তল হাতে। ডিঙিটা বেঁধে ফেলল একটা লোহার কড়ার সাথে। স্ত্রীকে শূন্যে তুলে নিয়ে নেমে এল মাইকেল হ্যামার। উঠে যাচ্ছে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে উপরে। রানাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে কিনা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একটু ভেবে দেখল হ্যানসিঙ্গার, দূর করে দিল চিন্তাটা, নাক-মুখ-চোয়ালের ফোলা অংশে মমতার সাথে হাত বুলাল। বিফল হলে ওর ভাগ্যে কি ঘটবে ভেবে দমে গেছে। তার চেয়ে আপাতত আত্মগোপন করে থেকে ব্রনসন এসে পৌঁছলে পালিয়ে বাঁচাই বুদ্ধিমানের কাজ। খেলা শেষ।

উইলির কাছে এসে দাঁড়াল রানা, নিচু হয়ে পরীক্ষা করল ওর বাঁধন, তারপর সোজা হয়ে উঠে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রাস্তার ওপারে ফোন বুদের সামনে দাঁড়াল তিনজন। রানা ঢুকে গেল ভিতরে। পা টিপে টিপে ফিরে এল হ্যানসিঙ্গার উইলির কাছে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে কেটে দিল হাত-পায়ের বাঁধন। কষে বাঁধার ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়েছিল, আবার চালু হয়ে যেতেই ঝিঁঝি ধরে গেল উইলির হাত-পায়ে, চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে লক্ষ করল গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে কেবল, টেপ লাগিয়ে দেয়ায় প্রাণ খুলে চ্যাচাতে পারছে না। টেপ খোলার চেষ্টা করতেই ওর মুখ চেপে ধরল হ্যানসিঙ্গার।

'মুখ বাঁধা অবস্থায় যত খুশি চ্যাচাও,' উইলির কানে কানে ফিস ফিস করে বলল হ্যানসিঙ্গার। 'রাস্তার ওপারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বোধহয় খবর দিচ্ছে ভিগনোলেসে। ওদের অনুসরণ করব আমি, সত্যিই ব্যান্ডল ছেড়ে যাচ্ছে কিনা জানা দরকার। ওরা চোখের আড়াল হলেই তুমি রওনা হয়ে যাবে ডিঙি নিয়ে। খবরদার, এঞ্জিন স্টার্ট করবে না, দাঁড় বেয়ে যেতে হবে তোমার ইয়টে।' রানাকে ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা নেমে গেল হ্যানসিঙ্গারের। 'বেরিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওদের পিছু পিছু।'

দুটো মোড় ঘোরার পরই হারিয়ে গেল তিনজন। কোণের বাড়িটার

দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে ওদের না দেখতে পেয়ে কি করবে ভাবছে হ্যানসিঙ্গার, এমনি সময়ে কাছেই কোথাও ল্যান্সিয়ার স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল ওর কানে। এগোতে গিয়েও আড়ষ্ট হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গার, দেয়াল ঘেরা একটা আঙিনা থেকে বেরিয়ে এল ল্যান্সিয়া, সাঁ করে বাঁয়ে কেটে সোজা উত্তর দিকে ছুটল গাড়িটা। চলে যাচ্ছে ব্যান্ডল ছেড়ে। যতক্ষণ ব্যাক লাইটের আলো দেখা গেল ততক্ষণ সেইদিকে চেয়ে রইল হ্যানসিঙ্গার। চুপচুপে ভেজা কাপড়, শীতে কাঁপছে সর্বাঙ্গ, বরফের মত জমে যেতে চাইছে দেহটা। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল সে ল্যান্ডিং স্টেপের কাছে রাস্তার অপর পারের ফোন বুদে।

রুডলফ গুস্তারকে পাওয়া গেল না, চলে গেছে প্যারিসে। ক্লিকি বর্গ জানাল হাত-পা ধুয়ে সাফ হয়ে চলে গেছে বস্; ব্রনসন, তার দলবল বা যিমারদের সাথে কোন সংস্পর্শ রাখবে না। চটেমটে চলে গেছে মার্সেই ছেড়ে, কোন সাহায্যও করবে না। লাইন কেটে দিয়ে আবার ভিগনোলেসে কানেকশন চাইল হ্যানসিঙ্গার। বোঝা যাচ্ছে, যা করবার নিজেদেরই করতে হবে এখন। অবস্থা খারাপ বুঝে কেটে পড়েছে গুস্তার।

'কেটে পড়েছে গুস্তার!' বলল সে কানেকশন পেয়ে।

'আমি জানি,' উত্তর এল ব্রনসনের।

'এই মাত্র রেনার আর হ্যামার রওনা হয়ে গেল মিসেস হ্যামারকে নিয়ে। যাবার আগে ফোন করেছে একটা—খুব সম্ভব ভিগনোলেসে ফোন করে সব জানিয়েছে মিচেলকে। তোমার আর ওখানে দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।'

'ভয় নেই। হ্যামারের অ্যাস্টন মার্টিনটা দখল করে নিয়েছি, তোমার-আমার দু'জনেরই মালপত্র তোলা হয়ে গেছে। পাসপোর্টগুলো আমার পকেটে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমি। তার আগে তৃতীয় একটা পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নেব। কারও সাধ্য নেই যে আমাদের ঠেকায়। আসছি।'

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে টেলিফোন বুদের দরজা খুলতে গিয়ে পাথরের মূর্তির মত জমে গেল হ্যানসিঙ্গার। আলো নেভানো একটা কালো সিট্রন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। ফ্ল্যাশিং লাইট নেই, সাইরেন নেই, কিন্তু একনজরেই চিনতে পারল হ্যানসিঙ্গার—পুলিসের গাড়ি! থেমে দাঁড়াল গাড়িটা। বুদের দরজাটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করে দিয়েছে হ্যানসিঙ্গার আগেই যার ফলে ভিতরের অটোমেটিক বাতিটা নিভে গেছে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে দেখল গাড়ি থেকে নেমে এল চারজন সশস্ত্র পুলিস। এদিকে একবারও না চেয়ে দৃঢ়পায়ে চলে গেল উইলিকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেখানে। দুটো টর্চ জ্বলে উঠল। একজন নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিল কাটা রশি আর কিছু ইলাস্টোপ্লাস্ট টেপ। নিচু গলায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করল ওরা আধ-মিনিট, তারপর চারজনই নেমে গেল ল্যান্ডিং স্টেপের সিঁড়ি বেয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটা দাঁড়টানা নৌকো সোজা চলছে দি এইসের দিকে, দুটো দাঁড় উঠছে, নামছে। নিঃশব্দে।

লম্বা একটা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার ফোন বুদ থেকে। রাগে নীল হয়ে গেছে মুখটা। বুঝতে পেরেছে সে, ভিগনোলেসে সুসংবাদ জানাবার জন্য ফোন বুদে ঢোকেনি রানা, ফোন করেছিল স্থানীয় পুলিসে। রাগে ও শীতে কাঁপছে হ্যানসিঙ্গার, মুখ দিয়ে অনর্গল খৈ ফুটছে গালির। বিড় বিড় করে একটানা গাল দিয়ে চলেছে সে। অসংখ্য শব্দের মধ্যে একমাত্র শ্রাব্য ও ছাপার যোগ্য হচ্ছে—রেনার।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ছিল জুলিয়া। আসলে রানার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে সে। মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। দরজা খুলেই দেখতে পেল সে দাঁড়িয়ে আছে ব্রনসন। হাতে পিস্তল। ওকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল ব্রনসন, ছিটকিনি লাগিয়ে দিল বাম হাতে।

'কি ব্যাপার হুগো? কি হয়েছে?'

'বিপদ। আমারও, তোমারও। আমি পালাচ্ছি। সাথে তোমাকে রাখতে চাই, যাতে যাত্রাপথে বাধা না পড়ে কোন রকম। তুমি হবে আমার বর্ডারের গেটপাস। একটা ব্যাগে দরকারী জিনিসপত্র ভরে নাও—এক্ষুণি। আর পাসপোর্টটা দাও এদিকে।'

'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে...'

'শাট আপ!' চাপা গলায় ধমকে উঠল ব্রনসন! 'বাজে কথা বলে আমাকে দেরি করাবার চেষ্টা কোরো না। আমি বেপরোয়া লোক। সেকথা ভাল করেই জানা আছে তোমার। কোন গোলমাল করলে এখুনি এখানে খুন করে রেখে চলে যাব।'

জুলিয়া বুঝল, তর্ক করা বৃথা। গুছিয়ে নিল একটা ব্যাগ, পাসপোর্টটা তুলে দিল ব্রনসনের হাতে। দু'পা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে ব্যাগের যিপ লাগিয়ে দিয়ে পিস্তল দিয়ে বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করল ব্রনসন। 'চলো, বেরোও।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'কোন কথা নয়। বেরোও ঘর থেকে। একটা টুঁ শব্দ করলে গুলি খাবে।' সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা তুলল ব্রনসন জুলিয়ার বুক লক্ষ্য করে।

ধপ করে বসে পড়ল জুলিয়া বিছানার ধারে। 'ঠিক আছে। মারো। আট নম্বর পূর্ণ হবে তাহলে তোমার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না জেনে এক পা-ও নড়ব না আমি।'

জুলিয়া বিগড়ে যাচ্ছে দেখে ব্রনসন বলল, 'আপাতত যাচ্ছি কুনিয়ো। সেখান থেকে অন্যখানে। উঠে পড়ো, জুলিয়া। মেয়ে-মানুষের উপর কোন লোভ নেই আমার। তাদের সাথে কোন বিরোধও নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'অর্থাৎ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মেরে ফেলা হবে আমাকে। কিন্তু সাথে না গেলে এখুনি মেরে ফেলা হবে।' হ্যান্ডব্যাগটা হাতে তুলে নিল। 'ঠিক আছে,

কয়েক ঘণ্টা বেশি বাঁচতে আপত্তি নেই আমার। বাথরুম হয়ে আসতে পারি?'

বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখল ব্রনসন। বলল, 'জানালা নেই। টেলিফোন নেই। অলরাইট যাও, কিন্তু এক মিনিট—তার বেশি নয়।'

বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জুলিয়া। চট করে হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওর ল্যাপ রেকর্ড লেখার পেন্সিলটা বের করে একটা কাগজের টুকরোর উপর কাঁপা হাতে লিখল কয়েকটা কথা, দরজাটা যেদিকে খোলে সেইদিকে মেঝের উপর উপুড় করে রাখল কাগজটা, তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। জিনিসপত্র ঠাসা ব্যাগটা বাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রনসন। দরজা খুলে বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করল সে জুলিয়াকে। পিস্তলসহ ডানহাতটা চলে গেছে ওর জ্যাকেটের পকেটে। সোজা গিয়ে অ্যাস্টন মার্টিনে উঠে বসল দু'জন।

দি এইসের মধ্যে দারুণ কর্মচাঞ্চল্য চলেছে উইলির। বড়সড় একটা ব্রীফকেসের মধ্যে ভরে নিয়েছে সে ইতিমধ্যেই চার্ট টেবিলের ড্রয়ারে রাখা কাগজপত্র। স্যালুনের সোফায় ব্রীফকেসটা রেখে সারাটা ইয়ট এক পাক ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে—যা পাওয়া যায় তাই লাভ, কেউ প্রশ্ন করতে আসবে না। একটা ক্যানভাস ব্যাগ জোগাড় করে নিয়ে তার মধ্যে পুরতে শুরু করল সে সারা ইয়টে ছোটখাট মূল্যবান জিনিস যা পেল। লাখ টাকার মত সামগ্রী সংগ্রহ হয়ে যেতেই ফিরবার তাড়া অনুভব করল সে মনের ভিতর। ব্যাগের যিপ লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল সে স্যালুনে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ব্রীফকেস হাতে বেরিয়ে এল ডেকের উপর। চার কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উইলি! মুখের চেহারায় আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের ছাপ পড়বার কথা, কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর হলো না ওর। ভাব প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে, একেবারে জমে গেছে সে বরফের মত।

রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন বিশাল চেহারার পুলিস। সবচেয়ে প্রকাণ্ড লোকটার মেশিন-পিস্তলটা ধরা আছে উইলির বুকের দিকে। একগাল হাসল লোকটা, অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'অত তাড়াহুড়ো কিসের? কোথাও চললে, উইলি?'

বারো

ভিগনোলেসের দিকে ছুটে চলেছে ল্যান্সিয়া একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে। রানা চালাচ্ছে, পিছনের সীটে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হ্যামার—মোটামুটি ঘটনাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে রানা এলিনা হ্যামারকে। এক প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'দুটো ব্যাপার একসাথে এসে মিলেছে এখানে। দুটো দল কাজ করছিল

মিলেমিশে! ব্রনসনের দল গ্র্যান্ডপ্রিক্সের রেসকে কলুষিত করে দু'হাতে পয়সা লুটছিল, জনা পাঁচেক ড্রাইভার আর আট-দশজন মেকানিক যোগ দিয়েছিল তার দলে। এটা, প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারলেও, প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম আমি। ওদের প্রত্যেকের বেতনের বহুগুণ বেশি টাকা রোজগার করছিল! কিন্তু সব রেস তো আর ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তাই ওদের বেশির ভাগের বাড়তি রোজগারটা দেখলাম অনিয়মিত। তিন জন ছাড়া। ব্রনসন, হ্যানসিঙ্গার আর কাপলান। এই তিনজন প্রত্যেকটা রেসের পর পরই বিরাট সব অঙ্কের টাকা পাচ্ছে। টাকার অঙ্ক দেখে সহজেই অনুমান করে নিলাম কি ধরনের জিনিস চালান দিয়ে এই টাকা পাচ্ছে ওরা।'

'ড্রাগ্‌স। হেরোইন?'

'হ্যাঁ। যিমার ব্রাদার্স হচ্ছে প্রোডিউসার ও সাপ্লায়ার, ওরা তিনজন ডিস্ট্রিবিউটার। সারা ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন ঠিকানায় পৌছে দিত ওরা হেরোইন। অনেক খুঁজে টের পেলাম আমি, ব্লু অ্যাঞ্জেলের ট্র্যান্সপোর্টারটা ব্যবহার করছে ওরা এই কাজে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম কেন পাওয়া যাচ্ছে না মিসেস হ্যামারকে। আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে জিম্মি হিসেবে। বুঝলাম, মিস্টার হ্যামার সমস্ত ব্যাপার জেনেও চেপে যেতে বাধ্য হচ্ছেন স্ত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবে। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল ব্রনসন—মিসেস হ্যামারকে আটকে রাখার ব্যাপারটা জানবার পরই বেনামে মিস্টার হ্যামারকে ব্ল্যাকমেইলিং শুরু করল সে, দুই মাসের মধ্যে কামিয়ে নিল দশ লাখ ডলার।'

'কাজটা ব্রনসনের, তুমি ঠিক জানো?' চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের।

'প্রমাণ করে দিতে পারি। কিন্তু এই প্রমাণটা চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। ওদের বিরুদ্ধে আর যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে সেগুলোই যথেষ্ট। রাত পোহানোর সাথে সাথেই সারা ইউরোপে অন্তত একশোজন লোক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।'

'মাইক গ্রেপ্তার হবে না?' হঠাৎ প্রশ্ন করল এলিনা হ্যামার।

'না। ওঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই কোথাও। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না ওঁকে কোনদিনই।'

'কেন? অন্যায় বা বেআইনী কাজ হচ্ছে জেনেও পুলিসে না জানানোটা অপরাধ নয়?'

'এদেশের আইনে অবশ্য তাই। কিন্তু হেরোইনের ব্যাপারে উনি কিছু জানেন, বা ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল, বা মুখ বন্ধ রাখবার জন্যে আপনাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—তার প্রমাণ কোথায়? পুলিসের হাতে কোন প্রমাণ নেই। প্রতিপক্ষের যারা জানে তারা মুখ খুলবে না, খুললে কিডন্যাপ করার দায়ে আরও দশ বছর বেড়ে যাবে সশ্রম কারাদণ্ড।'

'এইজন্যেই তখন ইয়টে বলছিলে পুলিস এসে পৌছবার আগেই সরে পড়তে হবে ইয়ট থেকে?'

'হ্যাঁ সরে আমরা পড়েছি। কোথায় কি ঘটেছে কিছুই জানি না আমরা। হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি ভিগনোলেসে।'

সামনে দেখা গেল একটা গাড়ি আসছে। হেড লাইট ডিপ করা। চট করে ডিপ করল রানা ল্যান্সিয়ার হেড লাইট। কাছাকাছি এসে যেন ভুল বশে দপ করে জ্বলে উঠল সামনের গাড়ির হেডলাইটের ফুল-বীম, পরমুহূর্তে আবার ডিপ হলো আলোটা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা পাশ কেটে। সেই গাড়ির ড্রাইভার ব্রনসনের মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র এক টুকরো হাসি। পাশে হাত বাঁধা অবস্থায় বসা জুলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'ফিরছেন বীরপুরুষ! তোমাকে না পেয়ে বড় চোট খাবে বেচারার কলজেটা। কিন্তু করবার আর কিছুই থাকবে না তখন।'

ব্যান্ডলের একটা বন্ধ কাফের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। অন্ধকার একটা ছায়া থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার, উঠে বসল পিছনের সীটে।

'ইনশিওরেন্স পলিসিও সাথে করে নিয়ে এসেছ দেখছি,' বলল সে। 'এগোও এবার। দোহাই লাগে, ব্যান্ডল থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা ঝোপঝাড় দেখে থামাও গাড়িটা। কাপড় না বদলালে শীতে জমে মরে যাব। আমার সুটকেসটা এনেছ না?'

'এনেছি। উইলি কোথায়?'

'হাজতে।'

'বলো কি!' চমকে উঠল ব্রনসন। 'খুলে বলো দেখি?'

'ওকে পাঠিয়েছিলাম ইয়টের কাগজপত্র সব নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু আসলে রেনার ব্যাটা ইয়ট থেকে ফিরে ভিগনোলেসে ফোন করেনি, করেছিল থানায়। আমি ফোন সেরে বেরোবার আগেই এসে গেল পুলিসের গাড়ি, আমার করবার কিছুই ছিল না, নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে চলে গেল ওরা দি এইসের দিকে। ফিরল গুলি খাওয়া মরিয়েলো আর কাগজপত্রসহ উইলিকে নিয়ে।

দ্রুত চিন্তা চলছে ব্রনসনের মাথায়। দুই মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'তার মানে এদিকের লীলাখেলা শেষ। রেনারের ফিল্ম আর এই কাগজপত্র পুলিসের হাতে যাওয়ার মানে, এখন একটাই মাত্র পথ খোলা আছে আমাদের সামনে।'

'কি পথ?'

'দ্রুতবেগে পলায়নের পথ। ছ'মাস আগেই ভেবে রেখেছি আমি এই ধরনের বিপদে পড়লে কিভাবে কি করব। আমাদের প্রথম স্টপেজ হবে কুনিয়ো।'

'আমাদের সেই ফ্ল্যাটে তো? ওটার কথা কেউ জানে না?'

'মার্কাস জানে। ও ছাড়া আর কেউ জানে না। ওর কাছ থেকে একথা

বেরোবে না। বাড়িটা আমাদের নামে নেই, কাজেই দুশ্চিন্তারও কিছুই নেই।' গোটা দুই জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠা গাছের নিচে গাড়ি থামাল ব্রনসন। 'বুটটা খোলাই আছে, বামপাশের সুটকেসটা তোমার। যেগুলো পরে আছ সেগুলো ওই পাশের ঝোপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এসো।'

'কেন? এই সেইদিন তৈরি করিয়েছি এটা। এর দাম···'

'কাস্টম চেকিং-এর সময় ভেজা কাপড় পাওয়া গেলে কি উত্তর দেবে?'

'আরে! এটা তো ভাবিনি!' বলেই নেমে গেল হ্যানসিঙ্গার গাড়ি থেকে। সুটকেস থেকে কাপড় বের করে নিয়ে চলে গেল গাছের আড়ালে। তিন মিনিট পর যখন ফিরে এল, দেখল পিছনের সীটে বসে আছে ব্রনসন। বলল, 'কি হলো? আমাকে চালাতে হবে?'

'তাড়া আছে আমাদের,' বলল ব্রনসন। 'আর আমার নাম হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার নয়। কাজেই বুঝতে পারছ।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে গিয়ার দিল হ্যানসিঙ্গার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পক্ষীরাজের মত উড়ে চলল অ্যাস্টন মার্টিন। পিছন থেকে কথা বলে উঠল ব্রনসন, 'তবে একটা কথা খেয়াল রাখলে সুখী হব—এটা রাজপথ, রেসট্র্যাক নয়।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'মনে হয় কোল ডে টেন্ডের কাস্টমস বা পুলিসের তরফ থেকে কোন গোলমাল হবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেউ টেরই পাবে না পালাচ্ছি আমরা। খুব সম্ভব এখন পর্যন্ত টেরই পায়নি ভিগনোলেসের কেউ যে জুলিয়াকে পাচ্ছে না। আর টের পেলেই কি? আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি কে জানে? বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করব কিনা বুঝবে কি করে? কাজেই আমার মনে হয় না ওরা বর্ডার পুলিসকে কিছু জানাবে। এই বর্ডারটা ডিঙিয়ে যাব সহজেই, তবে সুইস ফ্রন্টিয়ার ডিঙানো কঠিন হয়ে যাবে। যতক্ষণে আমরা সুইস বর্ডারে পৌঁছব ততক্ষণে ওদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে, বর্ণনা পৌঁছে যাবে চেহারার।'

'তখন কি করব?'

'সহজ ব্যাপার। ঘণ্টা দুয়েক কাটাব আমরা কুনিয়োতে। গাড়ি বদলাব। অ্যাস্টনটা গ্যারেজে রেখে একটা পীগট নিয়ে রওনা হব। রওনা হওয়ার আগে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ডেকে পাঠাব নিকোলোকে। আমাদের তিনজনেরই চেহারা পাল্টে যাবে, কালো হয়ে যাবে জুলিয়ার সোনালী চুল। ওর জন্যে সুন্দর একটা ব্রিটিশ পাসপোর্টও তৈরি হয়ে যাবে আর এক ঘণ্টার মধ্যে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এগোব আমরা সুইস বর্ডারের দিকে। বর্ডার পুলিস সতর্ক থাকবে। কিন্তু কি আশা করবে ওরা? ওরা নজর রাখবে ব্রনসন বলে কোন লোক জুলিয়া কার্টারেট বলে একজন ব্লন্ড মেয়েকে নিয়ে নীল অ্যাস্টন মার্টিন গাড়িতে করে বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করে কিনা। সবুজ পীগট গাড়িতে করে দুইজন ভিন্ন নামের পুরুষের সাথে একজন ব্রুনেট মেয়েকে যেতে দেখলে একবারের জায়গায় দু'বার চেয়ে দেখবে না ওরা।'

অ্যাস্টনের ফুলস্পীড তুলে ছুটছে হ্যানসিঙ্গার। বলল, 'একবিন্দুও

ভড়কাওনি দেখছি, হুগো?'

'ভয় পাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি এখনও··· তোমার এই বেপরোয়া গাড়ি চালানোটা ছাড়া। দেখো, হুবার্ট, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুনিয়োতে পৌঁছতে চাই ঠিকই, কিন্তু তুমি যেভাবে চালাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে বিদেহী আত্মাটা গিয়ে পৌঁছলে পৌঁছতে পারে, সশরীরে আর পৌঁছানো হবে না আমাদের। আর একটু আস্তে চালালে কেমন হয়?'

মৃদু হেসে গতি সামান্য একটু কমাল হ্যানসিঙ্গার। বলল, 'ভয় নেই, আমি রেনারের সমান ড্রাইভার না হতে পারি, কিন্তু নেক্সট বেস্ট।' পাশে বসা জুলিয়ার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে বলল, 'আর একে? একে কি করছি আমরা? এর ভাইয়ের গায়ে হাত তুলেই আজ আমাদের এই অবস্থা—লেজ তুলে পালাতে হচ্ছে। এর কোন ক্ষতি···'

'কোন ক্ষতি করব না,' বলল ব্রনসন চট করে। 'যদি ও বাড়াবাড়ি না করে, কোন চালাকির চেষ্টা না করে, কোন ক্ষতি হবে না ওর। ইনশিওরেন্স পলিসি হিসেবে নিয়ে চলেছি ওকে। ওর কল্যাণেই উদ্ধার পাব আমরা, যদি পুলিস ধাওয়া করে।'

'কিংবা মরিস রেনার?'

'হ্যাঁ! কিংবা মরিস রেনার যদি ধাওয়া করে। জুরিখে পৌঁছে একজন একজন করে আমরা যাব ব্যাংকে, অর্ধেক টাকা ক্যাশ করব, বাকি অর্ধেক ট্র্যান্সফার করব অন্যদেশে।'

'দু'জন একসাথে গেলে ক্ষতি কি?'

'একজনকে থাকতে হবে জুলিয়াকে আটকে রাখার জন্যে।'

'তার মানে জুরিখে পৌঁছেও গোলমাল আশা করছ?'

'না। গোলমালের চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু গোলমাল হবে না। কনভিকশন তো দূরের কথা আমাদের অ্যারেস্ট পর্যন্ত করতে পারেনি ওরা। কাজেই আমাদের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বরদাস্ত করবে না জুরিখ ব্যাংক। তাছাড়া ভিন্ন নামে যাচ্ছি আমরা জুরিখে। কোন ভয় নেই। কাজ সেরেই ভেসে পড়ব আমরা নীল আকাশে।'

'তারপর নীল আকাশ থেকে নেমেই ঢুকব জেলে!' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'আমাদের ফটোগ্রাফের টেলিপ্রিন্টেড কপি ততক্ষণে পৌঁছে যাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টে।'

'শুধু বড় বড়গুলোতে যাবে সেটা, যদি যায়। শিডিউলড ফ্লাইট যেসব জায়গা ছোঁয় সেসব জায়গায়। আমরা ক্লোটেন এয়ারপোর্ট থেকে উঠব আকাশে। ওখানে একটা প্রাইভেট ফ্লাইট ডিভিশন আছে, একজন পাইলটের সাথে খুব ভাল দোস্তিও আছে। জেনেভা যাচ্ছি বলে উঠব আমরা প্লেনে—অর্থাৎ কাস্টমসের ঝামেলা থাকছে না। তারপর কোথায় নামি সে দেখা যাবে। ক্লোটেন এয়ারপোর্টে ফিরে গিয়ে ও কসম খেয়ে বলবে যে হাইজ্যাক করা হয়েছিল ওকে। দশ হাজার সুইস ফ্র্যাংক পেলে খুশি হয়ে করবে ও কাজটা।

'বাব্বা! সব প্ল্যান সারা!' মুগ্ধ বিস্ময়ে তারিফ করল হ্যানসিঙ্গার।

প্রশংসায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রনসনের মুখটা আত্মতৃপ্তির হাসিতে।

ভিগনোলেসের রেস্ট্র্যাকের পাশে চৌকোণ দালানটার সদর দরজার সামনে দাঁড়াল ল্যান্সিয়া। নিঃশব্দে।

'সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন ভেতরে থেকে।' মাথা ঝাঁকিয়ে নামবার ইঙ্গিত করল রানা হ্যামারকে।

'আর তুমি?'

'আমিও শুয়ে পড়ব ঘরে গিয়ে। চোখ খুলে রাখতে পারছি না আর। কাল বেলা বারোটার আগে আর উঠছি না ঘুম থেকে। তার আগে গাড়িটা ওই ওপাশে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

স্ত্রীর হাত ধরে নেমে গেল মাইকেল হ্যামার। এমনি সময় সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফিলিপ কার্টারেট। উষ্কখুষ্ক চুল; উদভ্রান্ত চেহারা। দ্রুতপায়ে চলে এল গাড়ির কাছে।

'দুঃসংবাদ আছে, রানা। ব্রনসন পালিয়েছে।'

'যাক,' বলল রানা। 'ওকে ধরতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।'

'জুলিয়াকে নিয়ে গেছে সাথে।'

ঝটাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। 'বলেন কি! কতক্ষণ আগে?'

'আধঘণ্টা। নিজের ঘরে শুয়েছিলাম, গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেয়ে নেমে এসে দেখি ঘর খালি।' এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল সে সামনে। 'এটা পেলাম ওর বাথরুমে।'

এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিল কাগজের টুকরোটা মাইকেল হ্যামার। জোরে জোরে পড়ল: কুনিয়োতে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ব্রনসন।

'চললাম,' বলেই গাড়িতে ওঠার উপক্রম করল রানা।

খপ করে রানার কোটের আস্তিন ধরল হ্যামার। 'তুমি না। আমি যাচ্ছি। একটু আগেই বলছিলে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে...'

'এখন আর আসছে না। আপনি কথা দিয়েছেন, আজ রাতে আমার আদেশ মেনে চলবেন। এখুনি রওনা হতে হবে আমাকে, অযথা দেরি করিয়ে দেবেন না।'

'আমি তো সাথে যেতে পারি...'

'না। আমি আর মিস্টার কার্টারেট যাচ্ছি। আমরা জুলিয়াকে ফিরিয়ে আনা ছাড়াও এমন কিছু করব, যেটা আপনার না দেখাই ভাল। তাছাড়া মিসেস হ্যামার থাকবেন কোথায়? ফিরে এসে যদি দেখেন মিসেস হ্যামারকেও ধরে নিয়ে গেছে, তখন? ওঁকে পাহারা দেয়া ছাড়াও আরও কাজ আছে আপনার। আপনি এই অঞ্চলের কোটিপতি, অনেক বড় বড় ফার্মের মালিকের সাথে পরিচয় আছে আপনার। এখন থেকে কুনিয়ো যাওয়ার একটাই রাস্তা। আপনি নিসে ফোন করে পরিচিত কোন বড়সড় পরিবহন সংস্থা বা ট্রাকিং ফার্মকে অনুরোধ করুন যেন কোল ডে টেন্ডের কাছে রাস্তা জুড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় গোটা দুই ট্রাক। বুঝতে পেরেছেন? খরচ যা লাগে দেয়া যাবে, কোন

অবস্থাতেই যেন ওরা বাধা পেরিয়ে…'

কথা শেষ হওয়ার আগেই হল ঘরের দিকে ছুটল হ্যামার স্ত্রীর হাত ধরে। বলতে বলতে গেল, 'ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই, আমার এক বন্ধু আছে…'

অর্ধেক পথ একটি কথাও বলল না কেউ। প্রধান কারণ, কথা বলবার মত মানসিক অবস্থায় নেই দু'জনের কেউই, দ্বিতীয় কারণ, রানার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে গাড়ি চালানোর দিকে—এক পক্ষ এত মন দিয়ে কোন কাজ করলে আলাপ জমানো দুরূহ কাজ। আর তৃতীয় কারণ, এতই বেগে ছুটেছে ল্যান্সিয়া যে প্রাণটা গলার কাছে এসে ধুক-ধুক করেছে ফিলিপ কার্টারেটের—কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে প্রায়, আঁধার দেখছে সে চোখে, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে—ঠিক কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে মারা যাচ্ছে, যেন সেটা বুঝে নিতে চায় মরার আগে।

সোজা রাস্তা পেলেই সেই বিশেষ বোতামটা টিপে দিচ্ছে রানা, বুলেটের বেগে ছুটছে ল্যান্সিয়া, বাঁকাচোরা রাস্তায় এসে অফ করে দিচ্ছে বোতাম, কিন্তু তবু যে স্পীড থাকছে সেটা যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক আরোহীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ক্যানেস এবং নিসের মধ্যকার অটোরুট ধরে চলছে এখন ওরা। চট করে স্পীড মিটারের দিকে এক নজর চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল বৃদ্ধের। দুশো কিলোমিটার—অর্থাৎ, একশো ত্রিশ মাইলেরও বেশি। এখনও বেঁচে আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিজের গালে চিমটি কাটল একটা। রানাকে স্পীড কমাতে বলার প্রশ্নই ওঠে না। শখ করে বা ফুর্তির জন্যে এত জোরে চালাচ্ছে না সে—এই গতির উপরই নির্ভর করছে জুলিয়ার বাঁচা-মরা। যেমন করে হোক ধরতে হবে আধঘণ্টা আগে ছেড়ে দেয়া গাড়িটাকে। সেটা বুঝতে পেরেই সীটবেল্ট বাঁধা অবস্থাতেও দাঁতে দাঁত চেপে, দরজার একটা হাতল আঁকড়ে ধরে খাড়া হয়ে বসে আছে ফিলিপ কার্টারেট, নইলে অনেক আগেই রানাকে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে নেমে যেত সে গাড়ি থেকে।

সামান্য একটু ব্রেক করল রানা গিয়ার ডাউন করে। তারপর রাস্তার উপর চার চাকার তীব্র আর্তনাদ উপেক্ষা করে মোড় নিল প্রায় নব্বই মাইল স্পীডে। নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়, যত ভাল ড্রাইভারই হোক, এই বাঁকে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোড় নিতেও কলজে কেঁপে যাবে যে-কোন লোকের।

চোখ বুজে ফেলেছিল ফিলিপ কার্টারেট, আবার হ্যাঁচকা টানে গাড়ির গতি বাড়ছে দেখে বুঝতে পারল মারা যায়নি এখনও। সভয়ে চোখ খুলল আবার। বলল, 'দারুণ গাড়ি চালাও তুমি, রানা। রেস-ড্রাইভারকে এত ভয়ঙ্কর সব ঝুঁকি নিতে হয় জানা ছিল না আমার।'

'তিনমাস আগে আমারও জানা ছিল না যে এইসব আপাত-দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আসলে ঝুঁকি নয়—দক্ষতা। এজন্যে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমি মিস্টার হ্যামারের কাছে। উনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমাকে আশ্চর্য কিছু

টেকনিক।'

'তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি আমি, রানা। এই বয়সে এত বিনয় এল কি করে তোমার মধ্যে। তোমার কথা শুনে মনে হয় মাইকেল বুঝি আর কাউকে শেখায়নি টেকনিকগুলো। টীমের সবার প্রতি সমান ভালবাসা ওর। কই, আর কেউ তো টেকনিক শিখে নিয়েই সেরা ড্রাইভার হয়ে যেতে পারল না? এখন যদি আমি তোমার সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাই, ওমনি তুমি বলবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই, কোলিগের জন্যে করছ কাজটা।'

'সেটা বললে তো মিথ্যে বলা হবে না, মিস্টার কার্টারেট। সত্যিই তো জুলিয়া আমার কোলিগ।' হাসল রানা। 'অন্তত এখন পর্যন্ত একই টীমে কাজ করি আমরা।'

আরেকটা বাঁক নিতে দেখে চোখ বন্ধ করল কার্টারেট, আবার সোজা রাস্তায় এসে চোখ খুলল। বলল, 'অর্থাৎ কাল থেকে তুমি আর কাজ করছ না ব্লু অ্যাঞ্জেলে?'

'না।'

'রেস ড্রাইভিং ছেড়ে দিচ্ছ? জগৎজোড়া খ্যাতি এখন হাতের মুঠোয়—এটা হারাতে খারাপ লাগবে না তোমার?'

'নাহ্। মরিস রেনারের খারাপ লাগতে পারে, আমার লাগবে না। কাল সকালে ছদ্মবেশ খুলে রেখে আমি চলে যাব প্যারিসে। ভিগনোলেসে ফিরছি না আর।'

নিস থেকে লা গিয়ানডোলা, অর্থাৎ এন টু-ও-ফোর সড়কটা শুধু যে আঁকাবাঁকা তাই নয়, উঁচু-নিচুও। জায়গায় জায়গায় তিন হাজার ফুট উঁচু হয়ে গেছে রাস্তাটা, তার উপর রয়েছে কয়েকটা মারাত্মক হেয়ারপিন বেন্ড। কিন্তু রানা ছুটেছে এমন ভাবে, যেন এটা সাধারণ একটা অটোরুট।

নির্জন রাস্তা। কোল ডে ব্রাউস পেরিয়ে সসপেলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল, কোল ডে ব্রুইস পেরিয়ে চলে এল লা গিয়ানডোলায়। পথে একটা গাড়িরও দেখা পাওয়া গেল না। এবার উত্তরে ছুটল ল্যান্সিয়া, সাওর্জ, ফনটান পেরিয়ে পৌঁছে গেল টেন্ডে শহরে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল বৃদ্ধ, তোমাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল মাইকেল। তোমার অভাব বড় বেশি করে অনুভব করবে মানুষটা।'

'কিন্তু আমি আমার আগের কাজে ফিরে না গেলে আমার অভাব আরও বেশি করে অনুভব করবেন আরেকজন বৃদ্ধ। পঙ্গু হয়ে যাবেন...' থেমে গেল রানা কথার মাঝখানে। বলল, 'হ্যানসিঙ্গার!'

ঝট করে সামনের দিকে চাইল কার্টারেট। বহুদূরে লাল দুটো ব্যাগ লাইট দেখা যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সেই বিশেষ বোতামটা টিপে দিল রানা। ক্ষুধার্ত বাঘের মত লাফ দিল ল্যান্সিয়া সামনের দিকে।

'হ্যানসিঙ্গার? ওটা অ্যাস্টন মার্টিন? তুমি চিনলে কি করে?'

'গাড়িটা চিনতে পারিনি, কিন্তু চালানোটা চিনতে পেরেছি অনায়াসে। সামনে গাড়িটা যেভাবে চালানো হচ্ছে সেভাবে চালাবার ক্ষমতা রয়েছে সারা ইউরোপের মধ্যে বড়জোর ছয়জন লোকের। সেই ছয়জনের কে কেমন ভাবে গাড়ি চালায়, আমার মুখস্থ। হ্যানসিঙ্গারের অভ্যাস হচ্ছে টার্নিং-এর সময় ঠিক যখন ব্রেক করা দরকার তার একটু আগে ব্রেক করে অ্যাক্সিলারেটার চেপে ধরে বাঁক নেয়া।' টায়ারের কর্কশ আওয়াজ তুলে তীব্র বেগে বাঁক নিল ল্যান্সিয়া। আবার দেখা যাচ্ছে সামনের গাড়ির ব্যাক লাইট। এবার বেশ খানিকটা কাছে। রানা বলল, 'হ্যানসিঙ্গারই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

সত্যিই সন্দেহ নেই। অ্যাস্টনের পিছনের সীটে বসা ব্রনসন বার বার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইছে পিছন ফিরে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'হুবার্ট, পিছনে আসছে কারা যেন।'

'আসুক,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'এটা আমার বাপের রাস্তা নয় যে আপত্তি থাকবে। পাবলিক রোড যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।'

'এটা যে কেউ নয়, হুবার্ট!' ব্রনসনের কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের আভাস উবে গেছে বেমালুম। 'লক্ষ করে দেখো, যে-কেউ এভাবে গাড়ি চালাতে পারে না। এগিয়ে আসছে কাছে। যে-কেউ হতেই পারে না!'

তুমুল বেগে উঠে যাচ্ছে দুটো গাড়ি কোল ডে টেন্ডের চুড়োর দিকে। বিপজ্জনক টার্নিং নিচ্ছে, ছুটছে আবার। ঊর্ধ্বশ্বাসে। ক্রমে এগিয়ে আসছে পিছনের গাড়িটা, দূরত্ব কমছে। আর একশো গজ! নব্বই! আশি!

'প্রস্তুত হয়ে নিন, মিস্টার কার্টারেট,' বলল রানা। পিস্তলটা বের করে রাখল সীটের পাশে। 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জুলিয়াকে গুলি করবেন না যেন আবার।'

পকেট থেকে নিজের পিস্তল বের করল ফিলিপ কার্টারেট। বলল, 'রাস্তাটা ব্লক করা গেল কিনা কে জানে!'

রাস্তা আসলে ঠিকই বন্ধ হয়ে গেছে। একেবারে বন্ধ। বিশাল দুটো ফার্নিচার ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে, আটটা হেডলাইট একবার জ্বলছে, একবার নিভছে—যেন ঠাট্টা করছে।

শেষ বাঁকটা ঘুরেই তিক্তকণ্ঠে কুৎসিত কয়েকটা গালি দিয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গার। ব্রেক চাপল। ভ্যানের কাছাকাছি এসে থেমে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে চাইল হ্যানসিঙ্গার ও ব্রনসন, দু'জনই। জুলিয়াও চেয়ে আছে পিছনে, তবে ভয়ে নয়, আশায়।

'হঠাৎ দুটো ভ্যান রাস্তায় ফেঁসে গিয়ে রাস্তা জাম করে ফেলেছে, এটা হতেই পারে না। গাড়ি ঘোরাও, হুবার্ট। এটা আমাদের আটকাবার ব্যবস্থা। এসে পড়ল! ঘোরাও!'

শেষ বাঁকটা ঘুরল ল্যান্সিয়া। এগিয়ে আসছে হু-হু করে। পাগলের মত চেষ্টা করছে হ্যানসিঙ্গার গাড়িটা ঘুরাতে, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল ল্যান্সিয়া। ব্রেক চাপল রানা, কিন্তু এমন ভাবে, যে সোজা এসে অ্যাস্টন

মার্টিনের পেটে ঢুঁশ খেয়ে তারপর থামল ল্যান্সিয়া। ব্রনসনকে পিস্তল বের করতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ব্রনসনকে তাক করুন! হ্যানসিঙ্গারকে মারতে গেলে জুলিয়ার গায়ে লাগবে।'

সামনে ঝুঁকে একসাথে গুলি করল রানা ও কার্টারেট। তার আগেই ব্রনসনের গুলি লেগে চুর হয়ে গেল ল্যান্সিয়ার উইন্ডস্ক্রীন। গুলি করেই নিচু হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একসাথে দুটো গুলি প্রবেশ করল ওর বাম কাঁধে। চিৎকার করে উঠল ব্রনসন। এদিকে গাড়িটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে হ্যানসিঙ্গার পাগলের মত। গোলমালের মধ্যে সুযোগ বুঝে ঝটাং করে ওপাশের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়া—ব্রনসন বা হ্যানসিঙ্গার ঠেকাবার চেষ্টা করবার আগেই।

নিচু হয়ে রয়েছে হ্যানসিঙ্গার, কপালটা শুধু দেখা যাচ্ছে উইন্ডস্ক্রীনের নিচের দিকে, কোনমতে সরিয়ে নিল গাড়িটা, তারপর ল্যান্সিয়ার বাম্পারটা ভেঙে দিয়ে ছুটল উল্টোদিকে। ঠিক চার সেকেন্ডের মধ্যে ঘুরিয়ে নিল রানা ল্যান্সিয়া। এরই ফাঁকে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে হাত ধরে টেনে তুলে ফেলল কার্টারেট জুলিয়াকে। ব্যস্ততার মধ্যেও ঠোঁটজোড়া মেয়ের কপালে ছোঁয়াতে ভুলল না। ওরা দু'জন গাড়িতে উঠে আসতেই ছুটল রানা। এক থাবড়া দিয়ে ধসিয়ে দিল উইন্ডস্ক্রীনের চুর হয়ে যাওয়া একাংশ। বাকিটুকু পিস্তলের বাঁট ঠুকে পরিষ্কার করে ফেলল কার্টারেট। জুলিয়াকে পিছনের সীটে মাথা নিচু করে বসে থাকবার নির্দেশ দিয়ে সীট ডিঙিয়ে সামনে চলে এসেছে ফিলিপ কার্টারেট, পিস্তলটা অ্যাস্টন মার্টিনের দিকে তাক করে গুলি শুরু করল। পাগলের মত নেমে আসছে রানা কোল ডে টেন্ডের পাহাড় থেকে, যে গতিতে বাঁক নিচ্ছে তাতে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠার কথা ফিলিপ কার্টারেটের, কিন্তু তার পরিবর্তে ধকধক করে জ্বলছে বৃদ্ধের চোখ, বিড় বিড় করছে আপন মনে। 'এতদিনে পেয়েছি তোকে, ব্রনসন! পল, তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবার, নিয়েই ছাড়ব, দেখিস!'

'হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল জুলিয়া। রানার বেপরোয়া গাড়ি চালানো দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'এ কী করছ, রানা! সবাই মিলে মারা পড়ব তো?'

'ভয় নেই,' বলল রানা। 'আজ রাতে মরণ নেই আমাদের। যদি কেউ মারা পড়ে, মরবে ওরা দু'জন।'

'কিন্তু···কিন্তু পুলিসই তো ধরতে পারবে ওদের। আমরা ঝুঁকি না নিলেই কি নয়? পুলিস···'

'ওরা পুলিসের হাতে ধরা পড়লে তোমার বা তোমার বাবার কি লাভ হলো? আমার তিন মাসের খাটুনিরই বা কি ফল পাওয়া গেল? পলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাও না তুমি?'

কোন জবাব দিল না জুলিয়া। একশোবার চায় সে ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি ঠিক জানো যে ব্রনসনই দায়ী

পলের মৃত্যুর জন্যে?'

'প্রমাণ আছে আমার হাতে। কিন্তু এখন তা দেখাতে পারব না তোমাকে। জেনে রাখো, আমরা অন্যায় কিছুই করছি না। ব্রনসনই তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী, হ্যানসিঙ্গার তার সহযোগী।'

আর একটি কথাও বলল না জুলিয়া।

হ্যানসিঙ্গারও প্রাণপণে চালাচ্ছে, কিন্তু রানার সাহস, ওর মত ইস্পাতের স্নায়ু আর দক্ষতা থাকলে অনেক আগেই ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত সে, বে-আইনী ভাবে টাকা রোজগারের প্রয়োজন থাকত না। পঞ্চম বাঁকেই ধরে ফেলল রানা অ্যাস্টন মার্টিনকে। কয়েক গজ সামনে তাড়া খাওয়া কুকুরের মত লেজ দাবিয়ে ভাগছে।

'আর গুলি করবেন না,' বলল রানা হঠাৎ।

'কেন?'

'গুলি শেষ হয়ে গেছে আপনার পিস্তলের,' মৃদু হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে।

ফিলিপ কার্টারেটের চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। এই গোলমালের মধ্যে কয়টা গুলি করেছে সেকথা তার নিজেরই মনে নেই যখন, মাসুদ রানা নির্ভুলভাবে বলে দেয় কি করে? পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সামনের দিকে লক্ষ্য করে চাপ দিল ট্রিগারে। ক্লিক করে শব্দ হলো শুধু—গুলি বেরোল না। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কার্টারেট, কিন্তু তার আগে রানাই কথা বলে উঠল।

'ওই সামনের বাকেই শেষ করে দিই, কি বলেন?'

জবাব দেয়ার সময় ছিল না, এসে গেল হেয়ারপিন বেন্ড, ডানদিকে বাঁক। বাঁক নিচ্ছে হ্যানসিঙ্গার। ব্রেক না চেপে অ্যাক্সিলারেটর টিপে ধরল রানা ফ্লোর বোর্ডের সাথে। পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং কাটল রানা, কিন্তু গতির আতিশয্যে বাম পাশে খাদের দিকে সরে যাচ্ছে গাড়িটা মারাত্মক ভঙ্গিতে। যেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু না। হিসেব করেই করেছে রানা কাজটা। দড়াম করে অ্যাস্টন মার্টিনের পেটে ধাক্কা দিল ল্যান্সিয়া পেট দিয়ে। ল্যান্সিয়ার পতন ঠেকিয়ে দিল অ্যাস্টন মার্টিন ঠিকই, কিন্তু নিজে চলে গেল আয়ত্তের বাইরে। ধাক্কা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে ফিরে এসেছে ল্যান্সিয়া, থেমে এসেছে গতি। ব্রেক চাপল রানা, পুরোপুরি থেমে দাঁড়াবার আগেই হ্যান্ডব্রেক টেনে দিয়ে ঝটাং করে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রাস্তায়। কোনাকুনি খাদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাস্টন মার্টিন, রাস্তা ছেড়ে অর্ধেকটা শরীর বেরিয়ে যেতেই ডিগবাজির ভঙ্গিতে উল্টাতে শুরু করল। দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা খাদের কিনারায়। ফিলিপ কার্টারেট ও জুলিয়াও ছুটে এল।

নিচের দিকে একবার চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল জুলিয়ার। বহু নিচে—অন্তত দু'হাজার ফুট হবে—আলো দেখা যাচ্ছে একটা। অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যাস্টন মার্টিন। পাহাড়ের গায়ে কোথাও ঠোকর খেল, শব্দ পাওয়া

গেল। পরমুহূর্তে কয়েকশো ফুট নিচে আবার দেখতে পেল ওরা গাড়িটাকে। এখনও নামছে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটা মশাল জ্বেলে নিয়েছে কোথায় যাচ্ছে দেখার সুবিধের জন্যে। দাউ দাউ করে আগুন জলছে এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে। অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর বহু নিচে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, কয়েকশো ফুট উঁচু হয়ে উঠল আগুনের শিখা। তারপর এসে পৌঁছুল পতনের কর্কশ শব্দ। তারপর আবার সব নিঝুম, নিস্তব্ধ।

মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'চলুন, রওনা হওয়া যাক। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিল, চমকে বাস্তবে ফিরে এল দু'জন।

হঠাৎ রানার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলিয়া। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমাদের, মাসুদ ভাই।' কৃতজ্ঞতায় চোখের জল বেরিয়ে এল জুলিয়ার।

দুই হাতে জুলিয়াসহ রানাকে জড়িয়ে ধরল ফিলিপ কার্টারেট। 'তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আমরা, রানা। তোমার এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না।'

বুড়োর গলাটাও ভেজা ভেজা হয়ে আসছে দেখে আর্তনাদ করে উঠল রানা। 'আপনারা দু'জন মিলে ঠেসে ধরলে দম বন্ধ হয়েই মারা যাব! ছাড়ুন, ছাড়ুন!'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল জুলিয়া। বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের সীট দেখাল রানাকে, বলল, 'বিশ্রাম করো। ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

পিছনের সীটে রানার পাশে উঠে বসল ফিলিপ কার্টারেট। গাড়ি রওনা হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থেকে রানার কাঁধের উপর হাত রাখল কার্টারেট।

'রানা, তুমি বলেছিলে আমাদের কাজটা শেষ হলে তারপর তোমার কাজের কথা বলবে। আমাদের কাজ শেষ। এবার বলো তো, কি কাজে চলেছিলে তুমি প্যারিসে?'

এক গাল হাসল রানা। 'কিছু মনে করবেন না। আমি প্যারিসে যাচ্ছিলাম একজন অত্যন্ত কড়া লোকের মন ভজাতে। বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে পেরেকের মত শক্ত এক ক্ষমতাশালী বৃদ্ধের সহযোগিতা আদায় করবার জন্যে।'

'কে? কি নাম তার?'

'তার নাম ফিলিপ কার্টারেট।' হাসল রানা। 'ইন্টারপোলের নারকোটিক সেকশনের চীফ।'

এক মিনিট হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ, কোন কথা সরল না মুখে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ধন্য দেশের ধন্যি ছেলে! বুঝতে পেরেছি এবার। সব বুঝতে পেরেছি। গত তিনটে মাসে তোমার সম্বন্ধে অসংখ্য 'কেন' এসে ভিড় করেছে আমার মনে, কোনটারই সদুত্তর পাইনি—

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব। ওফ, অনেক আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল আমার! তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছ অ্যামস্টারডামে কিছু কাজ করবার ব্যাপারে। তাই না? তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার চেয়েও শক্ত আর এক বৃদ্ধ—মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাই না? আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আগের ছেলেটাকে...'

'তখন আপনার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল।'

'ঠিক সেজন্যে নয়, রানা। পলের মৃত্যুতে খুব আপসেট ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আসলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি এত উঁচু মানের যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তোমাদের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমাদের অযোগ্য মনে করে। ছি! এতবড় ভুল বোধহয় জীবনে করিনি আর। আমার কপাল ভাল যে ভুলটা শোধরাবার সুযোগ পেয়েছি তোমার মাধ্যমে।'

'মত পাল্টাচ্ছেন তাহলে?'

'একশোবার! সকালের ফ্লাইটে আমিও ফিরছি প্যারিসে। চলো, আমার ওখানেই উঠবে। কালই অফিসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'ভেরি গুড। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছুই নেই, রানা। ধন্যবাদ আমি দেব তোমাকে। তোমার করুণায় আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাব আমি। বহুদিন পর। এখনই চোখ ভেঙে ঘুম আসছে আমার। এর সাথে ওটা জড়াতে যেয়ো না কখনও, তাহলে আমার ওপর অবিচার করবে, বাবা। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ বলেই যে আমি তোমার দেশকে সাহায্য করব, তা নয়। আমার সহযোগিতা অর্জন করে নিয়েছ তুমি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমারও একটু ব্যাখ্যা দেবার আছে। দয়া করে ভুলেও মনে করবেন না, যে আপনাকে ঋণী করবার জন্যে সাহায্য করেছিলাম আমি আপনাদের। আসলে জুলিয়ার ঋণ শোধ করবার জন্যে নেমেছিলাম আমি এই কাজে। ওকে সাহায্য না করে উপায় ছিল না আমার। যখন অবলীলাক্রমে বড় ভাইয়ের আসনে বসিয়ে দিল আমাকে, উপায়ান্তর ছিল না কোন। প্যারিস থেকে ফিরে আমি ঠিকই খুঁজে বের করতাম ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম, আপনি এসে হাজির হওয়ায় দেরির প্রয়োজন আর থাকল না, বিনা দ্বিধায় যোগ দিলাম ওর টীমে। আর তিনটে মাস কেটে গেল মহানন্দে। যাই বলুন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করেছি আমি প্রতিটি দিন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে সময়টা।'

'ওর ঋণ বলছ কেন, রানা?'

'আমার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই কিনা, কেউ বড় ভাই ডেকে বসলে ঋণী হয়ে পড়ি। মনে হয় এই কঠিন দুনিয়াতে আমি আর একা নই।'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ, তারপর ওর কাঁধে দুটো চাপড় মেরে চোখ বুজল সীটে হেলান দিয়ে। রানাও চোখ বুজল।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীরটা।